প্রকাশক—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।
জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।
১২৬ বিবেকানন্দ রোড।
কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

মূল্য এক টাকা

প্রিন্টার—শ্রীপ্রমথনাথ মান্না,
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

চরিত্র।

ভুজঙ্গ	জনৈক ভদ্রসন্তান। চঞ্চলমতি যুবক।
জলধর	জনৈক ভদ্রসন্তান। যুবক। সেতার প্রিয়। ধীর প্রকৃতি।
বিমলা	জনৈকা যুবতী। ভুজঙ্গ ও জলধরের সহপাঠিনী। স্বপ্ন বিলাসিনী।
রমা	বিমলার বন্ধু। বাক্‌পটু কিন্তু অন্তরের গভীরতা আছে।
অতুল	বিমলার পিতা। সদাশিব লোক। অতিশয় ধনী।
সাবিত্রী	বিমলার মাতা। খাঁটি বাঙ্গালী। কিন্তু গায়ে কিঞ্চিৎ আধুনিকতার আঁচ লাগিয়াছে।
ত্রিলোচন	ভুজঙ্গের পিতা। মফঃস্বলের উকিল।
জগদম্বা	ভুজঙ্গের মাতা। স্বার্থপর গ্রাম্য স্ত্রীলোক।
পীতাম্বর	ভুজঙ্গ ও জলধরের মেসের চাকর। কিঞ্চিৎ শিক্ষিত।
নটবর	অতুলের পুরাতন ভৃত্য।
সৈরভী	মেসের ঝি।
ওস্তাদজি	জলধরের গানের শিক্ষক।

(জনৈক বোর্ডার, মেসের ম্যানেজার, অন্যান্য কতিপয় পুরুষ এবং স্ত্রী)

দৃশ্যসূচী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

মেসের একটি ঘর। একদিন বিকালবেলা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অতুলের বাড়ির বারান্দা। সেইদিন সন্ধ্যাকালে।

তৃতীয় দৃশ্য

অতুলের বাড়ির বসিবার ঘর। অব্যবহিত পরে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

অতুলের বাড়ির বারান্দা। কয়েক মিনিট পরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মেসের ঘর। সকালবেলা।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

মেসের সম্মুখস্থ রাস্তা। পরদিন প্রাতে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সহরতলীর পথ। মধ্যাহ্নে।

তৃতীয় দৃশ্য

পথের অন্যত্র। অব্যবহিত পরে।

চতুর্থ দৃশ্য

অতুলের বাড়ির বসিবার ঘর। অল্প পরে।

যবনিকা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মেসের একটী ঘর। ষ্টেজের দুই প্রান্তে দুইটী তক্তাপোষে বিছানা। মাঝখানে একটা বড় টেবিল এবং দুইখানি চেয়ার। এক কোণে আলনায় কতকগুলি জামা, কাপড়, তোয়ালে ইত্যাদি। অপর কোণে দেওয়ালে একটী আয়না ঝুলানো আছে, আয়নার নীচেই একটী ছোট সস্তা টেবিল। টেবিলের উপর চিরুণী বুরুশ ইত্যাদি। তক্তাপোষের নীচে কয়েকটী ট্রাঙ্ক, কয়েক জোড়া জুতা এবং জুতার কালি, বুরুশ ইত্যাদি। পিছনের দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে দরজা। দরজার এক পাশে কাপড়ের খোলের মধ্যে একটী সেতার ঝুলিতেছে। অপর পাশে একটী সেলফ্-এ কতকগুলি বই।

সময়—বিকাল বেলা।

সৈরভী ঘরে ঝাঁটা লাগাইতেছে; পীতাম্বর আধপোড়া সিগারেটের টুক্‌রা খুঁজিতেছে।

পীতাম্বর। সাহেবদের কল দেখেছিস্ সৈরভী? (একটী একটী করিয়া গুণিয়া) এবেলা ছ'টি পাওয়া গেল। ছ'টি সিগারেট বাবুরা ন'পয়সা দিয়ে কিনেছেন, কিন্তু সাহেবদের এমনি কল যে আদ্দেকের বেশী খেতে যাবেক্ কি হাত পুড়ে মরবেক্। তাই বাবুদের পয়সার আদ্দেক হ'ল মাটি আর আমার লাভ হ'ল ছ'আদ্দেকে তিনটি সিগারেট। এবার ছ্যাখ্ আমি কি কায়দাটাই করেছি।

সৈরভী। অতগুলো সিগারেট তুই একলা খাবি নাকি ?

পীতাম্বর। তুই খাস্ তো তোকে দিই আদ্দেকটা।

সৈরভী। মর মুখপোড়া! ও কথা ফের মুখে আনবি তো তোকে ঝাঁটা মেরে ঠিক করব।

পীতাম্বর। এত চটিস্ কেন বলতো ? আজকাল তো কত ভদ্দরলোকের মেয়েরাই খান।

সৈরভী। মরুক গে। ভদ্দরলোকের দেখাদেখি ধম্মটাকে তো খোওয়াতে পারি না।

পীতাম্বর। আচ্ছা, তোর ধর্ম্ম বেঁচে থাক্। তুই বরং ছাথ্ আমি কি করেছি। (একটী ছোট নল দেখাইয়া) এই যে দেখছিস্ একটা নল, এটার দাম এক পয়সা। এইটেতে একটী সিগারেট্ লাগিয়ে ......এই তাকে ধরলাম। (সিগারেট ধরাইল) আঃ ......তোফা ...... পীতাম্বরকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়, বুঝলি ? তামাকটুকু শেষ না করে ছাড়চি নি।

সৈরভী। কিন্তু নেশা করা ভাল নয় বলছি।

পীতাম্বর। (হাত ঝাড়িয়া) মাগনা মদ বামুনও খায়।

সৈরভী। কিন্তু মাগনা খেয়ে খেয়ে নেশা ধ'রে গেলে তখন পয়সা দিয়েই কিনতে হবে যে।

পীতাম্বর। সে ভাবনা নেই সৈরভী.........বাবুরা আমাদের বেঁচে থাকুন। সিগারেট আমি কুড়িয়ে কুড়িয়েই খাব। তা ছাড়া......পয়সা কি আর খরচা করার জো আছে ? তুই বলেছিস্......দুশ টাকার গয়না না দিলে আমাকে বিয়েই করবি না।

সৈরভী। কেন করব রে হতভাগা ? বিয়ে ক'রে একবার হাতের মধ্যে পেলে কি তোর হাত দিয়ে একটা কাণাকড়িও গলবে ?

পীতাম্বর। কি যে বলছিস্ তুই। আমার ভারি রাগ হয়!

সৈরভী। রেখে দে ওসব ঢং। ও সব কথায় ভদ্দরলোকের মেয়েরা ভোলে, আমরা ভুলি না।

পীতাম্বর। কিন্তু দুশ টাকা কি মুখের কথা?

সৈরভী। আঃ ম'ল। টাকা টাকা করে যে ক্ষেপে গেলি। তোর ভাগ্যি ভাল যে আমার মত ধাম্মিক মেয়েমানুষের হাতে পড়েছিস্। ধম্ম যদি নাই রাখতাম তাহ'লে অমন কত দুশ আমার পায়ের উপর গড়াতো।

পীতাম্বর। তোর কথা শুনে আমার পিলে অবধি চমকে ওঠে। ছাখ্ ....আর গোটা কয়েক টাকা মাত্র বাকি; বলি, সেই কটা না দিলেই কি নয়?

সৈরভী। বাকি কেন আছে বলতো? উপুরি টুপুরিও কি পাচ্ছিস্ না?

পীতাম্বর। কোথায় পাই?

সৈরভী। তাহ'লে কোন সাহসে তুই বিয়ে করতে চাস্? উপুরি কি করে কামাতে হয় তাই যদি না জান্‌বি তো চাকরিই বা করিস্ কেন? তোর ভারি দেমাক্—তুই বই পড়তে পারিস্। বই পড়ে তোর কি লাভ হয়েছে আমাকে বুঝিয়ে বল। কি ক'রে উপুরি কামাতে হয় তাই যদি লেখা না থাকবে তো অমন ছাই বই পড়িস কেন? দেখে আয় গে পাশের হোটেলের কাত্তিককে। তোর মতন লেখাপড়া সে শেখেনি কিন্তু তার মাথায় বুদ্ধি আছে। ঐ বড় বস্তিটাতে সে একখানা ঘর তৈরি করেছে। দেখে আয় তোর চোখের মাথা খেয়ে।

পীতাম্বর। কিন্তু ওটা যে একটা চোর।

সৈরভী। আর তুই আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।

পীতাম্বর। তাই ব'লে আমি গয়লার ছেলে হ'য়ে চুরি করব?

সৈরভী। একশ বার করবি। তোর চৌদ্দপুরুষ জল বেচে পয়সা করে নি ?

পীতাম্বর। মুখ সামলে কথা বলবি। জল বেচাটা চুরি করা নয় ····ওটা ······ওটা····· একটা ব্যবসা।

সৈরভী। তাহ'লে ব্যবসাই কর না। দাম বাড়িয়ে বলাটাও তো ব্যবসা। বাবুদের জিনিস কিনে দামটা একটু বাড়িয়ে বলতে পারিস না ?

পীতাম্বর। সেটা যে চুরি করা হবে।

সৈরভী। (ভ্যাংচাইয়া) চুরি করা হবে ! আমার জন্য চুরিই যদি না করতে পারবি তো পীরিত করতে আসিস্ কেন ? দেখে আয় গে কাত্তিকের বৌটাকে—বেটীর এমন দেমাক যে মাটিতে পা পড়ে না। বলে কিনা আমার সোয়ামী আমার জন্য চুরি ক'রে জেলেও যেতে পারে। মাগীর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত গয়না। (কাঁদিয়া) আমি খালি ধম্ম ধম্ম করেই গেলাম। তোকে কথা দিয়েছি, নইলে আমি থাকতে ঐ নচ্ছার মাগীটা কাত্তিককে বিয়ে করে ?

জলধরের প্রবেশ। পরিধানে ধুতি পাঞ্জাবি। একটু বড় বড় চুল। হাতে একটা প্যাকেট—মনে হয় প্যাকেটে একটা জামা আছে—এবং একটা ছোট লম্বা গয়নার বাক্স। পীতাম্বর তাড়াতাড়ি সিগারেট লুকাইল।

জলধর। একি, কান্নাকাটি কেন ? (পীতাম্বরকে) মেরেছ টেরেছ না কি ?

পীতাম্বর। কে কাকে মারে বাবু ?

সৈরভী। (চ্যাঁচাইয়া) মারতে আর কি বাকি রেখেছিস্ ? একবার বিয়ে হোক্ না। ঝাঁটা মেরে তোর ঘাড়ের ভূত ভাগাব।

প্রস্থান।

জলধর। কি হে পীতাম্বর? শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগটার নমুনা তো সুবিধের নয়।

পীতাম্বর। (গাল চুলকাইয়া) হেঁ, হেঁ·····হেঁ··· ·হেঁ·····বাবু কি আর বলব·····এই·····বিয়ে আর ঝাঁটা ·····এক সঙ্গেই চলে বাবু ·····হেঁ হেঁ·····হেঁ হেঁ·····ভালবাসা আর ঝাঁটা বাবু·····ভাল-বাসলেই ঝাঁটা মারে·····আবার ঝাঁটা মারলেই ভালবাসে।

জলধর। ফুঃ·····ভাগ্···

পীতাম্বরের প্রস্থান।

ঝাঁটা! ঝাঁটা! ফুঃ।

বিছানার উপর প্যাকেটগুলি রাখিল। এবং সেতারটির উপর নজর পড়াতে তাড়াতাড়ি জামা খুলিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে সেতার লইয়া বিছানায় বসিল। টুং টাং করিতে করিতেই

ভুজঙ্গের প্রবেশ।

ভুজঙ্গ। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো, আবার বাজনা নিয়ে বসেছ, নেমন্তন্নে যাবে না?

জলধর। এখনও তো ঢের সময় আছে ভাই, মোটে তো সন্ধ্যে হ'ল।

ভুজঙ্গ। জামাকাপড় পরতে পরতেই রাত হ'য়ে যাবে যে হে। তাড়াতাড়ি কর। আজ বিমলার জন্মদিন। হয়তো অনেক লোকজন্ আসবে। একটু সকাল সকাল যাওয়াই ভাল।

জলধর। আমার তো মনে হয় একটু পরে যাওয়াই ভাল। ভিড়ের মধ্যে অনেকটা লুকিয়ে থাকা যাবে। একলা দেখা হ'লে কি যে বলব।

ভুজঙ্গ। তাহ'লে তুমি পরেই যেও। আমি কিন্তু এক্ষুনি যাচ্ছি। ভুজঙ্গধর দশজনের একজন নয়।

জলধর। একটু ব'স না। চুপ করে একটু ব'স। একটা নতুন বাজনা শোনাচ্ছি।

ভুজঙ্গ। রেখে দাও তোমার বাজনা। তোমার বাজনা শুনলে আমার ঘুম পায়।

জলধর। শান্তি পাও ব'লেই ঘুম পায়। সেটা কি খারাপ হ'ল ?

ভুজঙ্গ। কে চায় তোমার শান্তি ? আমি চাই অশান্তি, আমি চাই এগিয়ে চলতে। সমস্ত বাধাবিঘ্নকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আমি এগিয়ে যেতে চাই। দশজনের আগে আমি এগিয়ে যাবই যাব, তোমার দশজন থাকুক্ আর মরুক্।

জলধর। (সেতার একটু বাজাইয়া) লাভ কি হবে ?

ভুজঙ্গ। লাভ ? লাভ—প্রতিষ্ঠা, ঐশ্বর্য্য, পৃথিবীর সকল সম্পদ ; পৃথিবীতে ভোগ করার মত যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটিকে নিঃশেষ ক'রে ভোগ করা, যা কিছু সৌন্দর্য্য আছে তার সব উপভোগ করা। ঘর, বাড়ি, মণি, মাণিক্য, এমন কি নারীর সৌন্দর্য্য—সকলই বীরের প্রাপ্য। বীর কে ? যে সকলের আগে এগিয়ে যেতে পারে, পথের কণ্টককে যে নির্ম্মমভাবে সরিয়ে দিতে পারে, নির্জীবকে যে ধ্বংস করতে পারে।

জলধর। তুমি ঘোর স্বার্থপরের মত কথা বলছ। তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য তুমি অশান্তির সৃষ্টি করবে ? আইনের বাধা, ধর্ম্মের বাধা, এমন কি তোমার বিবেকের বাধাও তুমি মানবে না ?

ভুজঙ্গ। ফুঃ······আইন, ধর্ম্ম, বিবেক। আমি জানি ছল, বল, কৌশল। ছলে হউক বলে হউক, কৌশলে হউক—আমার কাজ গুছিয়ে নেওয়াই আমার আইন, আমার ধর্ম্ম, আমার বিবেক।

জলধর। তোমার কথা শুনলে আমার ভয় করে। ছেলেবেলা থেকে

আমরা দুজনে একসঙ্গে আছি, একসঙ্গে স্কুলে পড়লাম, কলেজে পড়লাম, এখন পড়াশুনা শেষ করে একসঙ্গেই কাজের চেষ্টায় বেরিয়েছি······

ভুজঙ্গ। (হাসিয়া) এবং একসঙ্গেই বিমলার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি, কেমন হে? বোধ হয় একসঙ্গেই ওকে আমরা দুজনেই বিয়ে করতে চাইব। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। বিয়ে যখন করবে তখন বিমলা একজনকেই বিয়ে করবে, দুজনকে নয়। সেখানেই হবে দ্বন্দ্ব অর্থাৎ যুদ্ধ।

জলধর। এই সব কথা শুনতেও কুৎসিত লাগে। প্রেম নিয়ে আবার দ্বন্দ্ব কি? আমি অবশ্য বিয়ের কথা মোটেই ভাবিনি। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম বিমলাকে বিবাহ করার আকাঙ্ক্ষা আমারও আছে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা আছে ব'লেই তোমার সঙ্গে শত্রুতা করতে হবে? বিমলা যদি তোমাকেই ভালবাসে তা হলে আমি কেন যে তোমার সঙ্গে শত্রুতা করব তা তো বুঝতে পারছি না, আর যদি বিপরীতটাই সত্য হয় তাহ'লে তুমিই বা কেন আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে?

ভুজঙ্গ। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা কারণ আমাদের আদর্শ বিভিন্ন। তুমি চাও সুখী করতে, আমি চাই সুখী হ'তে। তুমি চাও প্রেম, আমি চাই সুখ, তুমি চাও ত্যাগ, আমি চাই ভোগ। যাক্ তোমার বাজনা ফেলে রাখ। চল তাড়াতাড়ি।

জলধর। তুমি যাও ভাই, আমি পরেই যাব।

জলধর সেতার লইয়া টুং টাং করিতে লাগিল। জুতা বুরুশ করিতে করিতে ভুজঙ্গ গান ধরিল।

ভুজঙ্গ। —গান—

প্রিয়, তোমার সাথে আমার পরিচয়,
একি শুধুই কথার বিনিময়?

আকাশে জোছনা ঝরে
পরাণ কাঁদিয়া মরে—
আজি কি হবে না সখি,
নিবিড় পরিণয় ?
আজিকে প্রিয় এসেছে সুদিন
হৃদয় তোমার হবে কি কঠিন ?
আজি এ মধুর রাতে
আমারে নিওগো সাথে।
প্রভাতে ভুলিও সখি
নিশীথ পরিচয় ॥

জলধর। থামাও তোমার গান।

ভুজঙ্গ। কি হ'ল আবার ?

জলধর। তোমার গানটাও তোমার মনেরই প্রতীক। কোনও সুন্দর জিনিসকেই তুমি ভোগের বিষয়বস্তু ছাড়া অন্যভাবে ভাবতে পার না।

ভুজঙ্গ। (ঈষৎ হাসিয়া) পাগল, বদ্ধ পাগল। যাই, মাথাটা ধুয়ে আসি।

প্রস্থান।

জলধর। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) সুখ ? ভোগ ?······না চায় কে ? আমিও নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু অপরকে দুঃখ দিয়ে নিজের জন্য সুখ কেড়ে নেওয়া ! এ যেন দস্যুবৃত্তির মত মনে হয়। আমার যা পাওনা তা আমি অবশ্যই চাই। তার জন্য দরকার হ'লে আমিও বল-প্রয়োগ করিতে পারি। কিন্তু ভুজঙ্গ বলে—ছলে বলে কৌশলে কাজ গুছিয়ে নেওয়াই ওর ধর্ম্ম। "কাজ গুছিয়ে নেওয়া"—যেমন কদর্য্য ভাষা, ভাবটাও তেমনি কদর্য্য, অপবিত্র।

ভুজঙ্গের প্রবেশ।

ভুজঙ্গ। তুমি এখনও চুপ করে বসে রইলে?

জলধর। বসে আছি কিন্তু চুপ করে নেই।

ভুজঙ্গ। আমি তো দেখছি, চুপ করেই আছ।

জলধর। তোমার চোখটাতো আমার মনের ভিতরটা দেখতে পারে না ভুজঙ্গ। যদি পারতো তাহ'লে দেখতে আমার ভিতরটা জ্বলছে। সেই কবে থেকে তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব হয়েছে তাও ভুলে গিয়েছি। মনে হয় আমরা দুজনে চিরকালই এমনি বন্ধু ছিলাম এবং কখনও থাকব না এই কথা ভাবতেও মনে কষ্ট হয়।

ভুজঙ্গ। মাপ কর ভাই, আর কখনও তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কিন্তু তোমাকে দেখছি জোর করেই তুলতে হ'ল। (জলধরের হাত ধরিয়া টানিয়া) তোমার সেতারটাকে আজ ভেঙ্গে ফেলব বলছি। ওঠ ওঠ।

জলধর উঠিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ভুজঙ্গ প্যাকেটগুলি দেখিয়া ফেলিল।

আরে, ওগুলো কি? (গহনার বাক্স খুলিয়া) বাঃ বেশ সুন্দর তো। এই হার কার জন্য কিনেছ? এযে অনেক দাম। (কথার সুর বদলাইয়া) ওঃ বুঝতে পেরেছি! তোমার পেটের মধ্যেও এত? (বিরক্তির সহিত) এটা তুমি বিমলার জন্য কিনেছ?

জলধর। হাঁ।

ভুজঙ্গ। এত টাকা কোথায় পেলে? (জলধর নিরুত্তর) আমি তাই ভাবি, কতদিন থেকে না খেয়ে না দেয়ে তুমি খালি পয়সা জমিয়েছ। এখন বুঝলাম তোমার মতলবটা কি।

জলধর। তুমি সিনেমা দেখে, থিয়েটার দেখে, সিগারেট খেয়ে পয়সা উড়িয়েছ। আমি নিজেকে কষ্ট দিয়ে জমিয়েছি, এমন কি অন্যায় করেছি?

ভুজঙ্গ। নিশ্চয় অন্যায় করেছ। তুমি এতদিন গোপনে গোপনে তোমার কাজ গুছিয়েছ।

জলধর। (মর্ম্মাহত হইয়া) ভুজঙ্গ, তোমার ভাষা অতিশয় কদর্য্য।

ভুজঙ্গ। আর তোমার এই কাজটা কদর্য্য নয়? তুমি বেশ জান, বিমলা আমাকেই বেশী ভালবাসে।

জলধর। না, তা জানি না।

ভুজঙ্গ। জান না? হাঃ হাঃ হাঃ····· মূর্খ, তুমি ভাবছ তোমার মত এক-জন নিরীহ গোবেচারাকে বিমলা বিয়ে করবে—যার কাছে সেতার বাজানোর চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা কিছু নেই? সংসারে বড় হওয়ার জন্য যার কোনও চেষ্টা নেই? তুমি কখনও টাকা পয়সা উপায় করতে পারবে? একটা বেড়ালের গায়ে আঁচড় লাগলে তুমি কেঁদে মর, তোমার সেতার বাজানোই ভাল। নিজের উন্নতির পথ থেকে সকল বাধাবিঘ্নকে নির্ম্মমভাবে সরিয়ে ফেলার মত মনের জোর তোমার নেই, তুমি কাপুরুষ।

জলধর। (বেত্রাহতের মত) আমাকে চটিও না ভুজঙ্গ। আমারও ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। আমি······আমি····· আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাকে এই জিনিসটা উপহার দিচ্ছি। তুমিও ইচ্ছা করলে একটা উপহার দিতে পারতে।

ভুজঙ্গ। (চটিয়া) আমি দিতে পারি না তা তুমি জান। তুমি বেশ জান আমার হাতে একটা পয়সাও নেই। তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে পয়সা জমিয়েছ। ভেবেছ এই উপহারটা দিয়ে তুমি আমার থেকে এগিয়ে যাবে। বিমলা উপহারটা পেয়ে ভাববে—দেখেছ, জলধরের কি সংযম, কি ত্যাগ?—সত্যি ক'রে বল তো তুমি এ রকম ভাবনি? তুমি গোপনে গোপনে কৌশলে তোমার কাজ গুছিয়ে এনেছ। তুমি স্বপ্ন দেখেছ যে, অতুল

বাবুর সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী তার কন্যা বিমলাকে বিয়ে ক'রে তুমি বড়লোক হয়ে যাবে এবং পায়ের উপর পা দিয়ে বসে বসে সেতার বাজাবে। উঃ, তোমার পেটের মধ্যেও এত !

জলধর। (চঞ্চলিত হইয়া) আমার ইচ্ছা হয় তোমাকে কঠিনভাবে আঘাত করে বুঝিয়ে দিই তোমার ভুল। কিন্তু পারি না; খালি মনে হয় তোমাকে আঘাত করলে সেই আঘাত আমার নিজের বুকেই লাগবে। (সেতার হাতে লইয়া) তোমার সঙ্গে আর কথা কাটাকাটির ইচ্ছা আমার নেই। ওদের ব'লো আমি পরে যাব।

প্রস্থান।

ভুজঙ্গ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা বুরুশ করিল। দুই একবার প্যাকেটগুলির দিকে তাকাইল। পরে মৎলব স্থির করিয়া হাসিয়া প্যাকেট খুলিয়া দেখিল একটা সিল্কের পাঞ্জাবি এবং তাতে সোণার বোতাম। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া পাঞ্জাবিটা পরিল। পরে গহনার বাক্সটি পকেটে পুরিয়া এবং বুরুশ করা জুতা পায়ে দিয়া চলিয়া গেল। জলধরের পুনঃ প্রবেশ। বিছানা হইতে সেতারের খোল তুলিতে আসিয়া দেখিল প্যাকেটগুলি নাই।

জলধর। পীতাম্বর। পীতাম্বর !

পীতাম্বরের প্রবেশ।

পীতাম্বর। বাবু !

জলধর। আমার বিছানার উপর দুটো প্যাকেট ছিল। দেখেছিস ?

পীতাম্বর। না বাবু, আমি তো আর এদিক্‌পানে আসিনি।

জলধর। (চিন্তিত হইয়া) ভুজঙ্গবাবু বেরিয়ে গিয়েছেন ?

পীতাম্বর। হাঁ বাবু, আমি সিঁড়ীর তলায় ছিলাম। খুব সেজেগুজে গেলেন। মনে হ'ল বিয়ে করতে যাচ্ছেন।

জলধর। খুব সেজেগুজে গেলেন ?

পীতাম্বর। হাঁ বাবু, চক্‌চকে জুতো, সিল্কের পাঞ্জাবি, তাতে আবার সোণার বোতাম।

জলধর। হুঁ, আচ্ছা তুই যা। আমার জুতোটা বুরুশ করে নিয়ে আয়।

জুতা লইয়া পীতাম্বরের প্রস্থান। জলধর আয়নার কাছে যাইয়া মাথা বুরুশ করিল। পরে সস্নেহে সেতারটিতে হাত বুলাইয়া খোলের মধ্যে যখন সেটিকে রাখিতে যাইবে এমন সময় ওস্তাদ্‌জির প্রবেশ।

একি ওস্তাদ্‌জি! আপনার তো আজ আসার কথা নয়।

ওস্তাদ। গান শেখাতে আসিনি আজ। এদিক্ দিয়েই যাচ্ছিলাম আর মনটাও একটু উস্‌খুস্ করছিল।

জলধর। (হাসিয়া) কেন?

ওস্তাদ। নিজেই একটা গান লিখেছি বাবা এবং সুরও দিয়েছি। তোমাকে না শুনালে আমার মনটাই খারাপ হয়ে যাবে। গান তো অনেককেই শুনাই বাবা, কিন্তু তেমন দরদ দিয়ে ক'জন শুনে বল তো?

পীতাম্বরের জুতা লইয়া প্রবেশ।

তুমি বেরুবে না কি?

জলধর। আপনি বসুন। আমার একটা নেমন্তন্ন আছে, না হয় একটু পরেই যাব।

ওস্তাদ। তোমার ক্ষতি হবে না তো?

জলধর। না, না। আপনি গান ধরুন। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাজাবার চেষ্টা করি।

ওস্তাদজি গান ধরিল। পীতাম্বর দরজার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। দরজার আড়ালে আরও কয়েকজন মেসের বাসিন্দা গান শুনিতে লাগিল।

গান

শুধু এই কথাটি করি হে নিবেদন
হৃদয়ে মোর রাখিও শ্রীচরণ।
বাহিরের কোলাহলে,
হৃদয় যদি টলমলে,
আঁচলে ঢাকিয়া রেখো, বঁধুহে,
আমারে ফিরায়ে নিও
হৃদয়ে বুলায়ে দিও
তোমার শ্রীচরণ।

একেলা চলেছি পথে,
আমারে নিও হে সাথে,
পথেতে নাই কি ধূলো ? বঁধুহে,
আমারে কুড়াতে দিও,
নয়নে রাখিতে দিও,
তোমার শ্রীচরণ।

বাসনা ছিল যা সাথে,
দিয়েছি তোমারি হাতে,
ধূলাতে সঁপেছি দুখ, বঁধুহে,
হৃদয়ে মাখিয়ে দিও,
হৃদয়ে রাখিতে দিও,
তোমার শ্রীচরণ।

গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পীতাম্বর এবং দরজার আড়ালের লোকগুলি চলিয়া গেল। গানটির সুর গুঞ্জন করিতে করিতে ওস্তাদজি চলিয়া

গেল। গানের সুরটি আস্তে আস্তে যন্ত্র সঙ্গীতে বাজিতে লাগিল। জলধর সস্নেহে সেতারটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে খোলের মধ্যে রাখিল। ষ্টেজের বাতি আস্তে আস্তে নিভিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—অতুলের বাড়ির বারান্দা।

সময়—সন্ধ্যাবেলা।

অতুল ঈজিচেয়ারে বসিয়া তামাক টানিতেছে ও সাবিত্রী একটি চেয়ারে বসিয়া কি একটা সেলাই করিতেছে।

অতুল। এই বয়সে রাত্রিবেলা সেলাই না করাই ভাল।

সাবিত্রী। কেন, রোজই তো করছি, কিছুতো হয়নি এখনও।

অতুল। বয়সটিতো কম হয়নি গিন্নী, তোমার চোখ দুটি একদিন যাবে।

সাবিত্রী। (হাসিয়া) তোমার নিজের চোখ গিয়েছে ব'লেই আমার চোখটাকেও যেতে হবে নাকি?

অতুল। কি যে বলছ তুমি! আমার চোখের কি হয়েছে? আমি এখনও খবরের কাগজ বেশ পড়তে পারি। আচ্ছা এক্ষুনি প্রমাণ করে দিচ্ছি। ওরে নটবর!

সাবিত্রী। আঃ, কি যে বোকা তুমি। আমি কি সেই কথাই বলেছি?

নটবরের প্রবেশ।

নটবর। হুজুর আমাকে স্মরণ করেছিলেন?

অতুল। (মাথা চুলকাইতে লাগিল) কই, না।

সাবিত্রী। যা, বাবুর জন্যে তামাক নিয়ে আয়, নটবর।

অতুল। তামাক আনবে কি! এইমাত্র তো ধরালাম এটা।

সাবিত্রী। (হাসিয়া) তবে না হয় আমার জন্য পান নিয়ে আয়।

হাসিতে হাসিতে নটবরের প্রস্থান।

(অতুলকে) দেখলে, ওর একটু ভয় ডরও নেই। সব কিছুতেই হাসা। হতভাগা—মারলেও যায় না।

অতুল। তোমার কাছে যে একবার এসেছে সে কি আর যেতে পারে গিন্নী? হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

সাবিত্রী। আঃ একটু আস্তে বল, কেউ শুনতে পাবে যে। (আবার সেলাই লইয়া) কিন্তু এখন যার আসার প্রয়োজন হয়েছে সেই আসছে না।

অতুল। সে আবার কে?

সাবিত্রী। সাধে কি বলি তোমার চোখ দুটি গিয়েছে। মেয়ের আজকে কত নম্বরের জন্মদিন হ'ল সে খেয়াল তোমার আছে?

অতুল। কেন·········এই তো·········ষোলো বছরে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, আরও ছ' বছরে এম্, এ, তাহ'লে হ'ল ষোলো আর ছয়ে বাইশ। আজকে তেইশ বছর হ'য়ে গেল।

সাবিত্রী। (হাসিয়া) তাহ'লে তো সবই জান তুমি। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে সে কথা ভাবনি বুঝি?

অতুল। তা······এবার······দেখেশুনে একটা দিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু······

সাবিত্রী। কিন্তু আবার কি?

অতুল। বিমলা তো আর ছোটটি নেই। আমি তো ভেবেছিলাম সে নিজেই দেখেশুনে আমাদের বলবে।

সাবিত্রী। সে যদি নাই বলে তবে আমাদের তো একটা কিছু করতে হয়।

অতুল। তা তো করতেই হয়। তাহ'লে তুমি বেশ ভাল করে ভেবে চিন্তে কিছু একটা ক'রে ফেল।

সাবিত্রী। (হাসিয়া) আর তুমি বসে বসে তামাক খাও।

অতুল। (হাসিয়া) তা যা বলেছ গিন্নী। তোমার হাতে না পড়ে যদি আর কারুর হাতে পড়তাম······তাহ'লে······

সাবিত্রী। আঃ আস্তে বল, কেউ শুনতে পাবে যে। আমি আজ কয়েকটি ছেলেকে নেমন্তন্ন করেছি। তারা সব এক্ষুনি এসে পড়বে।

অতুল। কি সর্ব্বনাশ! আগে বলতে হয়, কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হয় তো।

উঠিবার চেষ্টা করিল।

সাবিত্রী। তুমি ব্যস্ত হ'য়োনা। যা করবার তা আমি করেছি। তুমি তামাকটা খেয়ে নাও।

অতুল। আঃ, বাঁচলাম।

সাবিত্রী। ব্যবস্থা না হ'য়ে থাকলে তুমি রান্নাঘরে ঢুকতে নাকি?

অতুল। না, ঠিক তা নয়·····তবু একটা ব্যবস্থা·····মানে হাঁক ডাক ধমক্ ধামক্·····এই সব ব্যবস্থা করতে হ'ত বৈ কি?

সাবিত্রী। তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু তোমার ঐ চাকরটাকে একটু সামলিও, যেন অতিথিদের সামনে ইয়ার্কি না করে।

অতুল। সে আর বেশী কথা কি। আমি এক্ষুনি ব্যাটাকে আচ্ছা করে ধমকে দিচ্ছি।

সাবিত্রী। তুমি নিজেও একটু সামলে চ'লো। (অতুল চমকাইল) ছেলে-মেয়েদের কথা আড়ি পেতে শুনতে এস না।

অতুল। ছি, ছি, ছি, তুমি কি যে বলছ গিন্নী, যেন আমি ঐ কাজই দিন রাত করি। আমি ছেলে-মেয়েদের কথা আড়ি পেতে শুনতে

আসব ! ছি, ছি, ছি। আচ্ছা তুমি যখন বলছ তখন আমি আর এ দিকেই আসব না। (উঠিয়া) যাই, আমি শোবার ঘরে গিয়ে গীতা কিংবা চণ্ডীপাঠ করি। (কিছুটা যাইয়া) তা'হলে এই কথাই রইল গিন্নী ···· আমি চণ্ডীপাঠই করি।

সাবিত্রী। (হাসিয়া) চণ্ডীপাঠ করতে হবে না, আমিও আসছি।

অতুল। এই না বল্লে কারা সব আসবে ?

সাবিত্রী। সত্যি, ভারি বোকা তুমি। আমি বুড়ো মাগী ছেলে-ছোকরাদের কাছে থাকব নাকি ?

অতুল। (হো হো করিয়া হাসিয়া) আচ্ছা বুদ্ধিটা করেছ তো গিন্নী। ছেলে ছোকরাদের এদিকে সরিয়ে রেখে আমরা দুজনে একলাটি বসে বসে······

সাবিত্রী। আঃ একটু আস্তে বল। কেউ শুনতে পাবে যে।

অতুল। (হাসিতে হাসিতে) ওরে নটবর, আমার শোবার ঘরে হুকোটা দিয়ে যা। হো-হো-হো-হো।

প্রস্থান।

নটবরের প্রবেশ এবং হুকা লইয়া প্রস্থান।

সাবিত্রী। বুড়ো মা ! (কোনও উত্তর না পাইয়া) কোথায় গেল মেয়েটা ? বুড়ো মা !

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—অতুলের বাড়ির বসিবার ঘর। বেশ হাল ফ্যাসানে সাজানো। জানালাটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। জানালা দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। ঘরে টেলিফোন ইত্যাদি আধুনিক সরঞ্জাম সকলই আছে।

সময়—অব্যবহিত পরে।

সাবিত্রীর প্রবেশ।

সাবিত্রী। (জোরে ডাকিয়া) বুড়ো মা!

(নেপথ্য হইতে "যাই মা" বলিয়া বিমলার প্রবেশ। বিমলা ভাল জামা কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছে)

বিমলা। এ তোমার ভারি অন্যায় মা। চিরকাল খুকুমা ব'লে ডাকতে কিন্তু আজকাল খালি খালি 'বুড়ো' বলছ।

সাবিত্রী। (উপবেশন করিয়া) বুড়ো হ'তে আর বাকি কি তোর? আমাদের দিনে আমরা কুড়িতেই বুড়ি হ'তাম, কয়েকটা ছেলেমেয়েও হ'য়ে যেত। কিন্তু তোর তেইশ বছর বয়স হ'ল এখনও বিয়েই হ'ল না।

বিমলা। আমি চলে গেলে তোমরা খুশি হও?

সাবিত্রী। চলে যাবি কেন? বিয়ের পর আমাদের কাছেই তোরা থাকতে পারবি। তাতে যদি জামাইয়ের আপত্তি থাকে, তাহ'লে আমরাই না হয় তোদের বাড়িতে থাকব। তুই ছাড়া আমাদের তো আর কেউ নেই।

বিমলা। আচ্ছা সে দেখা যাবে এখন। তুমি এখনও হাত মুখ ধুলে না?

সাবিত্রী। আমি বুড়ো মানুষ আমার কতক্ষণ লাগবে?

বিমলা। সকলের তো আসবার সময় হ'য়ে এল। (অন্যমনস্কভাবে) কেউ যদি আগেই এসে পড়ে।

সাবিত্রী। (একবার মুখ তুলিয়া মেয়েকে দেখিয়া আবার সেলাই লইয়া হাসিয়া বলিল) কে আগে আসবে তোর মনে হয়?

বিমলা। (অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া) কেউ নয়। তুমি ওঠতো এবার। (সাবিত্রীকে হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া দিল এবং ঠেলিয়া) যাও শীগগির করে তৈরি হও।

সাবিত্রী যাইতে উদ্যত। বিমলা তাহাকে ডাকিল—

মা!

সাবিত্রী। (ফিরিয়া) আমাকে ডাকলি?

বিমলা। না থাক্।

সাবিত্রী। (হাসিয়া) আমাকে কিছু জিজ্ঞেস্ করবি?

বিমলা। (ইতস্ততঃ করিয়া) ভালবাসা কাকে বলে মা?

সাবিত্রী। (অপ্রস্তুত হইয়া) ওমা এ কি প্রশ্ন? তুই এম-এ পাশ করেছিস, আমি কি শেখাব তোকে?

বিমলা। আমি বুঝতে পারছি না।

সাবিত্রী। শোন মেয়ের কথা। আমি ভালবাসার কি জানি। আমার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমার বয়স ছিল দশ বৎসর। আমি শিখেছিলাম স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে হয়, তাই আমি ক'রে এসেছি চিরকাল। অন্য কোনও প্রশ্ন আমার মনেও আসেনি।

বিমলা। কিন্তু শুধু শ্রদ্ধা করলেই তো সবকিছু করা হ'ল না।

সাবিত্রী। বাকি যা কিছু ছিল আমার ধর্ম্ম আমাকে তা ব'লে দিয়েছে।

বিমলা। কিন্তু সংসার? আমি কি সব কাজে তার কাছে ছোট হ'য়ে থাকব?

সাবিত্রী। ছোট কেন হ'তে যাব? তোর বাবাকে জুতো পায়ে ঘরে ঢুকতে দিই না। ছোট হ'লে কি তা পারতাম?

বিমলা। (হাসিয়া) আমি সেই কথা বলিনি মা। তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তুমি বাবার সকল কাজে তার সঙ্গী ছিলে না।

সাবিত্রী। সকল কাজে আমি থাকতে যাব কেন? তোর বাবা ব্যবসা ক'রে পয়সা করেছে। আমি কি তার সঙ্গে দোকানে গিয়ে জিনিস বেচতে বসব?

বিমলা। (হাসিয়া) আমি তা ভাবিনি।

সাবিত্রী। তাহ'লে কি ভেবেছিস্ খুলে বল।

বিমলা। থাক্ অন্য দিন বলব। তুমি মুখ ধুয়ে এস।

সাবিত্রী। যাচ্ছি কিন্তু একটা কথা ব'লে যাই। সংসারটা শুধু স্বামীকে নিয়ে নয়। স্বামীকে দিয়ে সূত্রপাত হয় কিন্তু সমাপ্তি হয় না।

যাইতে উদ্যত।

বিমলা। (উচ্চস্বরে) কিন্তু আমি চাই খুটিনাটি প্রত্যেক কাজে আমার অনুরাগ সে অনুভব করবে।

সাবিত্রী। (ফিরিয়া) তাহ'লে তোর বাবাকে আমি খুব ভালবাসি কারণ ওর সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রেও আমার সুখ হয় না অন্য কাজ তো দূরের কথা। উনিও আমাকে খুব ভালবাসেন কারণ আমি রান্না না করলে ওর খাওয়া হয় না, আমি বাইরে গেলে ওর ঘুম হয় না এমন কি কোথায় ব'সে তামাক খাবেন সেইটি না ব'লে দিলে ওর নেশাও হয় না। আর কি জানতে চাস্?

হাসিয়া প্রস্থান।

বিমলা ফুলদানি হইতে একটি ফুল লইয়া পাপড়ি ছিঁড়িতে লাগিল।

বিমলা। (স্বগতঃ) জলধর—(আর একটি পাঁপড়ি ছিঁড়িয়া) ভুজঙ্গ—জলধর—ভুজঙ্গ—নাঃ আমি বুঝতে পারছি না কার সঙ্গে যাব। কোথায়

যাব ? সংসারের বন্ধনের মধ্যে, যেখানে আছে দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, মৃত্যু ? কখনও নয়। কিন্তু সংসার আমাকে করতেই হবে। সুতরাং আমি যাব তার সঙ্গে যে আমার মনকে এই বন্ধনের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে, যে আমার হাত ধরে বলবে চল, আমরা সেখানে যাই যেখানে আছে শুধু পথে চলার আনন্দ।

—গান—

আয় গো সখি দিব তোমায়
পথে চলার আনন্দ।
চল মোরা যাই যেথায় আছে
বকুল চাঁপার গন্ধ ॥
আকাশে ফুটেছে তারা,
আমারে ডাকিছে তারা।
চল ছুটে যাই তাদের মাঝে
রইবি কেন বন্ধ ?
আকাশে জোছনা ঝরে,
সে আজি ডাকিছে মোরে,
চল মোরা যাই নাইব তাতে,
জীবন পাবি অনন্ত ॥

গানের শেষদিকে রমার প্রবেশ। রমা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। বিমলা রমাকে দেখিয়াই গান থামাইল। রমার হাতে একটা অর্দ্ধেক বুনানো উলের জামা।

বিমলা। এই যে রমা, তুই এসে পড়েছিস্ ?

রমা। কেন, চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্চে না ?

বিমলা। তোকে দেখে বিশ্বাস না হ'লেও তোর হাতের সেলাইটা দেখে বিশ্বাস হচ্চে। তুই এই বয়সে এত বুড়ো হয়ে গেলি কেন বল্‌তো ?

রমা। (হাসিয়া) বুড়ো আর হ'লাম কোথায় ভাই? তেইশ বছর বয়সেও বিয়ে হ'ল না, তবু আশা ছাড়তে পারছি না।

বিমলা। (হাসিয়া) বোস্‌ একট গল্প করা যাক্‌।

রমা বসিয়াই সেলাই করিতে লাগিল। বিমলা কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল—

সত্যি তোকে দেখলেই আমার বুড়ি বুড়ি মনে হয়। ঠিক যেন আমার মায়ের মত।

রমা। আমি যে দিন জন্মেছিলাম সেদিন থেকেই বুড়ি হয়ে গিয়েছি। ছেলেবেলায় পুতুলগুলিকে ছেলে সাজিয়ে খেলা করেছি। এখন বড় হ'য়ে পুরুষ মানুষগুলির সকলকেই ছেলের মত মনে হয়। আমার ভারি ইচ্ছে হয় ওদের কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করি। কিন্তু বড় বড় সব ধিঙ্গি ছেলেদের তো আর কোলে বসিয়ে ঘুম পাড়ানো যায় না, তাই ওদের পিঠে হাত বুলিয়ে মানুষ করতে ইচ্ছে হয়।

বিমলা। তোর কথা শুনতে ভারি মজা লাগে। কিন্তু মানুষ হ'তে চায় এমন কেউ এল ?

রমা। কেউ কথনো ইচ্ছে করে মানুষ হয়? জোর করে মানুষ না করলে কোন ছেলেই মানুষ হয় না। ওদের স্বভাব হ'ল দুষ্টুমি করা। চোখের আড়াল করলেই দেখবে একটা কিছু কাণ্ড করে ফেলেছে। মানুষ হ'তে চায় না বলেই আমার কাছে কেউ ঘেঁসতে চায় না। (একটু থামিয়া) এবার হাত বাড়িয়ে কাউকে ধরতে হবে।

বিমলা। (হাসিয়া) আজকে যেন ধরিস নি কাউকে।

রমা। কেন, আজ কারা আসছে বলতো ?

বিমলা। সকলকেই চিনিস্ তুই। আমাদের সঙ্গে যারা পড়েছিল এমন কয়েকজনকে বলেছি।

রমা। তারা আমার কাছে ঘেঁসবে না, ভয় নেই।

বিমলা। কেন বল্‌তো ?

রমা। ওরা যে সব মানুষ হ'তে ভয় পায়। ওরা সব আকাশের স্বপ্ন দেখে, মাটির দিকে ফিরে তাকায় না।

বিমলা। (হাসিয়া) কিন্তু তোর মতন মাটি কামড়ে তো সকলে থাকতে পারে না।

রমা। (হাসিয়া) সেই জন্যেই আকাশের গান করছিলে বুঝি ?

বিমলা। আকাশ নয় ভাই মুক্তি।

রমা। কক্ষণো নয়। এটা শুধু গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া। নামতে গেলেই পা ভাঙ্গবে।

বিমলা। নামব না।

রমা। নামতেই হবে।

বিমলা। কক্ষণো না। কেন নামব ? দেখতে পাচ্ছিস্ আকাশটা কত বড়। এক তারা থেকে আর এক তারায় যাব, এক জগৎ থেকে আর এক জগতে যাব। হৃদয় যদি মুক্ত হয় তো আমাকে বাঁধবে কে ?

গান।

দেখেছিস্ আকাশ ভরি
কি আনন্দ পড়্‌ল ঝরি ?
হৃদয় ভরি লইব তারে
আছে সেথায় অনন্ত।

অনন্তের অন্ত নাহি,
প্রেমানন্দ শুধু চাহি।
চল মোরা আজ হাসি সুখে,
গানে ভাসাই দিগন্ত।
আয় গো সখি দিব তোমায়
পথে চলার আনন্দ॥

রমা। গান।

মিছে তোর স্বপন সখি,
মিছে তোর ভুলালো আঁখি।
আঁখি জলে ভিজিবি যবে
দেখিবি তার সবই ফাঁকি।

বিমলা। কক্ষণো নয়।

রমা। সব ফাঁকি বন্ধু। নীল আকাশ, চাঁদের আলো, মেঘের রং এদের একটাও সত্যি নয় ভাই। কাছে গেলে দেখবে ওসব কঠিন পাথর অথবা অঙ্গহীন বাতাস, বাষ্প, ধোঁয়া অথবা মিথ্যা মরীচিকা। এর চাইতে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা ভাল, সজাগ থাকা ভাল বন্ধু। যেখানে ঘুম নেই সেখানে স্বপ্ন দেখবার ভয় নেই সুতরাং স্বপ্ন ভেঙ্গে দুঃখ পাবারও ভয় নেই।

বিমলা। কিন্তু যেদিন তোর মনের মতন মানুষটি আসবে সেদিন তোর কথার সুর বদলে যাবে।

রমা। অর্থাৎ সেদিন শাদাকে কালো দেখব আর কালোকে শাদা ব'লে মনে হবে।

বিমলা। (উত্তেজিত হইয়া) ভুল, ভুল। এখন যাকে প্রাণহীন ব'লে মনে হচ্চে তখন সেটা বেঁচে উঠবে, যার ভাষা নেই সে তখন ভাষা পাবে। আকাশ, বাতাস, স্থাবর, জঙ্গম যা কিছু ভগবান্ সৃষ্টি করেছেন তোর মনে হবে তারা সব তোরই জন্যে বেঁচে রয়েছে। কুসুমের সৌরভ, বিহঙ্গের কাকলী ····

রমা। (বাধা দিয়া) থাক্ থাক্, নিজের দুর্ব্বলতাকে চাপা দেবার জন্যে এক ঝুড়ি মিথ্যে কথা না বল্লেও চলবে।

বিমলা। (চটিয়া) মিছে কথা! তোর কাছে চাঁদের আলোর কোনও দাম নেই, আকাশের রংয়ের খেলার দাম নেই?

রমা। দাম যথেষ্ট আছে, কিন্তু তার দাম বুঝিয়ে দেবার জন্যে কোন বাচাল পুরুষ-মানুষের প্রয়োজন নেই।

গহনার বাক্স হাতে ভুজঙ্গের প্রবেশ।

ভুজঙ্গ। আসতে পারি?

বিমলা রক্তিম হইয়া উঠিল এবং রমা হাসিয়া ফেলিল।

রমা। আসুন নমস্কার, নাম করতে করতেই হাজির হয়েছেন।

ভুজঙ্গ। আপনারা আমার নাম করছিলেন?

রমা। কেন, ভয় পাচ্ছেন নাকি?

ভুজঙ্গ। (গহনার বাক্স পকেটে লুকাইয়া সভয়ে) না, না····· ভয় কিসের? ····আপনি বলছিলেন······আমার নাম করতে করতেই······

রমা। আপনার হাতে কি একটা জিনিস ছিল না?

ভুজঙ্গ। জিনিস? না, কোথায়?

রমা। (হাসিয়া) এই যেটা পকেটে রাখলেন। (বিমলাকে দেখাইয়া) রেখে ঢেকে যা বলবার ওর কাছে নিরিবিলিতে বলবেন। আমরা একবার দেখিনা জিনিসটা কি?

ভুজঙ্গ। (থতমত খাইয়া) পকেটে একটা জিনিস আছে মানে······সেটা এমন কিছু নয়······মানে······ওটা ঠিক আমার নয়—এ-এ-এ—

রমা। ওটা যে আপনার নয় তা আমরা জানি।

ভুজঙ্গ। (চমকাইয়া) জানেন? সেই শূয়ারটা······

রমা। কোন্ শূয়ারটা? আচ্ছা জ্বালাতন করতে পারেন তো। বাক্সটা দেখে মনে হয় ওটা একটা হার। আপনি যে গলায় হার পরেন না তা আমরা জানি।

ভুজঙ্গ। (রুমালে কপাল মুছিয়া) ওঃ এই কথা। আমি মনে করেছিলাম ······মানে (বিমলাকে) জলধর টেলিফোন করেছিল?

বিমলা। কই না তো। উনি আসবেন না?

বিমলার উৎসুক ভাব।

ভুজঙ্গ। বোধ হয় আসবে। জানেন তো ও একটু ইয়ে······মানে······ বেপরোয়া······মানে কারুর জন্যে বিশেষ মায়া দয়া নেই······কি রকম যেন, জানে শুধু সেতার বাজাতে, দিন নেই, রাত নেই খালি ঘ্যানর ঘ্যানর, ঘরে বসে থাকাই মুস্কিল হ'য়ে পড়েছে।

রমা। সেই জন্যই খালি খালি বায়স্কোপ আর থিয়েটার দেখে বেড়ান বুঝি?

ভুজঙ্গ। আমি!

রমা। মনে তো হয় সেই রকমই।

ভুজঙ্গ। আপনি ভুল করছেন। আমি আর সে ভুজঙ্গ নেই। (বিমলার দিকে তাকাইয়া) এখন আমার খালি এক চিন্তা। থিয়েটার, বায়স্কোপ, ওসব আমি ছেড়ে দিয়েছি। জানেন, আমি স্বীকার করি যে আমাদের জীবনে থিয়েটার বায়স্কোপেরও একটা স্থান আছে কিন্তু তাই বলে খালি খালি থিয়েটার দেখে বেড়ানোকে আমি জীবনের একটা প্রধান কাজ বলে মনে করি না। জীবনের লক্ষ্য যতদিন স্থির না হয় ততদিন

লোকে এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু যার (বিমলার দিকে তাকাইয়া) লক্ষ্য স্থির হয়েছে তার কাছে এই সব সাধারণ আমোদ প্রমোদ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আমার মনে হয় এতদিনে আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি। আমি জানি আমি কোন্ পথে চলব এবং সেই জন্যই আমার যাত্রাপথে সকলের চেয়ে আগে আমি যাব। আমার বন্ধু জলধরের মত কূপমণ্ডুক হয়ে থাকতে আমি রাজি নই।

রমা। জলধরবাবুর উপর আপনার বেজায় আক্রোশ দেখতে পাচ্চি। বেচারীর অপরাধটা কি?

ভুজঙ্গ। আক্রোশ হবে না? সে দেখাচ্ছে যে সে নিজেকে খুব কষ্ট দিচ্চে কিন্তু তলে তলে খালি কাজগুছানোর মতলব.........মানে, আপনারা আমার কথার অর্থটা ঠিক বুঝতে পারছেন না...... ...একটু বড় কথায় বলতে গেলে, বলতে হয় 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'......... মানে, কর্ম্মহীন বৈরাগ্যে আমার প্রয়োজন নেই, আমি চাই এগিয়ে চলতে, সামান্য সামান্য শোক কি দুঃখ আমাকে আটকাতে পারবে না। আপনি ঠিকই ধরেছেন—বায়স্কোপ থিয়েটার দেখতে আমার ভাল লাগে কিন্তু আমার সব চাইতে প্রিয় (বিমলার দিকে তাকাইয়া) যে আদর্শ তার তুলনায় এই সব সাধারণ আমোদ প্রমোদ অতিশয় তুচ্ছ। সুতরাং থিয়েটার বায়স্কোপ দেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

ভুজঙ্গের কথা শুনিয়া বিমলা চমৎকৃত।

রমা। (হাসিয়া) এবং সেই পয়সা ক'টি বাঁচিয়ে এই হারটি কিনেছি। (উঠিয়া বিমলাকে) ভাই, আমি একটু আসছি। তোমার বাবা মার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। (ভুজঙ্গের প্রতি) আপনিও এই অবসরে আপনার যাত্রা-পথে আর একটু এগিয়ে যান।

বিমলার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রস্থান।

বিমলা। (হাসিয়া) রমা ভারি বকতে পারে।

ভুজঙ্গ। হ্যাঁ, ভারি চোখা চোখা কথা বলে। দেখুন না এই সামান্য উপহারটা নিয়ে কত রকম প্যাঁচালো কথা বললে। কথার মানে বোঝাই শক্ত।

বিমলা। (অন্যদিকে তাকাইয়া) উপহার কার জন্য?

ভুজঙ্গ। (কাছে আসিয়া) সেটাও কি বলে দিতে হবে বিমলা? তাহ'লে বলতে হবে আমার কথার ইন্দ্রজাল আজ ব্যর্থ হ'ল।

বিমলা। শুধু কি কথার ইন্দ্রজাল? আমি বুঝতে পারছি না, বুঝবার শক্তি আমার নেই।

ভুজঙ্গ। আমার হাত ধরে তুমি এগিয়ে চল বিমলা; আমাকে...... (চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া) আমাকে তুমি বিশ্বাস কর।

বিমলা। তুমি আমাকে ভালবাস?

ভুজঙ্গ। তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে বিমলা?

বিমলা। আমি বুঝতে পারছি না। এতদিন আমি চোখ মেলে দেখিনি। এখন চোখ মেলে চেয়ে দেখি আমার চোখ দুটো ঝলসে যাচ্চে। আমি দিতে চাই নিতে চাই, ভালবাসা পেতে চাই। কিন্তু কার কাছে?

ভুজঙ্গ। যে তোমাকে ভালবাসে তার কাছে।

বিমলা। কে সে? আমি এতদিন ভেবেছিলাম—ভেবেছিলাম—না থাক।

ভুজঙ্গ। বিমলা, আমাকে বল তুমি কি ভেবেছিলে।

বিমলা। (হাসিয়া) আমি এতদিন ভেবেছিলাম জলধর আমাকে ভালবাসে।

ভুজঙ্গ চমকিত হইল।

কিন্তু .....

ভুজঙ্গ। (হাসিয়া) আশা করি তুমি এখন বুঝতে পেরেছ যে তুমি ভুল বুঝেছিলে।

বিমলা। (চিন্তিত হইয়া) হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি। (হঠাৎ রাগান্বিত হইয়া) আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে জলধর আমাকে ভালবাসার যোগ্য ব'লে মনে করে না, আমাকে সে চায় না। তার কাছে আমার চাইতে তার সেতারটার দাম বেশী।

ভুজঙ্গ। তুমি ঠিক বলেছ বিমলা। আজ তোমার জন্মদিন, একটা উৎসবের দিন। আমি হাত ধ'রে তাকে টানাটানি করলাম, তবু সে এল না। তুমি শুনে হাসবে যে সে আমাকেও বাধা দিতে চেয়েছিল। আমাকে বল্‌ল—ওখানে এত সকালে গিয়ে কি করবে? একটা নতুন সুর শিখেছি, বসে বসে শোন। হেঁঃ, যেন তোমার এখানে আসার চাইতে আমার বাজনা শোনার সখটাই বেশী।

বিমলা। জলধর তোমাকে তাই বলেছিল?

ভুজঙ্গ। শুধু বলা নয়, আমাকে দস্তুর মত বাধা দিতে চেয়েছিল। (হাসিবার ভাণ করিয়া) অবিশ্যি তাকে দোষ দেই না কারণ একজন মেয়েকে একজন পুরুষ যে কি ক'রে তার সমস্ত দেহমন দিয়ে ভালবাসতে পারে তা সে জানে না। জলধর তা জানতে পারে না কারণ সে স্বার্থপর।

বিমলা। (প্রতিবাদ করিয়া) না, না, জলধর স্বার্থপর নয়। (দ্বিধার সহিত) আমার এখনও মনে হয় সে স্বার্থপর নয়।

ভুজঙ্গ। নিশ্চয় সে স্বার্থপর। সে শুধু জানে তার নিজের সুখ এবং শান্তি। সেতার বাজাতে তার ভাল লাগে সুতরাং সে সেতার বাজাবেই তোমার ভাল লাগুক্ কি না লাগুক্, পৃথিবী থাক্ কি নাই থাক্। তোমার জন্মদিনের এই উৎসব পণ্ড হ'য়ে যাক্ তাতে তার কিছু আসে যায় না। সে এখন ব'সে ব'সে সুর ভাঁজছে। তবু তুমি বলবে সে স্বার্থপর নয়?

বিমলা। কিন্তু জলধর একদিন বলেছিল যে গানের সুরের মধ্যেই সে তার—

(লজ্জিত হইয়া) মানে, যাকে সে ভালবাসে তাকে নিবিড়ভাবে খুঁজে পায়।

ভুজঙ্গ। ওসব মিছে কথা। ওসব হচ্ছে একটা কথা বলার ঢং যা ওদের মত কবি, সাহিত্যিক, গাইয়ে এবং বাজিয়েরা ব্যবহার ক'রে থাকে। রক্তমাংসের মানুষটাকে ওরা স্পর্শ দিয়ে বুঝে উঠতে পারে না সুতরাং নিজের অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য কতকগুলো অবান্তর কথার জঞ্জাল দিয়ে ওরা কবিতা সৃষ্টি করে। সত্যকে বুঝতে হ'লে স্বপ্ন দেখতে হবে এর মত ধাপ্পা আর দুটি নেই। (কবিত্বের ভাণ করিয়া) বিমলা, যার নয়ন ভঙ্গীতে অহরহঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্তের রং খেলে যায়—তার রূপকে কোনও চিত্রকর তার তুলি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে না; যার প্রতি-পদক্ষেপে ললিত ছন্দের ঝঙ্কার কোনও কবি তার কবিতার মধ্যে তার রূপের ছন্দকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না; বিমলা, যার কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করে—তুচ্ছ একটা সেতার কি কখনও তাকে রূপ দিতে পারে? এটা ওদের অহঙ্কারের একটা নিষ্ফল আস্ফালন। আমি তোমাকে কল্পনাতে চাই না বিমলা, আমি চাই বাস্তবে। আমি এই হাত দুটো দিয়ে তোমাকে স্পর্শ করতে চাই, আবার এই হাত দুটো দিয়ে তাদের ধ্বংস করতে চাই যারা তোমার জীবনের পথে কণ্টক। আমি চাই জীবন, আশা এবং আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত জীবন। আমি তোমাকে চাই, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক কাজে আমি তোমাকে চাই বিমলা, তোমার হাত ধ'রে আমি এগিয়ে যেতে চাই দিগ্বিজয়ীর মত।

ভুজঙ্গ হাত বাড়াইল।

বিমলা। (হাত ধরিয়া) হাত তো ধরেছি বন্ধু, নিয়ে চল।

জলধরের প্রবেশ। তাহার হাতে একজোড়া ফুল। ভুজঙ্গ ও বিমলাকে দেখিয়া বুকে হাত দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভুজঙ্গ। (হার খুলিয়া) তা হ'লে তোমাকে আজ এটা পরতে হবে।

হার পরাইয়া দিল।

বিমলা। (হার দেখিয়া) এ যে দামী হার। এতটাকা কোথায় পেলে ?

ভুজঙ্গ। থাক্ সে কথা বিমলা। বলেছিতো যার লক্ষ্য স্থির আছে, তার কাছে সাধারণ আমোদ প্রমোদ তুচ্ছ।

বিমলা। তুমি আমার জন্য নিজেকে এতটা কষ্ট দিয়েছ ?

ভুজঙ্গ। যা করেছি তা অতিশয় সামান্য। তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। প্রয়োজন হ'লে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিলিয়ে দিতে পারি।

জলধর গলার আওয়াজ করিল। ভুজঙ্গ এবং বিমলা চমকাইল।

ভুজঙ্গ। কে ?·········ওঃ, জলধর যে—এরই মধ্যে—

বিমলা। আসুন জলধরবাবু।

জলধর। (তোৎলাইয়া) আমি ভেবেছিলাম······এএএ-কি বলব আপনাকে ······আপনি······অর্থাৎ·· ··মানে, আমাদের সকলকে ডেকেছেন ব'লে······খুবই আনন্দ পাচ্ছি। আমি আনন্দ পাচ্ছি······ভুজঙ্গ আনন্দ পাচ্ছে······(চতুর্দ্দিকে হাত ঘুরাইয়া) এরা—মানে,

রমার প্রবেশ।

এই যে তুমি এসে পড়েছ, ভালই হয়েছে।

রমা। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি অথই জলে পড়েছ, তাই আমার মত খড়ের কুটোকেই দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে।

বিমলা ও ভুজঙ্গ হাসিয়া উঠিল।

জলধর। আমি বলছিলাম কি···হ্যাঁ দেখ, বিমলাকে কি সুন্দর মানিয়েছে হারটাতে। ওটা কেনা সার্থক হয়েছে। অনেক দোকান খুঁজে তবেই ওটা কিনেছিলাম······অর্থাৎ······অর্থাৎ

কথা হারাইয়া জলধর কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল।

রমা। (সন্দেহের সহিত) ওটা তুমি কিনেছিলে নাকি জলধর ?

জলধর। এই, ইয়ে অর্থাৎ ভুজঙ্গ······

ভুজঙ্গ। হোঃ হোঃ হোঃ। (রমাকে) কেন শুধু শুধু বেচারাকে অপ্রস্তুত করছেন ? আমার বন্ধুটি কোনও দিনই গুছিয়ে কথা বলতে জানে না। কিন্তু ওর একটা মস্ত গুণ আছে যা আমাদের কারুর নেই। জলধর একজন আর্টিষ্ট। কোথায় এবং কাকে কোন্ জিনিসটা মানায় সেই বিষয়ে ওর যা জ্ঞান তা আপনার আমার নেই। তাই এই হারটা কিনবার সময় ওকে সঙ্গে নিয়েছিলাম। (বিমলাকে) একদিন ওকে সঙ্গে ক'রে শাড়ী কিনতে যেও, দেখবে কেমন পছন্দ। কিন্তু আগে থাকতেই বলে রাখছি—ওর সঙ্গে বেরুলে এ দোকান সে দোকান করতে করতেই তোমার পায়ে ফোস্কা প'ড়ে যাবে। (জলধরকে) কিন্তু ভাই স্বীকার করছি তোমার পছন্দের তুলনা হয় না।

রমা। আপনি দেখছি আপনার যাত্রা-পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। একটু আগেও তো বিমলাকে 'তুমি' বলেন নি।

বিমলা লজ্জিতা হইল এবং ভুজঙ্গ তোৎলাইতে লাগিল। নটবরের প্রবেশ।

নটবর। দিদিমনি, কারা সব এসেছেন, তাদের এখানে নিয়ে আসব কি ?

বিমলা। আমিই যাচ্ছি, চল।

বিমলা এবং নটবরের প্রস্থান।

ভুজঙ্গ। (রমাকে) আপনারা বসুন। আমিও এক্ষুনি আসছি।

প্রস্থান।

রমা। তোমার ফুলের তোড়া যে হাতেই রয়ে গেল।

জলধর। তাইতো। আচ্ছা তুমিই না হয় নাও এটা।

রমা। (ফুলের তোড়া লইয়া) দাও। তুমি যার জন্যে এনেছিলে তার কাছেই পৌঁছে দেব। (হাসিয়া) তুমি এমন মুখচোরা কেন বলতো ?

জলধর। (গম্ভীর হইয়া) মুখচোরা ঠিক নই রমা। এই রকম ব্যাপারের জন্যে আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু ভুজঙ্গ ! আমার বন্ধু !

রমা। (হাসিয়া) বন্ধন কেটে উড়ে গেল। তুমি কিন্তু তাকে একটা ধমকও দিতে পারলে না। যাক্ ব'স। তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

জলধর। (রমার পাশে বসিয়া) কিন্তু বেশী কথা শুনবার মত মনের অবস্থা আমার নয়।

রমা। সত্যি তুমি এক এক সময় আমাকে অবাক্ করে দাও। যার কাছে চট্‌পট্‌ কথা বলা উচিত ছিল তার কাছে তোমার মুখ ফুটে একটা কথাও বেরুলো না। কিন্তু আমাকে বলবার বেলা তোমার মুখে কিছুই আটকায় না।

জলধর। রাগ ক'রোনা রমা ; তুমি যে আমার বন্ধু, তাই প্রাণ খুলে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি।

রমা। তাহ'লে সত্যি করে প্রাণের কথাটি বলতো—তুমি বিমলাকে ভালবাস ?

জলধরের উত্তরের আশঙ্কায় রমা কম্পিত হইতে লাগিল কারণ রমাও জলধরকে ভালবাসে।

জলধর। (তোৎলাইয়া) ভালবাসি ! কই না তো। কিন্তু কি রকম যেন মনে হয়। অর্থাৎ এই ইয়ে······

রমা। (হাসিয়া) এই ইয়ে অর্থাৎ সেতার বাজাতে বাজাতে তুমি ভাবলে যে বিমলা যেন একটা গানের সুর, যাকে ধরি ধরি করেও ধরতে পারলে না, আকাশে মিলে গেল। সেখানে লাল, নীল, হলুদ মেঘের সঙ্গে মিশে বিমলা একবার হ'ল লাল, একবার হ'ল নীল, একবার হ'ল হলুদ।

জলধর। আশ্চর্য্য রমা, তুমি আমার মনের কথাটি······

রমা। (চটিয়া) চুপ কর। তোমার মনের কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি সেতার বাজাতে বাজাতে ভাবলে ওর গলায় একটা হার পরিয়ে দিলে বেশ হয়। তাই নাওয়া খাওয়া বন্ধ ক'রে একটী একটী ক'রে পয়সা বাঁচিয়ে ছুটলে গয়নার দোকানে।

জলধর। তুমি জান ?

রমা। আমি সব জানি। তোমার প্রত্যেকটি নিশ্বাস আমি চিনি। তুমি এম, এ, পাশ করেছ, তোমার লজ্জা হয় না বলতে যে তুমি তোমার মনকে চেন না ? যাক্, তোমার উপর রাগ করেও লাভ নেই কারণ তুমি ছেলেমানুষ।

জলধর। তুমি আমাকে দিনরাত ছোট ক'রে রাখ।

রমা। (চটিয়া) ঘা মারলেও যার চৈতন্য হয় না সে ছেলেমানুষ নয়তো কি ? তুমি বলতে পার তুমি বিমলার জন্যে হার কিনেছ কেন ? ভালই যদি না বেসেছ তাহ'লে ছেলেমানুষী করেছ বলতে হবে। আর যদি ভালবেসে থাক তাহ'লে বলতে হবে তুমি নির্ব্বোধ, কারণ তোমার বন্ধু যখন জোচ্চুরি করে তোমার জিনিসটাকে তার নিজের ব'লে চালিয়ে দিল তখন তোমার মুখথেকে এতটুকু প্রতিবাদও বেরুলো না। এমন কি, হাতে ক'রে যে ফুলগুলি এনেছিলে তাও তোমার হাতেই রয়ে গেল। কিন্তু সেই ফুলগুলি তুমি যখন আমাকে দিতে এলে তখন তুমি একবারও কি ভেবেছিলে যে তুমি আমাকে অপমান করছ ?

জলধর। অপমান !

রমা। অপমান নয় ? আমি কি ভিখারী, না কাণা, না খোঁড়া যে, যে কারুর উচ্ছিষ্টটা আমাকে দিয়ে দিলেই হ'ল ?

জলধর। আমাকে মাপ কর রমা······আমি ঠিক বুঝতে পারিনি······কি

রকম যেন সব হয়ে গেল। আমার বন্ধু এমন জোচ্চুরি করবে তা আগে কে জানত? মানে, এ সব দেখে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছি। সমস্ত সংসারটাকেই কেমন নিষ্ঠুর ব'লে মনে হচ্চে। এখানে স্বার্থই প্রধান; দয়া নেই, মায়া নেই, এমন কি সততা পর্য্যন্ত নেই। যাকে ছেলেবেলা থেকে বন্ধু ব'লে বুকে নিয়েছি সেই আজ তার নিজের স্বার্থের জন্য আমাকে ····এমন কঠিন ভাবে আঘাত············

রমা। থাক্, বেশী কথা বললে তুমি আবার কেঁদে ফেলবে।

জলধর। তুমি সব কিছু নিয়েই ঠাট্টা কর।

জলধর মুখভার করিয়া বসিয়া রহিল। রমা জলধরের কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে উদ্যত হইল কিন্তু নিরস্ত হইল। হৈ চৈ করিতে করিতে কতিপয় যুবক যুবতী, ভুজঙ্গ ও বিমলার প্রবেশ।

১নং যুবক। এই যে, জলধর, তোমার সেতারটি আনো নি?

জলধর। এ-এ-এই যে। না ভাই, ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আনাই উচিত ছিল।

১নং যুবতী। না এনে অন্যায় করেছেন জলধরবাবু। আপনার বাজনা অনেকদিন শুনিনি।

২নং যুবতী। তা ছাড়া (জনৈক যুবককে দেখাইয়া) আপনাদের এই বন্ধু, আমার উনিটি বলেন যে, আপনি আপনার সেতারটিকে যত ভালবাসেন অত আর কাউকে ভালবাসেন না।

জনৈক যুবক। অথবা আর কাউকে বাসবেন না। ওই সেতারটি ওর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—

২নং যুবক। এক কথায় যুবতী ভার্য্যা।

১নং যুবতী। আপনি কি সত্যি সত্যি মেয়েদের ঘৃণা করেন?

জলধর। না, না, তা কেন? তা কেন? মানে……

রমা। মানে ওর সাহস একটু কম। কাউকে ভালবাসলেও মুখফুটে বলতে পারেন না।

১নং যুবক। ছি ছি ভাই, ওটা একটা ভীষণ অমার্জ্জনীয় অপরাধ। স্থানে অস্থানে ভালবাসা দেখানোই যে শিষ্টাচার, মানে, এতে মেয়েরা খুশি হ'ন; অর্থাৎ ভালবাসা না দেখালেই ওরা চটে যান।

বিমলা। সেই জন্যেই আপনি যাকে তাকে ভালবাসা দেখান বুঝি?

১নং যুবক। আজ্ঞে হ্যাঁ, ওতে আয়ের সম্ভাবনা বেশী। এই ধরুন আপনাকেও কতবার বলেছি। বলা যায় না তো, একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আপনি হাঁও বলে ফেলতে পারেন……

রমা। সে ভয় আর নেই।

সকলে। তার মানে?

রমা। মানেটা ভুজঙ্গবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।

সকলে। বটে? সত্যি নাকি? বড় সুখের কথা। কংগ্রাচুলেশানস্!

১নং যুবক। ওহে ভুজঙ্গ, তোমাকে আজ নাচতে হবে।

১নং যুবতী। দুজনকেই নাচতে হবে। যুগল নৃত্য দেখে তবে যাব।

বিমলা। সব কিছুতেই ফাজলামি। দুষ্টু কোথাকার!

১নং যুবতী। কিছুতেই ছাড়া হবে না ওদের। ভুজঙ্গ বাবুকে টেনে নিয়ে আসুন।

ভুজঙ্গ। অন্ততঃ আমার নাচটা দেখবার মতন হবে না।

রমা। তাতে আবার ভয় কি? বাঁদরের নাচও তো লোকে পয়সা দিয়ে দেখে।

সকলের হাস্য।

—গান—

রমা। নাচো পিয়ারি।
পরাণ উজাড় ক'রে নাচো,
যদ্দিন স্বপন দেশে আছো,
স্বপন ভাঙ্গিতে নাহি দেরী ॥
(বিমলার প্রতি) ভাঙ্গবে গো ভাঙ্গবে,
কাঁদ্‌বে গো কাঁদ্‌বে ;
ভালবাসার ভাল
জানবে গো জানবে।
(ভুজঙ্গ হাসিল)
(ভুজঙ্গের প্রতি) দু'দিন তোমার শুধু হাসা,
মিছে তোমার ভালবাসা,
পরাণ কালো তোমার ভারি।
সকলে। নাচো পিয়ারি······দেরী ॥
জনৈক যুবক। মিছে কেন হানো ভাষা ?
দিয়েছিতো ভালবাসা
ভালবাসায় মন সঁপেছি
চরণ দু'টি তোমার ধরি ॥
সকলে। নাচো পিয়ারি······দেরী ॥
রমা। ভাঙ্গবে ঘুম ভাঙ্গবে,
কাঁদ্‌বে গো কাঁদ্‌বে,
ভালবাসার ভাল
জানবে গো জানবে।
(বিমলা হাসিল)

(বিমলার প্রতি) ভাঙ্গবে যখন মন-আশা,
বুঝবে কেমন ভালবাসা,
ছি ছি ছি, বিষম লাজে আমি মরি।

সকলে। নাচো পিয়ারি……দেরী॥

জনৈক যুবক। ভালবাসায় প্রাণ দিয়েছি,
চরণ তলে মন সঁপেছি,
আমি তোমার প্রেম ভিখারী।
গগনে গগনে মন চলে,
তোমারে বসাব মেঘ তলে,
পরাব রঙিন্ মেঘ শাড়ী।

২নং যুবক। এক কথায়, করব তোমায়,
বম্ ববম্ বম্ ববম্ ববম্ দিগম্বরী।

সকলে। নাচো পিয়ারি……দেরী॥

রমা। ভাঙ্গবে ঘুম ভাঙ্গবে,
কাঁন্‌বে গো কাঁন্‌বে,
ভালবাসার ভাল
জানবে গো জানবে।

জনৈক যুবতী। নতুন মানুষ যখন আনবে,
কোলে পিঠে যখন কাঁন্‌বে
স্বপন তোমার তখন ভাঙ্গবে
ভালবাসার বোঝা ভারি।

সকলে। নাচো পিয়ারি……দেরী॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অতুলের বাড়ির বারান্দা। অতুল ঈজি-চেয়ারে বসিয়া তামাক টানিতেছে। নেপথ্য হইতে হাসি কলরবের শব্দ আসিতেছে। হাসির শব্দ আসার সঙ্গে সঙ্গে অতুল কাণ পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করে। একটা গানের সুর কাণে আসিতেই অতুল পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে গিয়া দরজার ফাঁকে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইতে জলধরের কণ্ঠে "আমি আসতে পারি?" এই কথা শুনিয়া অতুল চট্পট্ করিয়া ঈজি-চেয়ারে বসিল।

সময়—অব্যবহিত পরে।

অতুল। (গলা পরিষ্কার করিয়া) এস।

জলধরের প্রবেশ।

আরে তুমি কখন এলে? ব'স ব'স।

জলধর পাশের চেয়ারে বসিল।

সব খবর ভাল?

জলধর। আজ্ঞে হ্যাঁ, চলে যাচ্ছে এক রকম।

অতুল। এক রকম কেন হে? তুমি ভাল ছেলে, তোমার যে ভাল রকম চলা উচিত। কিছু কাজ টাজ পেলে?

জলধর। বিশেষ কিছু নয়। তার উপর সময়ও খুব কম।

অতুল। (হাসিয়া) সেতারটি এখনও আছে বোধ হয়?

জলধর। আজ্ঞে হ্যাঁ। ওইটা নিয়েই তো আছি। মন্দ কাটছে না সময়।

অতুল। কিন্তু বাবা, সময় কাটাবার চিন্তা করব আমরা, যাদের সব কাজ শেষ হ'য়ে গিয়েছে। তুমি ছেলে-মানুষ, তোমাকে যাই হোক্ একটা কিছু করতে হবে তো।

জলধর। ভেবেই পাই না কি করব।

অতুল। কেন বাবা, ভাবতে তো তুমি শিখেছ। এত লেখাপড়া শিখলে। এক একটা পরীক্ষা পাশ করতে কতই না ভাবতে হয়েছে। ভাবতে তো তুমি জান, একবার চেষ্টা কর না। চাকরি যদি ভাল না লাগে তাহ'লে একটা কিছু ব্যবসা কর না কেন ?

জলধর। টাকা কোথায় পাব ?

অতুল। (মুচকি হাসিয়া) বল্লাম তো ভেবে দেখ।

জলধর। ভেবে দেখব ! ভেবে ভেবে না হয় ঠিক করলাম কি করব। ভেবে ভেবে টাকা কি করে পাব ?

অতুল। (হাসিয়া) বল্লাম তো ভেবে দেখ। আচ্ছা আমি তোমাকে বাৎলে দিচ্ছি।

উঠিয়া দরজা বন্ধ করিল এবং সন্তর্পণে কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল।

তুমি আমার মেয়ে বিমলাকে বিয়ে কর।

জলধর। (অপ্রস্তুত হইয়া) সে কি করে সম্ভব হয় ?

অতুল। (রাগ করিয়া) কেন আমার মেয়েকে বুঝি তোমার পছন্দ হয় না ? আমার মেয়ে কি দেখতে খারাপ না তার বুদ্ধি কম ?

জলধর। আজ্ঞে তা নয়, অর্থাৎ·········

অতুল। তা নয়তো অর্থাৎটা আবার কি ?

জলধর। অর্থাৎ·········মানে·········বিমলা হয় তো আর কাউকে ভালবাসে।

অতুল। তা তো বাসেই।

জলধর। (মর্ম্মাহত হইয়া) আপনি তবে কি ক'রে বলেন আমাকে·········

অতুল। আস্তে চল বাবা, আস্তে। আমার মেয়ের তেইশ বছর বয়স হয়েছে। একটি আধটি দিন নয়, তেইশকে তিনশ পঁয়ষট্টি দিয়ে গুণ করে দেখ কত হয়। প্রত্যেক দিন কত লোক এসেছে গিয়েছে। তুমি বলতে চাও এদের কাউকে বিমলা ভালবাসবে না? আমাকে দেখেছে, গিন্নীকে দেখেছে, আমাদের ভালবাসবে না?

জলধর। (লজ্জিতভাবে) আজ্ঞে সে রকম ভালবাসার কথা আমি বলিনি।

অতুল। আমাদের চাকর নটবর আজ বিশ বছর এখানে আছে, বিমলা তাকেও ভালবাসবে না?

জলধর। আজ্ঞে, সে রকম ভালবাসার কথা আমি বলিনি।

অতুল। আমাদের কুকুরটা আজ সাত বছর এখানে আছে·········

জলধর। (বিরক্তির সঙ্গে) আমি কি কুকুর বেড়ালকে ভালবাসার কথা বলেছি?

অতুল। চট কেন বাবা? ভালবাসার অর্থটা আমাকে একটু বুঝতে দাও। আচ্ছা·········তুমি কি বলতে চাও বিমলা তোমাকে ঘৃণা করে?

জলধর। ঘৃণা করবে কেন?

অতুল। আচ্ছা, তুমি তো আমাদের বাড়ি অনেকবার এসেছ, তোমাকে দেখে বিমলা কখনও নাক-সিট্‌কে চলে গিয়েছে?

জলধর। নাকসিট্‌কে চলে যাবে কেন?

অতুল। তোমাকে মারেওনি অথবা কামড়ায় নি?

জলধর। আপনি কি বলছেন এসব? কামড়াবে কেন?

অতুল। (যেন তর্কের মীমাংসা হইয়া গেল এরূপ ভাব দেখাইয়া) ব্যস্। আমি বলছি যখন কামড়ায়নি তখন প্রমাণ হয়েছে যে বিমলা তোমাকে অপছন্দ করে না, বরং আমি বলব যে এতে প্রমাণ হ'ল যে সে তোমাকে পছন্দ করে।

জলধর। কিন্তু পছন্দ করা এবং ভালবাসা এক কথা নয়।

অতুল। বিশেষ তফাৎ নেই বাবা। লেগে থাকতে পারলে পছন্দ করাটাই ভালবাসা হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যদি লেগে থাকতে না পার তাহ'লে তোমার ভালবাসার কোনও দামই নেই। আমার মতে লেগে থাকতে জানার নামই ভালবাসা। তুমি কি বল?······হুঁ তোমার মুখ দেখে মনে হচ্চে আমার কথাগুলো তোমার পছন্দ হচ্চে না।

জলধর। আজ্ঞে, ঠিক তা নয়, মানে, আপনার কথাগুলো যেন কেমন কেমন লাগচে।

অতুল। কেমন কেমন লাগচে? আচ্ছা তোমাকে আর একটু খুলে বলচি। তোমাদের আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে ভালবাসা একটা আর্ট। ওটাকে শিখতে হয়, চর্চ্চা করতে হয়। যাকে ভালবাসবে সে কি খেতে ভালবাসে সেইটি শিখতে হবে, কি পরতে ভালবাসে সেইটি শিখতে হবে, কোন্ কথাটি কি রকম ভাবে বল্লে সে খুশি হবে সেইটি শিখতে হবে—কারণ খাওয়া পরা কথাবার্ত্তা এই সব নিয়েই সংসার। এইগুলি অভ্যাস করতে হবে এবং আমার বক্তব্য এই যে, ভেবে ভেবে যারই উপর এই সব অভ্যাস প্রয়োগ করবে সেই তোমাকে ভালবাসবে; অর্থাৎ পছন্দমত কথা বল্লে এবং পছন্দমত কাজ করলেই লোকে ভালবাসে। চেষ্টা করতে হবে। শুধু সেতার বাজিয়ে কি ভালবাসা হয়?

জলধর মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আমি জানি তুমি বিমলাকে ভালবাস। আমারও ইচ্ছা যে বিমলা তোমাকেই বিয়ে করে।

দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ।

চুপ!

উঠিয়া দরজা খুলিল। সাবিত্রী ও বিমলার প্রবেশ।

সাবিত্রী। তোমরা দরজা বন্ধ ক'রে কি করছিলে?

অতুল। একটা কাজের কথা হচ্ছিল গিন্নী। তোমারই কাজটাকে একটু এগিয়ে দিচ্ছিলাম। সংসারের ভাবনায় তোমার অমন কাঁচা সোণার মত গায়ের রংটা কালো হয়ে গেল।

সাবিত্রী। আঃ, কি যে বলছ তুমি ছেলে মেয়েদের সামনে.........

অতুল। কেন গিন্নী, সত্যি কথা বলতে আমার কোনদিনই লজ্জা হয় না, বিশেষতঃ তোমার সম্বন্ধে।

সাবিত্রী। (হাসিয়া) এবার একটু থামো তো। আমাকে একটা কাজের কথা বলতে দাও।

অতুল। বেশ তো। ব'স। বাবা জলধর, তুমি বিমলার সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বল। আমি গিন্নীর কথাটা শুনে নিচ্ছি।

জলধরের চেয়ারে সাবিত্রী বসিল এবং জলধর ও বিমলা একটু দূরে গিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল।

সাবিত্রী। মেয়ে যে সত্যি সত্যি তার বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছে।

অতুল। হো......হো......হো......গিন্নী, এবার কিন্তু ঠকাতে পারলে না। তুমি এখন যা বলতে এসেছ আমি তা অনেক আগেই জানতে পেরেছিলাম এবং এতক্ষণ দরজা বন্ধ ক'রে সেই কথাটাই জলধরের

সঙ্গে পাকাপাকি করে নিচ্ছিলাম। এস বাবা জলধর, এস মা বিমলা, তোমাদের দুজনকে আমি আশীর্ব্বাদ করব।

বিমলা চমকাইয়া উঠিল। জলধর হতভম্ব হইয়া গেল। সাবিত্রী চটিয়া গেল।

সাবিত্রী। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারেই লোপ পেয়েছে?

অতুল। কেন? কি হয়েছে বলতো?

সাবিত্রী। আমি কি বলেছি যে বিমলা জলধরকে বিয়ে করবে?

অতুল। কেন করবে না? জলধর বিমলাকে ভালবাসে এবং আজ নতুন করে ভালবাসেনি, ছেলেবেলা থেকেই সে বিমলাকে ভালবেসে এসেছে।

বিমলা। (জলধরকে) আপনি? উঃ আপনার পেটেও এত! আমাকে বলতে সাহস হয়নি কারণ আপনি আজ জানতে পেরেছেন যে আমি আপনার বন্ধুর বাগ্‌দত্তা। তাই কাপুরুষের মত চুপি চুপি আমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন।

জলধর। (তোৎলাইয়া) আমাকে অন্যায় সন্দেহ করবেন না। আমি কিছুই বলিনি।

বিমলা। (চটিয়া) নিশ্চয়ই বলেছেন। আজ আমি সব বুঝতে পেরেছি আপনি কেন আমার দিকে অমন করে তাকাতেন।

অতুল মাথা চুলকাইতে লাগিল।

জলধর। ছি, ছি, বিমলা দেবী, আমি কখনও······যাক্, (অতুলকে) আমাকে মাপ করবেন। আমার এখন যাওয়াই উচিত।

অতুল। (হঠাৎ কঠোর হইয়া) কক্ষনো নয়। আমি যতক্ষণ এই বাড়ির মালিক ততক্ষণ আমি যাকে স্নেহ করি তার এ বাড়িতে থাকবার অধিকার আছে।

সাবিত্রী। (চমকাইয়া) তুমি কি বলছ?

অতুল। (দৃঢ়তার সহিত) ঠিকই বলছি গিন্নী। (বুক চাপড়াইয়া) এই বাড়ির মালিক এই অতুল চৌধুরী এবং সে আজ তোমাকে এবং বিমলাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে জলধরকে সে স্নেহ করে সুতরাং জলধরকে ভবিষ্যতে অপমান করা চলবে না।

বিমলা রাগে ও অপমানে অধীর হইয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

জলধর। আমি না হয় ও ঘরে যাচ্ছি।

অতুল। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা না করে তুমি যেও না।

জলধরের প্রস্থান।

সাবিত্রী। তুমি এইরকম করে একজন বাইরের লোকের সামনে আমাকে এবং তোমার মেয়েকে অপমান করলে !

অতুল। সে বাইরের লোক নয় গিন্নী। সে তোমার ভবিষ্যৎ জামাতা।

সাবিত্রী। এই সব কি বলছ তুমি ?

অতুল। আমি ঠিকই বলছি। জলধর তোমার ভবিষ্যৎ জামাতা।

সাবিত্রী। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? এত বড় মেয়ের পছন্দ অপছন্দ তুমি দেখবে না ?

অতুল। জলধরকে তো বিমলা কখনও অপছন্দ করে নি। আজ কতদিন থেকে সে এ বাড়িতে আসছে। আমি তো কখনও শুনিনি যে বিমলা তাকে অপছন্দ করে।

সাবিত্রী। কিন্তু বিমলা তাকে ভালবাসে না। বিমলা ভালবাসে ভুজঙ্গকে।

অতুল। (চমকাইয়া) কাকে ? ভুজঙ্গকে ! তার চাইতে বললেই হ'ত তোমার মেয়ে ভালবাসে একটা হনুমানকে। তোমাকে কতবার বলেছি গিন্নী যে ঐ বাঁদরটাকে আমার ভাল লাগে না, ওকে বাড়িতে আসতে

দিও না। তবু তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই লক্ষ্মীছাড়াটাকে প্রশ্রয় দিয়েছ। আমি তোমাকে বলে রাখছি গিন্নী যে তার উদ্দেশ্য হচ্চে আমার এই বিশাল সম্পত্তিগুলিকে গ্রাস করা।

বিমলা। (উত্তেজিত হইয়া) তুমি ভুল বুঝেছ বাবা। তোমার সম্পত্তির উপর ওর কোনও লোভ নেই এবং আমিও আজ শপথ করে বলছি যে তোমার সম্পত্তি আমি স্পর্শ করব না।

জোরে মাটিতে পদাঘাত।

না খেয়ে মরে গেলেও না।

অতুল। (সাবিত্রীকে) দেখেছ মেয়ের স্পর্দ্ধা ! (বিমলাকে) তুমি এম-এ পাশ করেছ তাই ভাবছ তুমি বাবাকে শেখাবে ? বেশ, দেখা যাবে। এতদিন লাগাম ছেড়ে দিয়েছিলাম, দেখি এবার টানতে পারি কি না। নটবর ! নটবর !

নটবরের প্রবেশ।

নটবর। হুজুর !

অতুল। তামাক নিয়ে আয়।

নটবর। বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

প্রস্থান।

সাবিত্রী। (বিমলার প্রতি) তুমি ও ঘরে যাও মা। বন্ধুবান্ধবরা সব কি মনে করবে। আমি তোমার বাবার সঙ্গে দুটো কথা বলে আসছি।

বিমলার চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান।

(অতুলকে) তুমি হঠাৎ এ রকম চটে উঠলে কেন বলতো ?

নটবর তামাক দিয়া চলিয়া গেল।

অতুল। (তামাক টানিতে টানিতে) চটবার হেতু হয়েছে তাই চটেছি। তোমাদের স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি আর করতে পারব না। সোজা কথায় আমার মেয়েকে আমি জলে ফেলে দিতে পারব না। সে এম-এ পাশ করেছে বটে, তবু সে ছেলেমানুষ। তার কতটুকু বুদ্ধি। ওসব ভালবাসাটাসা আমি বুঝি না—বাপ হ'য়ে একটা অপাত্রে তাকে আমি বিয়ে দিতে পারব না। এতে যদি আমাকে কঠিন হ'তে হয় আমি কঠিনই হব, এমন কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতেও আমি প্রস্তুত। ইচ্ছে হয় পরীক্ষা করে দেখতে পার।

সাবিত্রী। গায়ে প'ড়ে কেন 'ঝগড়া করতে এসেছ? আমি কি তোমার মতের বিরুদ্ধে কোন দিন কোন কাজ করেছি?

অতুল। আমিই কি তোমার মতের বিরুদ্ধে কোন দিন কোন কাজ করেছি? ভুজঙ্গ একটা বাঁদর। আমার মাথায় হাত দিয়ে বলতো তোমার ওকে ভাল লাগে?

সাবিত্রী। আজকে তোমার যা মেজাজ দেখছি তাতে মনে হয় মাথায় হাত না দিয়ে পায়ে হাত দেওয়াই উচিত হবে।

অতুল। সময় সময় পায়ে হাত দেওয়া মন্দ নয় গিন্নী। সেটা করলে অন্ততঃ এক আধবার মনে পড়বে যে তোমরা স্বাধীন হলেও আমার ন্যায্য অধিকার গুলো ঠেলে ফেলা চলবে না।

জোরে তামাক টানিতে লাগিল।

সাবিত্রী। কিন্তু মেয়ে এখন বড় হয়েছে। সে যাকে ভালবাসবে তাকে বিয়ে করবে। তোমার তাতে কি অধিকার?

অতুল। অধিকার নেই? তুমি বলতে চাও আমার ভালবাসার কোনও দাম নেই। আমি এতদিন ধ'রে আমার সন্তানের জন্য যে ভবিষ্যৎ কল্পনা

করেছি, তুমি বলতে চাও যে সেই সন্তানের সাময়িক খেয়াল অথবা উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য আমার সেই স্বপ্ন আজ ব্যর্থ হ'য়ে যাবে? আমি সারা জীবন ধরে যে সংযমের মধ্য দিয়ে আমার এই সংসার গ'ড়ে তুলেছি তুমি বলতে চাও আমার সন্তান সেই সংযমের মূল্য আজ দেবে না?

সাবিত্রী। তুমি তোমার কর্ত্তব্য করেছ, তার আবার মূল্য কি?

অতুল। তার মূল্য অবশ্যই আছে। আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি যে হেতু আমার বিশ্বাস ছিল যে আমার উপরও তোমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে।

ঈজিচেয়ার হাত দিয়া থাপড়াইয়া কথাটা প্রমাণ করিয়া দিল।

সেই কর্ত্তব্য জ্ঞান যদি তোমাদের না হ'য়ে থাকে তাহ'লে জোর করে তোমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে সেটা কি?

সাবিত্রী। কি করবে তুমি শুনি?

অতুল। (চঞ্চলভাবে) কি করব? কি করব? খালি খালি অন্যায় প্রশ্ন করে আমাকে উত্তেজিত ক'রো না সাবিত্রী।

সাবিত্রী। (চটিয়া) তুমি বলতে চাও যে প্রশ্ন করার অধিকারও আমার নেই?

অতুল। (চীৎকার করিয়া) না, নেই। যে আমার ভালবাসার দাবী অস্বীকার করে তার কোনও অধিকার নেই। এতদিন যে অধিকার তোমাদের দিয়েছি সেটা ভুল করেছি। আমিও তোমাদের দাবী আজ অস্বীকার করব। যেই সংসারকে আমি নিজের হাতে গড়েছিলাম সেই সংসারকে আজ আমি নিজের হাতেই নির্ম্মূল করে ফেলব। (সাবিত্রী চমকাইয়া উঠিল) চমকে উঠলে যে? তোমরা ভেবেছিলে আমি হাত উপুড় করে শুধু দিয়েই যাব, কিন্তু তোমরা কিছুই দেবে না, তোমরা ভেবেছিলে আমি শুধু সংযমী হয়ে গড়ব আর তোমরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে তাকে ভাঙবে। সেটী আর হচ্ছে না।

সাবিত্রী। তুমি এসব কি বলছ ?

অতুল। হাঃ-হাঃ-হাঃ এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে যে আমিও স্বাধীন হ'য়ে গিয়েছি। নটবর! নটবর!

নটবরের প্রবেশ।

নটবর। বাবু!

অতুল। (পকেট হইতে কতকগুলা টাকা তুলিয়া মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) এক বোতল হুইস্কি নিয়ে আয়।

নটবর। (হতভম্ব হইয়া) হুজুর ?

অতুল। ব্যাটা বজ্জাৎ, তুমি মদের দোকান চেন না ?

নটবর। (কাঁদো কাঁদো হইয়া) হুজুর, ও কাজটি আমি করতে পারব না।

অতুল। শয়তান, তোমাকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব। তুমি আমাকে এমন বোকা পাওনি যে আমার মাইনেও খাবে আবার নিজের ইচ্ছামত কাজও করবে। শীগ্‌গীর যাও বলছি।

নটবর। (উত্তেজিত হইয়া) মাইনে খেয়েছি ব'লে মনিবকে হাতে করে বিষ তুলে দিতে পারব না হুজুর।

অতুল। (নটবরকে প্রহার করিতে উদ্যত) তবে রে হারামজাদা……

নির্ব্বাক্ হইয়া সাবিত্রী তাহার স্বামীকে দেখিতেছিল। অতুল সত্যি সত্যি নটবরকে প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া ফেলিল। হাত ছাড়াইয়া লইবার দুঃসাহস অতুলের হইল না। কিছুক্ষণ রাগে গড়গড় করিয়া অতুল ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সাবিত্রীর কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সাবিত্রী। (নটবরকে ইসারা করিয়া বাহিরে যাইতে বলিল) ঐ টাকাগুলো তুই নিয়ে যা। ওটা তোর বখশিস্।

টাকা লইয়া নটবরের প্রস্থান।

(অতুলকে) কেন শুধু শুধু ও রকম করলে ?

অতুল। (সাবিত্রীর কাঁধ হইতে মাথা তুলিয়া আবেগের সহিত) আমার ভালবাসার কোন দাবী নেই—এটা অসহ্য।

সাবিত্রী। কে বল্‌লে দাবী নেই ? আমারও তো ইচ্ছা বিমলা জলধরকেই বিয়ে করে।

অতুল। (হাসিতে চেষ্টা করিয়া) সত্যি বলছ ?

সাবিত্রী। সত্যি নয় তো কি ? এই কথাটা বলবার জন্যেই তো দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু তোমার এমন বদ অভ্যাস হয়েছে যে নিজেই খালি খালি চীৎকার করে যাও, আমাকে একটা কথাও বলতে দাও না।

অতুল। আমার ভারি অন্যায় হয়েছে গিন্নী। ব'স ব'স।

উভয়ের উপবেশন।

সত্যি······তোমার আর আমার যেমন মনের মিল আজকালকার এই ভালবাসার বিয়েতে তা হয় না।

সাবিত্রী। কিন্তু একটু আগেই তো অন্য রকম বলছিলে।

অতুল। ও সব বাজে কথা গিন্নী, একদম বাজে। রাগের মাথায় যে সব কথা বলেছি সে সব কথা তুমি ভুলে যাও। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে যদিও তোমাকে চোখে না দেখেই বিয়ে করেছিলাম তবু তোমার মতন আর একটি বৌ হাজার বছর চোখে দেখলেও মিলত না, হা-হা-হা-হা।

সাবিত্রী। আঃ, অত চেঁচিয়ে ব'লো না। কেউ শুনতে পাবে যে।

নূতন তামাকের ছিলিম লইয়া নটবরের প্রবেশ। মনিবকে হাসিতে দেখিয়া নটবরও হাসিল।

সাবিত্রী। হতভাগা! হাসছিস্ কেন?

নটবর আরও হাসিতে লাগিল।

লক্ষ্মীছাড়া কাণ ধ'রে তোকে বের করে দেব।

নটবর। (হাসিয়া) দুদিন পরেই আবার চলে আসব হুজুর।

হাসিয়া সাবিত্রীর প্রস্থান।

অতুল এবং নটবর হাসিতে লাগিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জলধরের মেসের ঘর। সৈরভী ঘরে ঝাঁটা লাগাইতেছে। তাহার হাতে মোটা মোটা কয়েকটা সোনার গহনা। সে ইচ্ছা করিয়াই গহনাগুলিকে বেশ ভাল করিয়া দেখাইতেছে।

সময়—বেলা ১০টা।

পীতাম্বরের প্রবেশ।

পীতাম্বর। দশটা বেজে গেল তবু তোর ঘর ঝাঁট দেওয়া হ'ল না। আর একটু হাত চালাতে পারিস্ না?

সৈরভী। আমার ইচ্ছে আমি হাত চালাব না। তুই কি আমার মালিক না মনিব যে বড় ধমকাতে এসেছিস?

পীতাম্বর। চটিস্ কেন বল্‌তো? চাকরি যখন করছিস্ তখন বাবুদের মন জুগিয়ে চলতে হবে তো?

সৈরভী। বাবুদের কি করে মন জোগাতে হয় সেটা সৈরভীকে না শেখালেও চলবে।

এই বলিয়া হাত ঝাড়িয়া গহনাগুলি পীতাম্বরকে দেখাইল। পীতাম্বর অবাক্।

পীতাম্বর। ওগুলো কি সোনার গয়না?

সৈরভী। একি তোর মত জোচ্চোরে দিয়েছে যে পেতলের হতে যাবে?

পীতাম্বর। এ যে অনেক টাকার গয়না!

সৈরভী। (মুচ্‌কি হাসিয়া) একশ দুশ যে নয় তা যার চোখ আছে সেই বুঝবে।

পীতাম্বর। (গম্ভীর হইয়া কাছে আসিয়া) তোকে এ গয়না কে দিয়েছে বল্।

সৈরভী। ওমা ভয় দেখাচ্ছিস নাকি?

পীতাম্বর। (সৈরভীর হাত হইতে ঝাঁটা কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং তাহার হাত ধরিয়া মোচড়াইয়া দিয়া) বলবি কিনা বল্, আজ দুবছর আমাকে ফাঁকি দিয়ে ঘুরিয়েছিস্……

সৈরভী। ছাড় বলছি, ওরে বাবারে……

সুযোগ পাইয়া পীতাম্বরের এক হাত ধরিয়া কামড়াইয়া দিল। অসহ্য যন্ত্রনায় পীতাম্বর সৈরভীর হাত ছাড়িয়া দিল এবং নিজের রক্তাক্ত হাত চাপিয়া ধরিল। সৈরভী তাহার ঝাঁটা লইয়া গড় গড় করিতে করিতে প্রস্থান করিল। এমন সময় জলধরের প্রবেশ।

জলধর। একি! কি হ'য়েছে তোমার পীতাম্বর?

পীতাম্বর এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তোমার হাতে কি হ'য়েছে ? দেখি। উঃ এযে রক্তাক্ত ব্যাপার ! মনে হচ্ছে কেউ কামড়ে দিয়েছে।

পীতাম্বর মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বুঝতে পেরেছি।

নিজের রুমাল বাহির করিয়া পীতাম্বরের হাত বাঁধিয়া

এখন রুমাল দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি! তুমি এক্ষুনি একটা ডাক্তারখানায় গিয়ে ওষুধ লাগাও। এই নাও পয়সা।

পীতাম্বরকে একটী টাকা দিল।

যাও আর দেরী ক'রো না।

পীতাম্বর। বাবু আমি কি ক'রে লোককে বলব যে সৈরভী আমার হাতটাকে এ রকম করেছে ?

জলধর। তাতে দোষ কি পীতাম্বর ? সে এমন নিষ্ঠুর কাজ যদি করতেই পারে তো তুমি বলতে পারবে না কেন ?

পীতাম্বর। তার সঙ্গে আমার যে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল বাবু।

জলধর। বেশ তো, তাহ'লে কাউকে ব'লো না যে সৈরভী কামড়ে দিয়েছে। বরং ব'লো যে একটা শেয়াল বা নেকড়ে বাঘ কামড়ে দিয়েছে।

পীতাম্বর নিরুত্তর। জলধর পীতাম্বরের কাঁধে হাত দিল।

বিয়ে করবার কথা ছিল তো কামড়ে দিল কেন ? গায়ে হাত তুলেছিলে ?

পীতাম্বর। (উত্তেজিত হইয়া) হাত কেন তুলতে যাব বাবু ? দেখেছেন বেটীর গায়ে গয়না ?

জলধর। গয়না পরাতে দোষ কি হ'ল ?

পীতাম্বর। গয়না কে দিয়েছে তাইতো জিজ্ঞেস করেছিলাম। কেউ শুধু শুধু হাজার টাকার গয়না দিয়ে দেয় বাবু? বেটী খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। আর এদিকে আমি দুবছর ব'সে ব'সে পয়সা জমাচ্চি। এই হাতের ব্যথা কিছুই নয় বাবু, সৈরভী আমার ভিতরটাতে বিষ ঢেলে দিয়েছে।

জলধর। মানুষের দাঁতের বিষও কম নয় পীতাম্বর। তুমি আগে ডাক্তারখানায় যাও। পরে অন্য কথা হবে।

পীতাম্বরকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিম্নোক্ত পুরাণো গানের দুই লাইন গাহিল—

কেন আরে ভালবাসা?
আশার নেশা যাবে টুটে।
ভালবাসা! ফাঁকি, সব শুধু ফাঁকি আর বাক্‌চাতুরি!

কথাগুলি শেষ না হইতেই অতুলের প্রবেশ।

অতুল। কি ফাঁকি বাবা?

জলধর। (চমকাইয়া) আপনি! এখানে?

অতুল। অনেক দিন মেস্ বোর্ডিং দেখিনি বাবা, তাই ভাবলাম একটু ঘুরে আসি। (ভুজঙ্গের বিছানায় বসিতে উদ্যত) এটা কার বিছানা?

জলধর। ওটা ভুজঙ্গের।

অতুল। (নিরস্ত হইয়া) ওঃ ওটা তোমার বুঝি?

জলধর। (তাড়াতাড়ি নিজের বিছানা একটু গুছাইয়া) আপনি বসুন, এখানে।

অতুল। হাঁ বাবা, আমি এখানেই বসি।

জলধরের বিছানায় উপবেশন।

তারপর, তুমি কি সব ফাঁকির কথা বলছিলে না?

জলধর। হাঁ, বলছিলাম ভালবাসার কথা। ওটা একদম ফাঁকি, খালি বাক্‌চাতুরি। আমাদের চাকর পীতাম্বরের সাথে আমাদের ঝি সৈরভীর বিয়ের কথা ঠিক হয়েছে আজ দুবছর। বেচারা পীতাম্বর এই দুবছর ব'সে ব'সে দুশ টাকা জমাচ্ছে কারণ সৈরভী দুশ টাকার গয়না চেয়েছিল। আজ দেখা যাচ্ছে কোন একটা হতভাগা সৈরভীকে হাজার টাকার গয়না দিয়েছে। সেই কথা যখন পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করতে গেল তখন সৈরভী তার হাতটাকে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিল। ওরা ছোটলোক তাই কামড়া কামড়ি করেছে, ভদ্রলোক হলে উকিল লাগিয়ে গালাগালি করত, এই তো তফাৎ।

অতুল। আমি তো আগেই বলেছিলাম লেগে থাকতে জানার নামই ভালবাসা। পীতাম্বর জানত না, তাই ঠকেছে। ঐ রকম ভালবাসার কোনও দাম নেই।

জলধর। কিন্তু আপনি কি বলতে চান যে আমাদের হৃদয়ের অনুভূতির কোন দাম নেই?

অতুল। আছে, কিন্তু তাতে চিঁড়ে ভেজে না। এই ধর তুমি। আমার কাছে গোপন করা চলবে না যে তুমি মনে মনে আমার মেয়েকে ভালবাস এবং আমার বিশ্বাস বিমলাও তোমাকে যথেষ্টই স্নেহ করে······

জলধর। সেটা আপনার ভুল ধারণা।

অতুল। একেবারে ভুল কি ক'রে বলি? তোমার উপর অন্ততঃ একটু দরদ না থাকলে ওর জন্মদিনে তোমাকে নেমন্তন্ন করতে যাবে কেন?

জলধর। (উচ্ছ্বসিতভাবে) কিন্তু আমার উপর এতটুকু দরদ থাকলে ও রকম অন্যায়ভাবে আমাকে অপমান করতে পারতেন না।

অতুল। কিন্তু এটাও তো বিমলা লক্ষ্য করেছে যে······এই যে······কিনা কথাটা সে বল্লে······তুমি ওর দিকে কি রকম ক'রে তাকাও।

জলধর। আমি কি কখনও খারাপভাবে তাকিয়েছি?

অতুল। (হাসিয়া) বাবা, তুমি যে সদুদ্দেশ্য নিয়ে ভালভাবেই বিমলার দিকে তাকিয়েছ সেটা আমি সহজেই বিশ্বাস করতে পারি। অতএব কি প্রমাণ হ'ল তা তুমি বুঝতে পারলে না?

জলধর। কি প্রমাণ হ'ল?

অতুল। তুমি আমাকে ভারি লজ্জায় ফেল্লে বাবা। শ্বশুর হয়ে জামাইকে ভালবাসার ক, খ, শেখাতে হচ্চে। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে বিমলার কথায় এইটেই প্রমাণ হ'ল যে তুমি যে ওকে ভালবাস তা সে জানে। তোমার চোখ দুটির ভাষাই ওকে তা জানিয়ে দিয়েছে এবং তোমারও ইচ্ছে ছিল যে বিমলা জানুক। যাক্, ও সব বাজে কথা। আমি বলছিলাম যে তুমি তোমার ভালবাসাটাকে কার্য্যতঃ না দেখাতে পারলে বিমলা তোমার হাত থেকে ফস্‌কে যাবে।

জলধর। বিমলা ও ভুজঙ্গ যদি এতে সুখী হয় তা হ'লে আমিও সুখী হব, কারণ ওদের দুজনকেই আমি খুব ভালবাসি।

অতুল। (অবাক্ হইয়া) বাঃ

জলধর অপ্রস্তুত হইয়া নির্ব্বাক্।

তুমি বলছ বিমলাকে তুমি ভালবাস, কিন্তু সে যখন জলে পড়তে যাচ্ছে তখন তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি দেখছ কি রকম ভাবে ডোবে।

জলধর। জলে পড়বে কেন?

অতুল। জলে পড়বে না ? ভুজঙ্গ একটা বাঁদর। তুমি বেশ জান যে সে চায় আমার টাকা, সে একটা জোচ্চোর······

ভুজঙ্গের প্রবেশ।

মানে (ইতস্ততঃ করিয়া) কি কথা যেন বলছিলাম। হ্যাঁ, তা'হলে আমি আজ উঠি। এই কথাই রইল—আমি আজই উকিলের বাড়ি গিয়ে আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে লিখে দিচ্ছি। তারপর একটা ভাল জায়গা দেখে প্রকাণ্ড একটা কারখানা খুলে ফেল।

জলধর। (বুঝিতে না পারিয়া) কারখানা !

অতুল। হ্যাঁ বাবা, আমার আর দেরী সইচে না। চারদিকে যে সব জোচ্চোর ঘুরছে তাতে আর সবুর করতে ভরসা হয় না।

জলধর। আপনি কি সব বলছেন আমি বুঝতে পারছি না·· ···

অতুল। ওঃ, তুমি ভুজঙ্গের কাছে কথাটা গোপন করতে চাও বুঝি ? গোপন ক'রে আর লাভ কি বাবা ? দুদিন বাদে বাংলা দেশের সকলেই জানতে পারবে। এত বড় একটা কারখানাকে তো আর লুকিয়ে রাখতে পারবে না ? কি বল হে ভুজঙ্গ ? একটি দুটি টাকাতো নয়। মোটামুটি হিসাবে আমার সম্পত্তির দাম প্রায় বিশলাখ টাকা হবে।

ভুজঙ্গের মুখ শুকাইয়া গেল।

চাই কি পঁচিশলাখ টাকাও হ'তে পারে।

ভুজঙ্গ রাগে ফুলিতে লাগিল।

জলধর একটা হিসাব করেছে। এই কারখানা থেকে রোজ প্রায় হাজার দুহাজার সেতার বেরুবে।

ভুজঙ্গ। (আবাক্ হইয়া) সেতার !

অতুল। হাঁ বাবা সেতার। আমরা হাজার হাজার সেতার তৈরি করব।

এবার বাজাবার লোক পেলেই হয়। হেঁ-হেঁ-হেঁহেঁ। আচ্ছা, আমি তবে চল্‌লাম। দেরী হ'য়ে গেলে আবার উকিলকে পাওয়া যাবে না।

অতুলের প্রস্থান। ভুজঙ্গ অপরিমিত ক্রোধে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অতুলের পুনঃ প্রবেশ।

অতুল। একটা কথা ভুল হ'য়ে গিয়েছে বাবা। আমার বসত বাড়িটাকে বিক্রি করে সেই টাকাটাও তোমার হাতেই দেব। আচ্ছা, বাবা ভুজঙ্গ, এখন চল্লাম। তুমি কিন্তু জলধরের কারখানাটা একবার গিয়ে দেখে আসবে।

প্রস্থান।

ভুজঙ্গ। জোচ্চোর কোথাকার! খুব সাধু সেজে বসে আছ। এদিকে আমাকে ঠকাবার জন্য মৎলব পাকান হচ্চে।

জলধর। জোচ্চুরির কি দেখলে?

ভুজঙ্গ। জোচ্চুরি নয়? তুমি বেশ জান যে অতুলবাবুর সমস্ত সম্পত্তি পাব আমি। তাই আমাকে ঠকাবার জন্য তাড়াতাড়ি বুড়োকে পটিয়ে পাটিয়ে টাকাটা হাত করবার মৎলব করেছ।

জলধর। কিন্তু অতুলবাবু যদি স্বেচ্ছায় একটা সেতারের কারখানা করেন তো তাতে তোমার এত মাথা ব্যথা হয় কেন?

ভুজঙ্গ। স্বেচ্ছায় কেউ কখনো সেতারের কারখানা করে? রোজ রোজ হাজার হাজার সেতার। বাঃ, দেশটা কি পাগলা হ'য়ে গিয়েছে যে সব্বাই তোমার মত একটা করে সেতার কিনে বাজাতে বসবে? জোচ্চুরিরও একটা সীমা আছে। কিন্তু তোমার মত নির্লজ্জ জোচ্চোর খুব কমই দেখেছি। যাক্, আমিও দেখছি তোমার মৎলবটা ফাঁসাতে পারি কি না। বিমলা এবং তার মার কাছে তোমার এই ধার্ম্মিকের মুখোসটাকে আজই

খসাতে হবে। উঃ কি ভয়ানক লোক! তোমার মত শয়তানকে যে আমি এতদিন কি ক'রে চিনতে পারিনি!

জলধর। তুমি ভুল বুঝেছ···

ভুজঙ্গ। হয়েছে, আমি কচি খোকাটি নই যে যা তা বুঝিয়ে দেবে।

জলধর। নাই যদি শুনতে চাও তো কি আর করি। কিন্তু অতুলবাবুকেই কি খুব দোষ দেওয়া যায়? তার মেয়ে যদি গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে······

ভুজঙ্গ। খবরদার! তুমি বিমলার সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করবে না।

জলধর। তুমি দেখছি সত্যি সত্যি ভালবাসায় অন্ধ হ'য়ে গিয়েছ।

ভুজঙ্গ। হাঁ তুমি তার কি বুঝবে? ভালবাসার তুমি কি বুঝবে? যার মন থাকে জোচ্চুরির দিকে সে কি করে বুঝবে ভালবাসা কাকে বলে? ভালবাসতে হ'লে যে নিষ্ঠার প্রয়োজন, যে ত্যাগের প্রয়োজন······

জলধর। থাক্, ভাই, বুঝেছি। কিন্তু আমি বলছিলাম যে বিমলা রাগ ক'রে তার বাপের সম্পত্তি থেকে তার সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিয়েছে।

ভুজঙ্গ। (ভুজঙ্গের গলা শুকাইয়া গেল। ঢোক গিলিয়া) মিছে কথা।

জলধর। মিছে নয় সত্যি। সে শপথ করে বলেছে যে সে একদিকে এবং তার সম্পত্তি আর একদিকে। যে তাকে নেবে সে সম্পত্তি পাবে না এবং যে সম্পত্তি নেবে সে তাকে পাবে না।

ভুজঙ্গ। (দম বন্ধ হইবার উপক্রম) মিছে কথা।

জলধর। তুমি যা খুশি ভাবতে পার। আমি যা জানি তাই বল্লাম।

ভুজঙ্গ। তোমাকে কে বলেছে?

জলধর। সে আমি বলব না।

ভুজঙ্গ। তুমি মিথ্যুক্।

জলধর। (গম্ভীর হইয়া) তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ ভুজঙ্গ। আমরাও সহ্য করবার একটা সীমা আছে।

জলধর সেতার লইয়া টুংটাং করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভুজঙ্গ আবার বলিতে লাগিল।

ভুজঙ্গ। বিমলা কি পাগল হয়ে গিয়েছে যে অতগুলো টাকা জলে ফেলে দেবে? খাবে কি?

জলধর। তুমিই তো পাগল করেছ তাকে। তুমিই তাকে বুঝিয়েছ যে টাকাকড়ির উপর তোমার মোটেই লোভ নেই।

ভুজঙ্গ। তাই বলে কি টাকাগুলোকে আমি ফেলে দিতে বলেছি?

জলধর। বিমলা হয়তো অনেকটা সেই রকমই ভেবে থাকবে। সে ভেবেছে যে তুমি তাকেই মনে প্রাণে চাও এবং সেই জন্যেই সে জোর করে বলেছে যে সে একটী পয়সাও চায় না। এবং দিলেও নেবে না।

ভুজঙ্গ। বাঃ।

জলধর। মনে প্রাণে ভালবাসলে এই রকমই তো হওয়ার কথা ভাই। (বক্রদৃষ্টি করিয়া) তুমি তো আর টাকা দেখে বিয়ে করতে চাওনি?

ভুজঙ্গ। (ইতস্ততঃ করিয়া) তা নাই বা চাইলাম। তাই ব'লে বিমলা টাকাগুলো ফেলে দেবে?

জলধর। ফেলে তো আর দিচ্চে না। বিমলা এক পয়সাও নেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে তাই তার বাবা টাকাগুলো আমাকে দিয়ে দিচ্চেন।

ভুজঙ্গ। (ব্যঙ্গ করিয়া) তোমাকে দিয়ে দিচ্চেন। তুমি তার মস্ত কুটুম কি না।

জলধর। তুমি চট্‌ছ কেন? তুমি তো টাকা চাও না, তুমি চাও বিমলাকে।

ভুজঙ্গ। চমৎকার জোচ্চুরি শিখেছ। বিয়ে করব আমি আর টাকাটা নেবে তুমি!

জলধর। (হাসিয়া) সে রকমই তো দাঁড়াচ্চে, যাক্ কবে তোমাদের বিয়ে?

ভুজঙ্গ। (বিরক্ত হইয়া) কে জানে কবে বিয়ে?

জলধর। সে কি? তোমরা দুজনে নাকি বিয়ের তারিখও ঠিক করে ফেলেছ?

ভুজঙ্গ। মি-মি-মি-মিছে কথা।

জলধর। বল কি? তোমরা নাকি কাউকে খবর না দিয়েই চুপি চুপি বিয়ে করবে?

ভুজঙ্গ। সে ক-ক-কক্ষনো সম্ভব হয়? তার উপর আমার বাবা রয়েছেন, মা রয়েছেন, তাঁরা কিছুই জানলেন না, এদিকে আমি বিয়ে করে ফেললাম! বাবা মা ভাববেন কি?

জলধর। তোমাতে এবং বিমলাতে তাহ'লে পাকাপাকি কথা হয় নি?

ভুজঙ্গ। আরে যাঃ, তুমি পাগল হয়েছ? বাবার মত ছাড়া আমি কখনও বিয়ে করতে পারি? আমার তো সন্দেহ হয় ····মানে আমি নিশ্চয় ক'রেই বলতে পারি যে বাবা এই রকম গোঁয়ার মেয়ে পছন্দই করবেন না, এবং তুমি বেশ জান যে বাপ-মায়ের পছন্দের বিরুদ্ধে বিয়ে করাটাকে আমি অতিশয় অন্যায় বলে মনে করি। অবশ্য তোমার কাছে এসব কথা বলাই বৃথা কারণ তুমি যেখানে টাকা পাবে সেখানেই ভিড়ে পড়বে। (জলধর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল) এতে হাসবার কি হ'ল?

জলধর। আমি ভেবেছিলাম তুমি খুব সেয়ানা লোক। এখন দেখছি তুমি ছেলেমানুষ। তোমাকে একটা লেবেঞ্চুস্ দেখিয়ে অনেক দূর নিয়ে যাওয়া যায়।

জলধর পুনরায় সেতারে টুং টাং শব্দ করিতে লাগিল।

ভুজঙ্গ। (হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া) ওঃ বুঝতে পেরেছি। তুমি এতক্ষণ আমাকে মিছে কথা বলে ঠকাচ্ছিলে। কি ভয়ানক লোক তুমি।

তোমার সঙ্গে একঘরে থাকাও যে বিপদ। কোনদিন হয়তো খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবে। পীতাম্বর! পীতাম্বর!

পীতাম্বরের প্রবেশ।

পীতাম্বর। বাবু!

ভুজঙ্গ। আমার বিছানাপত্র বেঁধে ফেলতো আর ম্যানেজারকে বলে আয় যে আমি আর এখানে থাকব না।

পীতাম্বর। বাইরে কোথাও চাকরি বাকরি হ'ল নাকি বাবু?

ভুজঙ্গ। না আমি কলকাতাতেই থাকব। কিন্তু এখানে নয়। যত সব জোচ্চোরের আড্ডা হয়েছে এখানে।

পীতাম্বর। জোচ্চোর বাবু! কারুর কিছু চুরি গিয়েছে ব'লেতো শুনিনি।

ভুজঙ্গ। (চটিয়া) যায় নি কিন্তু যেতে কতক্ষণ?

জলধর সেতার বাজাইতে লাগিল, পীতাম্বর বিছানা বাঁধিয়া বাহিরে লইয়া গেল এবং বাক্স বাহিরে লইয়া গেল। ভুজঙ্গ দরজার কাছে গিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া বলিল "আমি চললাম।" ভুজঙ্গ চলিয়া যাইবার পর জলধর আর স্থির থাকিতে পারিল না, সেতারের উপর মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ষ্টেজের বাতি আস্তে আস্তে নিভিয়া গেল। নেপথ্যে করুণ সঙ্গীত। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বাতি জ্বলিল। জলধর একই অবস্থায় আছে। রমার প্রবেশ।

রমা। (জলধরের অবস্থা দেখিয়া প্রথমে ম্লান হইল পরে ঈষৎ হাসিয়া) তোমার দেখছি কাঁদতে কাঁদতেই জীবনটা গেল।

জলধর। (মুখ তুলিয়া) তুমি সব কিছু নিয়েই ঠাট্টা কর।

রমা। তুমিই বা সব কিছু নিয়ে কান্নাকাটি কর কেন? পুরুষমানুষ যে এত কাঁদতে পারে এটা আমার ধারণাই ছিল না।

জলধর। কিন্তু কি হয়েছে না হয়েছে তা না জেনে ঠাট্টা কর কেন?

রমা। এমন কিছুই ঘটতে পারে না যাতে তোমাকে কাঁদতে হতে পারে। তুমি বিয়ে করনি কাজেই বৌ মরেনি অথবা ছেলে-মেয়ে মরেনি, এবং তোমার বাপ মা এত আগে মরে গিয়েছেন যে তাঁদের জন্যে আজ নতুন করে কান্নাকাটি করার কোনও মানে হয় না।

জলধর। কিন্তু ভুজঙ্গ আজ আমার উপর অন্যায় সন্দেহ ক'রে মেস্ ছেড়ে চলে গেল এতে আমার দুঃখ হ'তে পারে না ?

রমা। (হাসিয়া) সত্যি, ভুজঙ্গকে আমার হিংসা হয়। তোমার ভালবাসার পাত্র হওয়াটা একটা মস্ত বড় সৌভাগ্য।

জলধর। তুমি আবার ঠাট্টা করছ।

রমা। ঠাট্টা কেন হ'তে যাবে ? মনে কর তুমি আমাকে ভালবাস। আমি তোমাকে জুতো মেরে পালিয়ে চলে গেলেও তুমি আমার জন্যে বসে বসে কাঁদবে এটা ভাবতেও সুখ।

জলধর। তোমার সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।

রমা। কারণ আমি খাঁটি কথা বলি। আমার তো মনে হয় তুমি যদি আমাকে ভালবাসতে তাহ'লে আর কোন কারণে না হ'লেও তুমি আমার জন্যে ব'সে ব'সে কাঁদবে এই সুখটুকু ভোগ করবার জন্যেও বছরে অন্ততঃ দু' তিনবার পালিয়ে যেতাম।

জলধর। তুমি কক্ষনো তা করতে না।

রমা। যাকে চেন না তার সম্বন্ধে অত উঁচু ধারণা থাকা উচিত নয়।

জলধর। আমি তোমাকে চিনি রমা। তোমার সম্বন্ধে চিরকালই আমার উঁচু ধারণা থাকবে।

রমা। (হাসিয়া) সন্দেহ হয়।

জলধর। (আবেগের সহিত) এতে কোনও সন্দেহ নেই রমা। তোমার ভালবাসা পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

চমকিত হইয়া রমা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল। জলধর নিজের কথার গুরুত্ব অনুভব করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। এই রকম সময়ে বিমলার প্রবেশ

বিমলা। (একবার রমার দিকে ও একবাব জলধরের দিকে তাকাইয়া রুষ্টভাবে বমাকে জিজ্ঞাসা কবিল) তুমি এখানে?

রমা। (হাসিয়া) আমিও তো ভাবছি; তুমিই বা এখানে কেন?

বিমলা। আমি এসেছি আমার দরকার আছে।

রমা। আমাবও তো দরকার থাকতে পারে ভাই। তা ছাড়া জলধর এত ছেলেমানুষ যে ওকে কেউ না দেখলে ও পদে পদে বিপদে পড়বে।

জলধব। কি যে বলছ রমা।

রমা। আমি ঠিকই বলছি। এই তো একটু আগেই কেঁদে-কেটে আকুল হয়েছিল আর কি। (বিমলা চমকাইয়া উঠিল) তুমি চমকে উঠলে বিমলা। কিন্তু যে দিন আকাশে আকাশে উড়ে বেড়াবে বলে ঠিক কবেছিলে সেই দিনই বুঝা উচিত ছিল যে তোমাব পিছু পিছু জলধরের মত বোকাসোকা অনেক পাখীও ছুটতে পারে। যারা তোমাকে ধরতে পারেনি তাদেব অবশ্যই কাঁদতে হবে, অন্ততঃ ততদিন এরা কাঁদবে যতদিন তোমার ছলনা এরা বুঝতে না পারে।

বিমলা। ছলনা! তুমি বলছ আমি ছলনা করেছি?

রমা। নিশ্চয় ছলনা করেছ। তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রতারণা করেছ। তুমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছ যাতে এদের একজনও তোমার হাতছাড়া না হয়।

জলধর। রমা!

রমা। তুমি চুপ কর। একদল লোক আছে যাদের মারখেতেই ভাল লাগে। তুমি তাদেরই একজন। কাণমলা খেয়ে এসেছ, কিন্তু সেই কাণমলা খেতেই তুমি আবার যাবে আমি তাও জানি।

বিমলা। তাতে তোমার কি ?

রমা। কিছুই নয় বন্ধু, ওটা একটা বদ অভ্যাস যেমন তোমার বদ অভ্যাস আমাকে হিংসা করা যেহেতু আমি জলধরের কাছে এসেছি। যদিও তোমার হিংসা করা উচিত হয় নি, কারণ তুমি ভুজঙ্গের বাগ্‌দত্তা। সে শুনলে কি বলবে বলতো ? জলধরই বা কি ভাবছে ? যদিও সে নিজের কাণে শুনেছে যে তুমি ভুজঙ্গকেই বিয়ে করবে, তবু তোমার এই হিংসার ভাব দেখে ওর মনেও আবার একটু আশার সঞ্চার হ'য়েছে। কি বল জলধর ? থাক্ তোমরাই দু'জনে এর মীমাংসা কর। আমি যাচ্ছি।

প্রস্থান।

বিমলা। এর পর আমারও এখানে থাকা চলে না। আমি বেশ বুঝতে পারছি আপনি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন।

জলধর। (উত্তেজিত হইয়া) তুমি কি বলছ বিমলা, আমি তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব !

বিমলা। (উত্তেজিত হইয়া) নিশ্চয় ষড়যন্ত্র। ভুজঙ্গ আমাকে ভালবাসে, তাকে আমি বিয়ে করব। তাতে আপনার কি ? আপনি আমাকে কিছু বলতে সাহস না ক'রে কাপুরুষের মত আমার বাবার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। কেন, আমি কি একটা মানুষ নই ? আমি কি একটা খেলার পুতুল যে আপনার কাছে আমার মতামতের কোনও দাম নেই ? আপনি কি বোবা না ভাষা জানেন না যে আমাকে আপনি বলতে পারলেন না যে আপনি আমাকে ভালবাসেন ?

বিমলা কাঁদিয়া ফেলিল।

জলধর। আমার সাহস হয় নি বিমলা।

বিমলা। (ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত) কিন্তু ভুজঙ্গের সঙ্গে আমার বিয়ে ভাঙবার সাহস তো আপনার হয়েছে? আপনি শুধু বাবার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই থামেন নি, ভুজঙ্গ যাতে আমাকে বিয়ে না করে তার জন্যে তাকে ভয় দেখিয়েছেন যে সে আমার বাবার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও পাবে না। শুনলাম আপনারা সম্পত্তি বিক্রি ক'রে সেই টাকা দিয়ে সেতারের কারখানা খুলবেন। খুলুন না। টাকাগুলো আপনারা গঙ্গায় ফেলে দিতে পারেন। কিন্তু ভাববেন না যে ভুজঙ্গ বা আমি তাতে ভয় পাব। টাকাকড়িকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি এবং আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি তার টাকা-কড়ির উপর এতটুকু লোভ আছে তাহ'লে সেটাও আপনার ভুল ধারণা।

জলধর। আমি তো সে রকম কথা কখনও বলিনি।

বিমলা। আপনি কখন কোন্ কথা মুখ খুলে বলেছেন? আমাকে যে ভালবাসেন সেটাই কি মুখ খুলে বলেছেন? না, রমার সঙ্গে যে নিরিবিলিতে বসে ইয়াকি করছিলেন সেটাই কাউকে মুখ খুলে বলেছেন।

জলধর। ছি, ছি, বিমলা……

বিমলা। ছি, ছি, আমি নই; ছি, ছি, তুমি। আমি বেশ জানি যে কাউকেই তুমি ভালবাস না; রমাকেও না আমাকেও না। কিন্তু তুমি মস্ত বড় একটা হিংসুক। আমাকে যে ভালবাসে তাকে আমি বিয়ে করব। তুমি আমাকে ভালবাস না কিন্তু আর কেউ আমাকে ভালবাসবে এটাও তোমার সহ্য হয় না। তুমি ভালবাস তোমার সেতারটাকে। আমি খবর পেয়েছি, তুমি দিনরাত খালি সেতারটাকে ঘ্যানর ঘ্যানর করে বাজাতেই ভালবাস। কিন্তু যেই শুনলে ভুজঙ্গ আমাকে ভালবাসে

অমনি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরেছ। তোমার সেতারটাকে আমি আজ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলব।

বিমলা সেতার কাড়িয়া লইল এবং ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল। "কি কর বিমলা, বিমলা" বলিয়া জলধর সেতার শুদ্ধ বিমলার হাত ধরিয়া ফেলিল। বাধা প্রাপ্ত হইয়া বিমলা দমিয়া গেল। এবং জলধরের কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু হতভাগ্য জলধর সাহসে ভর করিয়া বিমলাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। কারণ বিমলা তাহার বন্ধুর বাগ্‌দত্তা। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া অত্যন্ত ঘৃণার সহিত বিমলা বলিল "কাপুরুষ" এবং জলধরের গালে এক চড় বসাইয়া দিয়া ঝড়ের মত বাহিরে চলিয়া গেল।

হতভম্ব হইয়া জলধর দরজার দিকে চাহিয়া রহিল। পীতাম্বর প্রবেশ করিয়া টুকটাক্ কাজ করিতে লাগিল।

জনৈক অল্পবয়স্ক বোর্ডারের প্রবেশ।

বোর্ডার। দাদা, ঝড়ের মত যিনি বেরিয়ে গেলেন সেটি কে?

জলধর। যাও জ্যাঠামি ক'রো না।

বোর্ডার। চটছেন কেন দাদা? কি চেহারাই দেখলাম। তার উপর চটে গিয়ে মুখখানি যা দেখতে হয়েছিল—আমি তো কোন্ ছার, মোটে ফার্স্ট-ইয়ারে পড়ি, আমাদের প্রিন্সিপ্যালেরও মাথা ঘুরে যেতো।

জলধর। ফের বলছি চুপ কর। যিনি গেলেন তাঁর বয়স তোমার চেয়ে অনেক বেশী।

বোর্ডার। এটা আপনি কি বলছেন স্যার? ফ্রয়েড বলেছেন······

জলধর। রেখে দাও তোমার ফ্রয়েড।

বোর্ডার। আচ্ছা ফ্রয়েড না হয় বিদেশী লোক। তার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আমাদের বাংলা দেশের সব ভবিষ্যৎ মিলটন্, বায়রণ, শেলী, তাদের কথা তো অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

জলধর। তুমি তো ভারি নাছোড়বান্দা লোক হে। আচ্ছা, তোমাকে ঠিকানা দিচ্ছি। গোটা কয়েক থাপ্পড় না খেয়ে এলে তোমার শিক্ষা হবে না।

বোর্ডার। থাপ্পড়ই যদি মারে দাদা, মানে দারোয়ানকে দিয়ে নয়, নিজের হাতে যদি থাপ্পড়ই মারে, তাহ'লে তো জানব কেল্লা ফতে।

জলধর। তার মানে?

বোর্ডার। অত্যন্ত সহজ। আপনি যদি ফ্রয়েড পড়তেন······

ম্যানেজারের প্রবেশ।

ম্যানেজার। (বোর্ডারের কথায় বাধা দিয়া) এই রে, এই ছোকরা বুঝি আপনাকেও ফ্রয়েড বুঝাচ্ছে। মশাই আজ পঁচিশ বছর অফিসে চাকরি করছি। চুল পেকে গেল, দাঁতও দুই একটা পড়েছে এবং সব চেয়ে বড় কথা এই যে আমার গিন্নী কম ক'রে বারোটি সন্তান প্রসব করেছেন, আর এই ছোকরা কিনা আমাকে ফ্রয়েড শেখাতে এসেছে, বলছে আমাকে প্রেমের বৈজ্ঞানিক অর্থ শিখিয়ে দেবে। (বোর্ডারকে) বলি ওহে অর্ব্বাচীন, বিজ্ঞান না শিখেই বারোটি। যদি বিজ্ঞানই শিখতাম তা হ'লে গিন্নী যে আর হাঁফ ছাড়বারও সময় পেতেন না।

জলধর হাসিয়া ফেলিল।

বোর্ডার। এ আপনার ভারি অন্যায়। আপনি বাজে কথা ব'লে সব গুলিয়ে দিচ্ছেন। থাপ্পড় মারার সঙ্গে প্রেমের কি সম্বন্ধ তাই আমরা বিচার করছিলাম।

ম্যানেজার। ওঃ। তা ছোট্ট একটি থাপ্পড় মারা কেন? চাবুক মারলে তার কি ব্যাখ্যা করতে?

বোর্ডার। (ইতস্ততঃ করিয়া) ব্যাখ্যা একই। থাপ্পড় মারাও যা চাবুক মারাও তাই, রকমটা একই তবে তফাৎটা হ'ল খালি পরিমাণের অর্থাৎ কম আর বেশী।

ম্যানেজার। কিন্তু যদি কাণ দুটো কেটে দেয়?

বোর্ডার। কি যে ব'লছেন আপনি।

ম্যানেজার। কেন, মিষ্টি হাতের কাণমলা, কীল, থাপ্পড়, চাবুক এর সব কটাই ভাল লাগে কিন্তু কাণ কাটার কথা ভাবতে গেলেই ভয় পাও কেন? যদি কোন মেয়ে তোমার কাণ দু'টি কেটে, তোমার মাথাটি মুড়িয়ে তাতে ঘোল ঢেলে দেয় তো তখন তোমার মুখে ফ্রয়েড শুনতে খুব ভাল লাগবে, এখন নয়।

বোর্ডার। আপনার সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।

[প্রস্থান।

ম্যানেজার। আচ্ছা বাচাল কিন্তু। যাক ওসব বাজে কথা। আপনি কিছু মনে করবেন না। এতদিন এক সঙ্গে আছি তাই আমাদের সকলেরই একটা কৌতূহল হচ্চে। আ…আ…আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহ'লে বলি।

জলধর। বেশতো, বলুন না।

ম্যানেজার। এতদিন আমরা আপনাকে ও ভুজঙ্গবাবুকে মাণিকজোড় ব'লে খুব ঠাট্টা করতাম, মানে কোনও খারাপ ভাবে নয়, আপনাদের দু'জনের যে রকম বন্ধুত্ব ছিল তা আজকালকার দিনে বেশী দেখা যায় না………

জলধর। থামলেন কেন? বলুন।

ম্যানেজার। (হাসিয়া) আপনি যখন অভয় দিচ্চেন তখন বলেই ফেলি।

আমাদের মনে হচ্চে যে এখন আর আপনাদের দুজনের মধ্যে সেই সদ্ভাবটা নেই, বরং বলতে হবে যে আপনাদের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে কারণ কথা কাটাকাটি হয়েছে সেটা আমরা শুনেছি।

জলধর। মেসে বোর্ডিং-এ থাকার মুস্কিলই এই। কার ঘরে কি হচ্চে তা সহর শুদ্ধ সব্বাই জানতে পায়।

ম্যানেজার। তা যা বলেছেন। এই ধরুন·····(পীতাম্বরকে দেখিয়া)·· তুই একটু বাইরে যাতো পীতাম্বর।

পীতাম্বরের প্রস্থান।

জলধর। কেন মিছামিছি তাড়ালেন ওকে ? আপনারা যা জানেন পীতাম্বরও তা নিশ্চয়ই জানে।

ম্যানেজার। তবু ওদের সামনে এই সব কথা বললে ওরা আস্কারা পায়। যাক্ আমি বলছিলাম যে আপনার ঘরে যে মেয়েদের যাতায়াত হচ্চে সেটা নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা যে হয়নি তা অস্বীকার করা যায় না।

জলধর। সত্যি, বড় অফিসে চাকরি করার একটা গুণ আছে। চোরও বলব না অথচ চুরি করেছে, সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানিয়ে দেব এটা একটা মস্ত গুণ বৈ কি।

ম্যানেজার। তা যা বলেছেন। একদিন নয়, দু'দিন নয় পাঁচিশটি বচ্ছর সব বড় বড় সাহেবসুবোকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েই কাজ করে এসেছি কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে কখনও হাত বাড়িয়ে এই রকম ক'রে (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া) কলা দেখিয়েছি। (সেলাম করিয়া) হাতটি তার স্বস্থানে রেখেছি চিরকাল। আমার মত অমন তাড়াতাড়ি সেলাম করতে সব্বাই জানে না। যাক্, বাজে কথা বলছিলাম। কিন্তু একদল লোক বলছে যে ভুজঙ্গবাবু আপনাকে সত্যি সত্যি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন। আর একদল লোক বলছে যে আপনিও ওকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে চেয়েছিলেন

কিন্তু পারেন নি, মানে ভুজঙ্গবাবুর বিয়েতে আপনি নাকি ভাঙ্‌চী দিতে চেয়েছিলেন।

জলধর। কি সর্ব্বনাশ!

ম্যানেজার। আমি আগেই জানতাম ওটা মিছে কথা। আমি হচ্চি প্রথম দলের লোক অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করি যে ভুজঙ্গবাবুই আপনাকে কলা দেখিয়েছেন।

জলধর। দেখুন, আপনার মনটা খুব ভাল কিন্তু ভাষাটা যেন কেমন কেমন।

ম্যানেজার। হেঁ-হেঁ-হেঁ যেমন বিষয় তার ভাষাও তো হবে তেমনি। দেখুন, যদি আপনি আমাদের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার জিনিস কিনে নগদ নগদ টাকাটা দিয়ে দিতেন তা'হলে আপনাকে বেশ পরিপাটি ভাষায় অভিনন্দন জানাতাম, কিন্তু আপনি যদি জিনিসটা নিয়ে টাকাটা মেরে দিতেন তা'হলে আর ভাষার জন্য ভাববার সময় পেতাম না। সোজাসুজি বলে ফেলতাম "শালা কলা দেখিয়েছে"। যাক্ ওসব বাজে কথা। আমাদের বিরুদ্ধ দলের লোকেরা বলছে যে আপনি যদি সত্যি সত্যি ভাঙ্‌চী দিতে না গিয়েই থাকেন তাহ'লে এই ভদ্রমহিলাটী আপনার গালে এরূপ প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় মারে কেন?

অপ্রত্যাশিতভাবে এইরূপ অপমানসূচক কথা শুনিয়া জলধর স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং যন্ত্রচালিতের মত গালে হাত বুলাইতে লাগিল। পরক্ষণেই সে ম্যানেজারের প্রতি রুষ্ট হইয়া তাকাইল।

ম্যানেজার। (রুষ্টভাব লক্ষ্য করিয়া) আপনি দেখছি কথাটাকে একটু খারাপভাবেই নিলেন। আপনি যে রকম ভাবছেন আমি ঠিক সে রকম ভাবে বলিনি কথাটা মানে—আমি·· আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি, কাজও রয়েছে ঢের, অন্য সময় কথা হবে।

প্রস্থান।

পীতাম্বরের প্রবেশ।

জলধর। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) পীতাম্বর!

পীতাম্বর। বাবু?

জলধর। ডাক্তার তোর হাতটা দেখেছে?

পীতাম্বর। দেখেছে বাবু। তুলো দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। বলেছে পাঁচ সাত দিনেই সেরে যাবে। কিন্তু খুব সাবধানে থাকতে বলেছে। বললে —এমন অনেক মানুষ আছে পীতাম্বব, যাদের কামড় সাপের কামড়ের চেয়ে কম নয়। কমই বা হবে কেন বাবু? এমন অনেক মানুষও তো রয়েছে যারা সাপের চেয়েও বেশী নিষ্ঠুর।

জলধর। (অন্যদিকে তাকাইয়া) হ্যাঁরে, পীতাম্বর?

পীতাম্বর। হুজুর!

জলধর। তুই কিছু শুনেছিস্?

পীতাম্বর। (সঙ্কুচিত হইয়া) শুনেছি বাবু। ভদ্রলোকে আর ছোটলোকে তফাৎ শুধু এ পিঠ আর ও পিঠ।

জলধর। মেসের সব লোকজন হাসছে বোধ হয়?

পীতাম্বর। হাসুক না বাবু। মুখের উপর কেউ কিছু বলবে তো দুঘা বসিয়ে দেবেন।

জলধর। তার চাইতে আমার মনে হয় স'রে পড়াই ভাল।

পীতাম্বর। (চমকাইয়া) কোথায় যাবেন?

জলধর। যেদিকে দু'চোখ যায়। এক রকম মন্দ হবে না। পথে চলতে চলতে সেতার বাজাবার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।

পীতাম্বর। তা হ'লে কিন্তু আমাকেও সঙ্গে নিতে হবে বাবু। আপনি যদি বলেন তো সব যোগাড় যন্ত্র করি।

জলধর। যোগাড় আবার কি করবি?

পীতাম্বর। তা কিছু কর্ত্তে হ'বে বৈকি। রাস্তায় বেরুলে যারা রাস্তায় থাকে তাদেরি মতন চলতে হবে তো। এই ধরুন, গেরুয়া পরতে হবে—

জলধর। গেরুয়া ?

পীতাম্বর। আপনি ছেলে মানুষ হুজুর। ও সব কথা আপনি কি ক'রে জানবেন ? গেরুয়া কাপড় ময়লা দেখাবে কম এবং ওর খাতিরে চাই কি এক আধটা সিধে টিধে প্রায় রোজই জুটে যাবে।

জলধর। আচ্ছা তবে তাই কর। আমরা কালই বেরুচ্চি।

পীতাম্বর। সেই ভাল হুজুর। আমিও চট্‌পট্ কাজ সেরে নিচ্চি।

প্রস্থান।

জলধর সেতারে টুং টাং করিতে লাগিল।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—মেসের সম্মুখস্থ রাস্তা। কয়েকটি পাশাপাশি বাড়ি। মেসের দরজায় লেখা আছে "দয়াময়ী মেস"। (গেরুয়া পরিয়া সেতার হাতে জলধর বাহিরে আসিল, পশ্চাতে পীতাম্বর, তাহার হাতে একটি লাঠি এবং কাপড়ের একটী পুঁটলি। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার, পূর্ব্বপরিচিত বোর্ডার এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক বাহিরে আসিল। বোর্ডারের হাতে একখানা বই।)

সময়—পরদিন সকাল আটটা।

ম্যানেজার। (হাত জোড় করিয়া) আমরা হাত জোড় ক'রে বলছি ফিরুন জলধর বাবু, ফিরুন। এখনও ফিরুন।

জলধর। (হাত জোড় করিয়া) মাপ করবেন ম্যানেজারবাবু। আমাকে যেতেই হবে।

বোর্ডার। কিন্তু আমার কথাটা শুনলে ভাল করতেন স্যার। আপনার কেস্‌টা ফ্রয়েডের সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে—যদি একবার ফ্রয়েডখানা পড়ে দেখতেন তাহ'লে সন্ন্যাসী না হয়েও হয় তো একটা ব্যবস্থা হ'ত, মানে ফ্রয়েড বলছেন, অনুরাগের আধিক্য হ'লে প্রহার দেওয়া স্বাভাবিক। আপনার ফ্রয়েড পড়া উচিত।

জলধর। যাবার সময় বিরক্ত ক'রো না।

বোর্ডার। আচ্ছা, এখন না পড়েন, অন্ততঃ সঙ্গে নিয়ে যান। নিরিবিলিতে এক সময়ে পড়ে দেখলে বুঝতে পারবেন কি ভুলটাই আপনি করছেন।

আচ্ছা তাহ'লে এটা পীতাম্বরের কাছে দিয়ে দিচ্ছি, ওহে পীতাম্বর, এই বইটা সঙ্গে নিয়ে নাও।

পীতাম্বর। ও সব বই আমি ছোঁব না বাবু।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

ম্যানেজার। তোমাকে নিয়ে ভারি বিপদই হ'ল দেখছি। জলধরবাবু তো নবীন সন্ন্যাসী। ওসব বই পড়লে যে বড় বড় আশ্রমও ভেঙ্গে যাবে।

জনৈক বোর্ডার। (প্রথম বোর্ডারকে) কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনে কেন উনি সন্ন্যাসী হতে চাইছেন। মেয়ে তো রয়েছে দুটি। একটি না হয় ভুজঙ্গবাবুকে গেঁথেছেন। আর একটি তো রয়েছে। সেটিও তো দেখতে শুনতে মন্দ নয়।

বোর্ডার। সে মশাই আপনি বুঝবেন কি ক'রে? ফ্রয়েড পড়েন নি, আপনাকে বুঝাতে চেষ্টা করাই বিড়ম্বনা।

জলধর। আচ্ছা তাহ'লে চল্লাম ম্যানেজারবাবু; নমস্কার।

জলধর ও পীতাম্বরের প্রস্থান।

জনৈক বোর্ডার। বদ্ধ পাগল।

দ্বিতীয়। সত্যি ভাই, বাংলাদেশে কি মেয়ের অভাব? এত ভালছেলে, একটা তুড়ি মারলে দশ বিশটা এসে জুটতো।

ম্যানেজার। কিন্তু পছন্দ হওয়া চাইতো।

তৃতীয়। অত পছন্দের কি দরকার মশাই? কাণা বোবা না হ'লেই হ'ল। আমাদের বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষ কি পছন্দ ক'রে বিয়ে করতেন?

বোর্ডার। কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন যে তখন ফ্রয়েড জন্মান নি।

ম্যানেজার। দেখ, দিনরাত খালি খালি ফ্রয়েড ফ্রয়েড করবে তো তোমাকে আমরা একঘরে করে ছাড়ব।

অতুল ও সাবিত্রীর প্রবেশ। উভয়েরই গায়ে বড় কোট, পায়ে জুতা, মাথায় ছাতা। তাহারা মেসের সম্মুখে ভিড় দেখিয়া দাঁড়াইল।

ম্যানেজার। (অতুলকে) কাকে চাই?

অতুল। জলধরের কাছে এসেছি। সে আছে তো?

ম্যানেজার। এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন। মানে, আর আসবেন না ব'লেই মনে হয়।

অতুল ও সাবিত্রী পরস্পরের দিকে চাহিল।

অতুল। আর আসবেন না ... তার মানে তো বুঝতে পারলাম না।

ম্যানেজার। মানে জলধরবাবু সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন।

অতুল। বলেন কি!

বোর্ডার। কিন্তু আমি বলছি স্যার ওঁর সন্ন্যাসী হওয়াটা ভুল হয়েছে। ফ্রয়েড বলছেন যে কোন যুবতী যদি কোন যুবককে থাপ্পড় মারে

অতুল। কে কাকে থাপ্পড় মারল?

বোর্ডার। সেই যে স্যার একটা সুন্দরী যুবতী, মানে (সাবিত্রীকে দেখাইয়া) অনেকটা ওঁর মতনই দেখতে, তবে তার বয়সটা একটু কম।

অতুল ও সাবিত্রী পুনরায় পরস্পরের দিকে চাহিল।

অতুল। (ম্যানেজারকে) কোন্‌দিকে গিয়েছে বলুন তো?

ম্যানেজার। (হাত দিয়া দেখাইয়া) এই দিকে গিয়েছেন। সঙ্গে আমাদের মেসের একটা চাকরও গিয়েছে।

অতুল। চাকর!

বোর্ডার। আজ্ঞে হাঁ, তারও প্রায় একই অবস্থা।

অতুল। কাপড় চোপড় কি রকম পরেছে ?

ম্যানেজার। একদম সাধুর মত। মানে, আধুনিক সাধু।

অতুল। চল গিন্নী, আর দেরী করা চলে না। তোমাকে বরং বাড়ি পৌঁছে দিই।

সাবিত্রী। সে হ'তে পারে না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

অতুল। (চটিয়া) সবটাতেই তোমাদের বাড়াবাড়ি। রাস্তায় ছুটতে হবে, তাও তোমার সঙ্গে যাওয়া চাই। আচ্ছা চল। তাড়াতাড়ি চল। (ম্যানেজারকে) বেশীক্ষণ হয়নি তো ?

ম্যানেজার। না, কয়েক মিনিট মাত্র হ'ল।

অতুল। (সাবিত্রীকে) চল।

প্রায় ষ্টেজের প্রান্ত হইতে ফিরিয়া আসিয়া

সেতারটিকেও সঙ্গে নিয়েছে কি ?'

অনেকে একসঙ্গে। হাঁ, ওটি হাতেই রয়েছে।

বোর্ডার। আমার একটা কথা শুনবেন স্যার ?

অতুল। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) যা বলতে হয় তাড়াতাড়ি বল।

বোর্ডার। আপনার সঙ্গে যদি ওঁর দেখা হয় তাহ'লে এই বইখানি ওঁকে দিতে পারেন ?

অতুল। কি বই ওটা ?

বোর্ডার। ফ্রয়েড স্যার। এটা পড়লেই উনি বুঝতে পারবেন যে······

অতুল। তোমাকে পুলিশে দেওয়া উচিত, অর্ব্বাচীন বখাটে ছোকরা। ফ্রয়েড না তোমার মাথা।

অতুল ও সাবিত্রীর প্রস্থান।

ম্যানেজার। তোমার কিন্তু আক্কেলও হয় না।

বোর্ডার। কিন্তু থাপ্পড় মারার কি কোন মানেই ছিল না?

ম্যানেজার। তবেরে ছুঁচো, আমার এই থাপ্পড়ের মানে কি বল।

প্রচণ্ড এক থাপ্পড় মারিল, তখন সকলে মিলিয়া বোর্ডারকে কীল, ঘুষি, থাপ্পড় মারিতে লাগিল।

সকলে। বল্ এটার মানে কি, চাঁটি মারার মানে কি? এই ঘুষিটার মানে কি বল্।

"ওরে বাবারে"—বোর্ডারের চীৎকার।

কেমন লাগছে এবার? ফ্রয়েড় কি বলছে এবার।

"গেলুম রে, বাবারে, পুলিশ! পুলিশ্!! পুলিশ!!!" বোর্ডারের চীৎকার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সহরের বাহিরে। অপেক্ষাকৃত জনশূন্য পথ। কিছু কিছু গাছ পালাও আছে। অতুল ও সাবিত্রীর প্রবেশ। অতুলের এক বগলে তাহার নিজের ছাতা, কাঁধে তাহার নিজের কোট। অন্য বগলে সাবিত্রীর ছাতা এবং সাবিত্রীর কোট।

সময়—মধ্যাহ্ন।

সাবিত্রী। আর যে পারছি না হাঁটতে।

অতুল। স্বাধীনতার বোঝাগুলিতো আমার ঘাড়েই চাপিয়েছ, তাহ'লে আর কষ্টটা কিসের?

সাবিত্রী। জুতোটা এমন শক্ত যে পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছে।

অতুল। তাহ'লে এবার ওটিকেও খুলে মালা গেঁথে আমার গলায় পরিয়ে দাও। হাত তো আর খালি নেই।

সাবিত্রী। তুমি অত চট্‌ছ কেন বলতো?

অতুল। আমিও তো ভাবছি গিন্নী, আমার তো চটা মোটেই উচিত নয়, কারণ যেদিন তোমাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলাম সেই দিনই বুঝা উচিত ছিল যে তোমাকে ঘাড়ে নিয়েই আমাকে চলতে হবে এবং তুমি আমার কাঁধে বসে আমার কাণের মধ্যে দিনরাত খালি সুড়সুড়ি দেবে।

সাবিত্রী। কিন্তু আমি কি জানতাম যে এতদূর আসতে হবে? সহর ছাড়িয়ে কোথায় এসে পড়েছি।

অতুল। আগেই বুঝা উচিত ছিল অনেক দূর যেতে হবে। চাই কি ওর পিছু পিছু কাশী কি বৃন্দাবনও যেতে হতে পারে।

সাবিত্রী। তুমি কি হেঁটে হেঁটে বৃন্দাবন যাবে নাকি?

অতুল। জলধরও তো হেঁটেই গিয়েছে; তাকে ধরতে হ'লে হেঁটেই যেতে হবে বৈকি।

সাবিত্রী। তাহ'লে আমাকে বাড়িতেই রেখে এস।

অতুল। বেশ কথা বলছ তুমি। এতদূর পিছু পিছু এসে এখন ফিরে গেলে ওর কোনও খবরই আর পাওয়া যাবে না, বরং তুমি এই গাছের গোড়াটাতে বসে একটু জিরিয়ে নাও।

সাবিত্রী গাছের একটা শিকড়ের উপর বসিল।

আচ্ছা তুমি এখানে ব'স আমি একাই একটু দেখে আসি।

সাবিত্রী। (লাফাইয়া উঠিয়া) ওরে বাবারে, তুমি আমায় একলা ফেলে যাচ্ছ?

অতুল। তুমি কি আমাকেও ব'সে থাকতে বলছ নাকি?

সাবিত্রী। সত্যি অনেক স্বামী দেখেছি কিন্তু তোমার মত আর একটি স্বামীও পৃথিবীতে নেই।

দুই একজন কদাকার লোকের প্রবেশ। তাহারা উভয়ের প্রতি একটু বক্র দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল।

দেখছ ঐ লোকগুলো? ডাকাত টাকাত হবে।

অতুল। এইবার ডাকাত এলেই সোণায় সোহাগা হবে। হাত দুটোতো আটকে রেখেছ। যদি সত্যি সত্যি জুলুম করতে আসে, তবে তাদের ঠেকাব কি করে?

সাবিত্রী। সেটা কি আমার দোষ?

অতুল। নিশ্চয় তোমার দোষ। তুমি যদি আমার সঙ্গে না আসতে তো আমি আমার নিজের পথ দেখতে পারতাম। তুমি স্বাধীন হ'য়েছ কিন্তু কি ক'রে নিজেকে বাঁচাতে হয় শেখনি।

সাবিত্রী। তুমিই বা কি শিখেছ? তুমি ওদের সঙ্গে লড়তে পারতে?

অতুল। একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি। আমি কেন লড়তে যাব ছোটলোকের সঙ্গে? এতক্ষণে আমি দৌড়ে আধক্রোশ পথ চলে যেতে পারতাম।

সাবিত্রী। এই জন্যই তো আমাদেরও এই দুর্দ্দশা হয়েছে। তোমাদের নিজে-দেরও গায়ের জোর নেই এবং আমাদের গায়ের জোর যাতে হয় সে দিকেও তোমাদের লক্ষ্য নেই, কিন্তু আমাদের হাত ধ'রে হাওয়া খেতে তোমাদের খুব ভাল লাগে।

অতুল। তোমার হাত ধ'রে আমি হাওয়া খেয়ে বেড়াই?

সাবিত্রী। বুড়ো হয়েছ এখন আর কোন্ আক্কেলে বেড়াবে? কিন্তু ছেলে বেলার কথাটা ভেবে দেখ। আমাকে নিয়ে বাহাদুরী করার জন্যই তুমি আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলে। যা দিয়েছিলে তা মোটেই স্বাধীনতা

নয়। লোকের নানারকম সখ থাকে, যেমন ভাল জামা কাপড় প'রে লোককে দেখানো, ভাল আসবাব কিনে লোককে দেখানো, গাড়ী, বাড়ি, ঘোড়া, গরু দেখানো। এও একটা বৌ দেখানো সখ, একে স্বাধীনতা দেওয়া বলে না।

অতুল। (হতভম্ব হইয়া) বল কি গিন্নী!

সাবিত্রী। তুমি দেখছি আকাশ থেকে পড়লে।

অতুল। (হাসিয়া) কথাটাতো মন্দ বলনি গিন্নী, বৌ দেখানো সখ, ভারি মিষ্টি কথাটাতো, বৌ দেখানো সখ, বাঃ সত্যি তোমার জুতো বইতেও সুখ। দাও তোমার জুতোজোড়াটা খুলে দাও।

সাবিত্রী। (হাসিয়া) রসিকতা রাখ। দেখ কে আসছে।

একজন লোকের প্রবেশ।

অতুল। মশায় শুনুন। এই পথে একজন সন্ন্যাসীকে যেতে দেখেছেন?

লোক। সাধুবাবার কথা বলছেন?

অতুল। সাধুবাবা! (সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া) হাঁ, হাঁ, তাই হবে। সাধুবাবা, তার সঙ্গে একটি চেলাও আছেন।

লোক। সেখান থেকেই তো এলাম। আর একটু এগুলেই দেখবেন গাছতলায় ব'সে রয়েছেন। সত্যি মশাই; এমন সাধু আর দেখিনি। বয়স প্রায় আশি বছর হবে; কিন্তু ·····

অতুল। আশি বছর!

লোক। কিন্তু তাকে দেখে আশি বছর বলে মোটেই মনে হয় না। মনে হবে পঁচিশ কি ছাব্বিশ। যোগাভ্যাসের একটা গুণ আছে তো। উনি ছাব্বিশ রকমের যোগ জানেন, মশাই।

অতুল। আমরা তো ইস্কুলে পড়েছি যোগ একরকমই হয়।

লোক। আঃ কি যে বলছেন আপনি। এটা সেই যোগ নয়—সে তো মশাই ছেলেমানুষও জানে। এটা আধ্যাত্মিক যোগ। আঃ···ভুলে গেলাম, ঐ যে একটা কি জিনিস আছে সেটাকে চি-চি-চিন্ময় মার্গ, হাঁ, সেই জিনিসটাকে চিন্ময় মার্গে নিয়ে যেতে হয়, তারপর আবার প্রাণায়াম আছে, কুলকুণ্ডলিনী আছে, অতটা আমি শিখে উঠতে পারিনি এখনও। ওতে নাড়ী ভুঁড়ির ব্যাপার আছে মশাই।

অতুল। বলেন কি নাড়ীভুঁড়ি ?

লোক। হাঁ মশাই, নাড়ী ভুঁড়ি। এক নাক বন্ধ ক'রে এদিককার নাড়ী ফোলাতে হয়। আবার তাকে দম ছেড়ে একেবারে খালি করে ফেলতে হয়, তারপর আর একটা নাড়ী ফোলাতে হয়। কিছুদিন পর সব নাড়ীভুঁড়ি উলোট পালট হ'য়ে আপনাকে চি-চি-চিন্ময় মার্গে তুলে দেবে। অনেক ব্যাপার আছে মশাই, বুঝে উঠা শক্ত, কিন্তু সাধুবাবার কাছে গেলে সব জলের মত তরল হয়ে যাবে।

নানারকমের খাবার লইয়া কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষের প্রবেশ।

এই তো, এরা সব বাবাকে দেখতেই যাচ্ছেন। এদের সঙ্গে গেলেই পৌছে যাবেন।

প্রস্থান।

অতুল। আমাদের জলধর তো একদিনে অনেক দূর এগিয়েছে গিন্নী। ওর চেলাটি নিশ্চয়ই খুব কাজের লোক। চল আর দেরী করা নয়। আর একটু গেলেই বাবাজীর দর্শন পাবে।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—সহরতলীর পথে অন্যত্র। ষ্টেজের একপ্রান্তে গাছতলায় জলধর বসিয়া আছে। আশে পাশে অনেক লোক বসিয়া আছে। অনেকেই সঙ্গে অনেক রকম খাবার আনিয়াছে। সেগুলিকে পীতাম্বর গুছাইতে ব্যস্ত।

সময়—বেলা পাঁচটা (বিকালবেলা)

পীতাম্বর। আপনি একটু বিশ্রাম করুন বাবাঠাকুর। আমি আহারের ব্যবস্থাটা করি। বেলাও তো পড়ে গেল। রাত্রিবাসের একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

একব্যক্তি। যদি সাধুবাবার অনুগ্রহ হয় তবে এই অধমের বাড়িতে দু'একদিন থাকলে অধম কৃতার্থ হয়।

জলধর। না, না আমরা এখানেই থাকব।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সারা জীবন তো বাবা তপস্যা ক'রেই পাহাড়ে পর্ব্বতে কাটিয়েছেন। আমরা গৃহী, যখন আমাদের মধ্যে এসেই পড়েছেন তখন কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের একটু পথ দেখিয়ে যান।

জলধর। আপনারা ভুল করছেন······মানে······

পীতাম্বর। (বাধা দিয়া) সাধুবাবা সংসারকে পাপের মতই বর্জ্জন করেছেন কিনা তাই ওর মধ্যে আর ফিরে যেতে চান না।

একব্যক্তি। (কাঁদো কাঁদো ভাবে) পাপ বৈ কি, মহাপাপ। পাপী আমরা এই পাপ সংসারের মধ্যে ডুবে রয়েছি। স্ত্রী পাপ, পুত্র পাপ, কন্যা পাপ, আফিস্ পাপ, আফিসের বড় সাহেব পাপ। যে দিকে তাকাই শুধু দেখি

পাপ, মহাপাপ, পাপের উপর পাপ। কপাল গুণে যখন বাবার সাক্ষাৎই পেলাম, তখন আর ছাড়ব না। অধীনকে দয়া করতেই হবে বাবা।

এই বলিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া জলধরের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল।

জলধর। কি করছেন, কি করছেন?

পীতাম্বর। বাবা ওরা শুনবে কেন? আপনি এই সব মহাপাপীদের মধ্যেও ভগবান্‌কে দেখেছেন ব'লেই ওরা পা ধরতে এলেই স'রে যাচ্ছেন। কিন্তু ওরা নির্ব্বোধ বাবা, ওরা তা শুনবে কেন?

জনৈক। (কাঁদিয়া) সাধুবাবা আমাদের মত মহাপাপীদের মধ্যেও ভগবান্‌কে দেখেছেন?

দ্বিতীয়। (কাঁদিয়া) আমরাও তা'হলে উদ্ধার পাব বাবা?

তৃতীয়। উদ্ধার না করলে আর পা ছাড়চিনি কিন্তু।

পা জড়াইয়া ধরিল।

চতুর্থ। ওরে কেষ্টা, আয় বাবার পা দুটো ধর।

সকলে মিলিয়া "ধর, বাবার পা ধর" বলিয়া বায়স্কোপের টিকিট কিনিবার মত জলধরের চতুর্দ্দিকে ভিড় করিল। সকলেই পা ধরিতে ব্যস্ত। এই সময়ে ষ্টেজের অপর প্রান্ত হইতে অতুল ও সাবিত্রীর প্রবেশ। উভয়েরই পা খালি। সাবিত্রীর জুতা ফিতা বাঁধিয়া অতুল গলায় ঝুলাইয়াছে, নিজের জুতা এক হাতে লইয়াছে।

অতুল। গিন্নী দেখ দেখ। জলধর সত্যি সত্যি সাধুবাবা হ'য়ে গিয়েছে।

সাবিত্রী। দাঁড়িয়ে কি দেখছ? টানাটানি করেই যে ওরা ছেলেটাকে মেরে ফেলবে।

জলধর। পীতাম্বর, রক্ষা কর বাবা। ওরা যে সেতারটাকে ভেঙ্গে ফেলবে।

পীতাম্বর। এই! তোমরা করছ কি? বাবাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও।

অতুল। (কাছে গিয়া, চীৎকার করিয়া) এই! তোমরা সব স'রে যাও।

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। জলধর ও পীতাম্বর অতুলকে দেখিয়া অবাক্।

জলধর। আপনি এখানে?

অতুল। হাঁ, আমি এসেছি। আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে। গিন্নী, আমার তো দুটো হাতই বন্ধ। তুমি সাধুবাবাকে ধ'রে নিয়ে চল।

সাবিত্রী। এস বাবা এস। সারাদিন তোমার পিছু ছুটতে ছুটতে পায়ে ফোস্কা প'ড়ে গিয়েছে।

অতুল। সেটা আর তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমার গলায় এই মালাখানি দেখে এঁরা সকলেই তা বেশ বুঝতে পারছেন।

পীতাম্বর। কিন্তু এই সব পাপীদের উপায় কি হবে? এবং খাবারগুলোই বা খাবে কে?

অতুল। যতটা পার পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে চল।

এক ব্যক্তি। কিন্তু অনেক কষ্টে যে মুক্তির সন্ধান পেলাম, আপনি তাতে বাধা দিলেন। এটা কি ঠিক হ'ল?

অতুল। মুক্তি পাবেন মশাই, পাবেন। আমার বাড়িতে এলেই ওঁর দেখা পাবেন। এবার একখানা গাড়ী ডেকে দিন তো। (সাবিত্রী ও জলধরকে) এস, একটু এগিয়ে দেখি।

এক ব্যক্তি। কিন্তু আপনার ঠিকানাটা?

অতুল। চৌরঙ্গিতে ট্যাঙ্গানায়িকার মহারাজার বাড়ি।

সাবিত্রী, জলধর, অতুল ও পীতাম্বরের প্রস্থান।

এক ব্যক্তি। কোথাকার মহারাজা বল্‌ল?

২য় ব্যক্তি। অত জেনেই বা কি লাভ হবে? সেখানে গেলে দরোয়ানই ঢুকতে দেবে না।

৩য় ব্যক্তি। এই জন্যই তো বলি সবটাতেই বড় লোকের জুলুম। গাড়ী ঘোড়া তো সবই ওরা নিয়েছে; টাকা নিয়েছে, কড়ি নিয়েছে, খেমটা নিয়েছে, বাইজী নিয়েছে। আজকাল আবার সাধু সন্ন্যাসীকেও ওরা নিতে বসেছে। এই জন্যই তো মহাত্মা গান্ধী বলেন, স্বাধীন হতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, সত্যাগ্রহ করতে হবে, জেলে যেতে হবে।

জনৈক পাহারাওয়ালার প্রবেশ।

পাহারাওয়ালা। ক্যায়া বাবুজি! স্বদেশী মিটিং করতে হো?

৩য় ব্যক্তি। নেই সেপাইজি, একঠো সাধুবাবা ইধার এসে—আসা—এই ইয়ে।

২য় ব্যক্তি। আয়া থা।

৩য় ব্যক্তি। হাঁ, আয়াথা। তোমারা বাবাকা বাৎ বহুৎ খটমট হ্যায়।

পাহারাওয়ালা। খবরদার, হামরা পিতাজীকো……

৩য় ব্যক্তি। আরে ম'ল। তোমার পিতাজীকে কেন বলতে যাব? তোমার পিতৃভাষা—হিন্দীবাৎ—যিসমে হামলোক গালি দেতা হ্যায়—শালা, শূয়ারকা-বাচ্ছা, জুতি সে মারেগা, এই সা।

পাহারাওয়ালা। হাঁ, আভি হাম সমঝ্লিয়া।

৩য় ব্যক্তি। বাঁচালে বাবা। আচ্ছা রাম, রাম।

সকলেই রাম রাম বলিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। একজনের হাতে থালাতে কয়েকটি সন্দেশ ছিল, তাহা দেখিয়া পাহারাওয়ালা তাহাকে ডাকিল।

পাহারাওয়ালা। আরে, থালিমে এ কোন্ চিজ?

লোক। আচ্ছা চিজ সেপাইজি। খাওনা ছুটো। তোমার জন্যই তো এনেছিলাম।

একটি একটি করিয়া সব কয়টি সন্দেশ খাইয়া পাহারাওয়ালা খুব তারিফ করিতে লাগিল।

থালাটা যে ফিরিয়ে দিয়েছে এই রক্ষে।

সকলের প্রস্থান। কেবল পাহারাওয়ালা গোঁফে তা দিতে দিতে সন্দেশের তারিফ করিতে লাগিল এবং সুর করিয়া গাহিতে লাগিল—

"এই বাংলা মুল্লুকমে
বহুৎ মজা হ্যায়
ভাইয়া, বহুৎ মজা হ্যায়"।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—অতুলের বসিবার ঘর। জানালা দিয়া জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়াছে। দূরে গাছের মাথায় চাঁদ দেখা যাইতেছে। বিমলা অতিশয় চঞ্চলভাবে একবার জানালায় যাইতেছে এবং এক একবার ঘরের মধ্যে ঘুরিতেছে। মুখ দেখিয়া মনে হয় সে অতিশয় উদ্বিগ্ন।

সময়—রাত্রি আটটা।

বিমলা। নটবর! নটবর!

নটবরের প্রবেশ।

নটবর। দিদিমণি!

বিমলা। বাবা মা এখনও ফেরেন নি?

নটবর। না দিদিমণি।

বিমলা। একটা খবরও দেন নি?

নটবর। না দিদিমণি।

বিমলা। আশ্চর্য্য! সেই সকালে বেরিয়েছেন, আর এদিকে রাত হ'য়ে গেল। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, একটা খবরও নেই। বেছে বেছে আজকের দিনেই যত অনর্থ ঘট্‌ছে।

নটবর। (মাথা চুলকাইয়া) আমিও তো তাই ভাবছি দিদিমণি, বেছে বেছে এই শনিবারেই ওরা বেড়াতে বেরুলেন কেন? রবিবার আছে, সোমবার আছে, মঙ্গলবারও রয়েছে—

বিমলা। (ধমক দিয়া) কি বক্‌ছিস্ আবোল তাবোল?

নটবর। আজ্ঞে, আপনিই তো বল্লেন বেছে বেছে আজকের দিনেই······

বিমলা। (ধমক দিয়া) চুপ কর। যা, রাস্তায় বেরিয়ে একটু এগিয়ে দেখে আয়।

নটবরের প্রস্থান।

কাল রবিবারে সব অফিস বন্ধ, রেজিষ্ট্রী ক'রেও বিয়ে করা চলবে না। এরা সকলে মিলে চক্রান্ত ক'রে আমাকে জব্দ করছে। চতুর্দ্দিকে খালি ষড়যন্ত্র। নটবর! নটবর!

নটবরের প্রবেশ।

নটবর। দিদিমণি!

বিমলা। রাস্তায় ওদের দেখা যাচ্চে?

নটবর। দেখতে আর গেলাম কই দিদিমণি। বাইরে যেতে না যেতেই তো আপনি আবার ডাকলেন।

বিমলা। তুই তাহ'লে বাইরে যাসই নি? মোটেই যাস্ নি?

নটবর। (কাঁদো কাঁদো হইয়া) দরজার বাইরে যেতে না যেতেই তো আপনি ডাকলেন হুজুর।

বিমলা। উঃ কি ভীষণ ষড়যন্ত্র। তাহ'লে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুই দেখছিলি আমি কি করছি ?

নটবর। আজ্ঞে না হুজুর।

বিমলা। নিশ্চয় দেখছিলি তুই।

নটবর। আজ্ঞে না হুজুর।

বিমলা। ফের মিছে কথা, লক্ষ্মীছাড়া, তোকে আজ চাবকে লাল করে দেব।

নটবর। (কাঁদিয়া ফেলিল) দিদিমণি, আমি সত্যি দেখিনি দিদিমণি। আপনি বল্লেন এগিয়ে ছাখ্, আমিও ভাবলাম এগিয়েই দেখি। ভাবলাম কোন্‌দিকে দেখি—পূর্ব্বদিক্ রয়েছে, পশ্চিমদিক রয়েছে, উত্তর রয়েছে, দক্ষিণও রয়েছে·· ···

বিমলা। তাই দিশে না পেয়ে তুমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিলে। রোসো তোমাকে দেখাচ্ছি মজাটা······

টেলিফোনের শব্দ। বিমলা কথা শেষ না করিয়াই তাড়াতাড়ি টেলিফোন ধরিল।

বিমলা। কে ? বাবা ?······কে ? কাকে চাই ? ওঃ ভুল নম্বর। না, এ বাড়ি নয়। (চটিয়া) আচ্ছা ছোটলোক তো আপনি, বার বার বলছি, এ বাড়ি নয়, তবু আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না ? কেটে দিন, কেটে দিন।

সশব্দে টেলিফোন রাখিয়া দিল।

চতুর্দ্দিকে ষড়যন্ত্র, খালি ষড়যন্ত্র।

গম্ভীরভাবে নটবরের কাছে আসিয়া

আমি জানি তুই সব শুনেছিস্।

নটবর। না হুজুর।

বিমলা। অস্বীকার ক'রে কোন লাভ নেই। তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তোর মতন একটা মিথ্যেবাদী শয়তান জোচ্চোর আমি কখনও দেখি নি।

নটবর। (কাঁদিয়া) হুজুর।

বিমলা। তাহ'লে স্বীকার করছিস্ তুই আড়ি পেতে আমার কথা শুনেছিস্ ?

নটবর। (উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া) হুজুর।

বিমলা। আঃ কাঁদছিস্ কেন ? দোষ যখন স্বীকার করেছিস্ তখন তোকে আর কিছু ব'লব না।

নটবর। (যাইতে উদ্যত) আচ্ছা হুজুর।

বিমলা। যাস্‌নি, এদিকে আয়।

নটবর কাছে আসিল।

কেঁদে কেঁদে যে পাড়ার লোক জড় করবি। এবার থাম।

নটবর চোখ মুছিল।

আচ্ছা বল তো তোকে কে গোয়েন্দা লাগিয়েছে?

নটবর। গোয়েন্দা ? কই কেউ তো লাগায়নি হুজুর।

বিমলা। নিশ্চয় লাগিয়েছে। (ইতস্ততঃ করিয়া) জলধরবাবু তোকে টাকা দিয়েছে ?

নটবর। না হুজুর।

বিমলা। নিশ্চয় দিয়েছে। তোকে কত টাকা দিয়েছে বল।

নটবর। কিছুই দেন নি দিদিমণি।

বিমলা। আচ্ছা এই নে। আমিই দিচ্ছি বক্‌শিস্। (কিছু টাকা দিল) জলধর বাবু তোকে বলেছে আমি কখন বেরিয়ে যাই এবং কোথায় যাই তাই দেখতে কেমন ?

নটবর এর উত্তর যে কি দিবে বুঝিতে না পারিয়া তোৎলাইতে লাগিল।

বুঝেছি আর বলতে হবে না। সেখানেও গিয়ে যাতে আমার বিয়ে ভাঙ্গতে পারে তারই চেষ্টা হচ্ছে। উঃ কি ভয়ানক লোক, নিজেও বিয়ে করবে না আর কাউকেও করতে দেবে না।

নটবর। কে যেন বাইরে ডাকছে হুজুর।

বিমলা। বেরিয়ে যা লক্ষ্মীছাড়া।

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নটবরের প্রস্থান।

একটা লোক নেই যাকে বিশ্বাস ক'রে দুটো কথা বলি।

রমার প্রবেশ, হাতে ব্যাগ এবং সেলাইয়ের কাজ। লালপেড়ে শাড়ী পরা।

রমা। কেন বন্ধু, আমি তো রয়েছি।

বিমলা চমকাইয়া উঠিল।

বিমলা। ওঃ তুমি !

অতিশয় বিরক্ত হইয়া বিমলা একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। রমাকে বসিতেও বলিল না।

রমা। বসতেও তো বললে না ভাই।

বিমলা। আসতেও তো বলিনি তোমাকে। তবু আসতে তো পেরেছ এবং এসেই যখন পড়েছ তখন বসতেও পারবে আশা করি। চেয়ারের তো অভাব নেই।

রমা। (হাসিয়া) তোমার মুখ দিয়ে যে আজ মধু ঝরচে।

বিমলার বিপরীত দিকে একটা চেয়ারে বসিল এবং সেলাই করিতে লাগিল।

কিন্তু বিয়ের ক'নেদের মেজাজ তো এরকম হয় না।

বিমলা। বিয়ের ক'নে ? তার মানে, তুমিও জান যে আজ আমার বিয়ে

হওয়ার কথা ছিল এবং আজকের এই বিভ্রাটে বিয়েটা হয়নি ব'লে তুমি খুব খুশি হয়েছ এবং তারই জন্য আমাকে ঠাট্টা করতে এসেছ ?

রমা। (অবাক্ হইয়া) ওমা সে কি কথা ! কার বিয়ে ? কিসেরই বা বিভ্রাট ? বলা নেই, কওয়া নেই আজকে তোমার বিয়ে ! আয়োজন তো কিছুই দেখছি না।

বিমলা। বাপ মাও যার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তার বিয়েতে আয়োজনের প্রয়োজন হয় না।

রমা। ছি, ছি, ভাই। তোমার বাপ-মার মতন বাপ মা থাকা একটা পরম সৌভাগ্য।

বিমলা। হাঁ, আমার পরম সৌভাগ্য ব'লেই আজ আমাকে রেজিষ্ট্রি ক'রে বিয়ে করতে হচ্ছে—যার বাবা পঁচিশলাখ টাকার মালিক তাকে আজ চোরের মত লুকিয়ে বিয়ে করতে হচ্ছে এবং সেই জন্যই আমার বাবার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও আমি পাব না—আমার স্বামী পাবে না এবং যে আমাকে ঘৃণা করে, আমার জন্য যার এতটুকু দরদ নেই, আমার দিকে যে ফিরেও তাকায় না, আমার বাবা তাঁর সব টাকা দিয়ে তারজন্য বিরাট একটা সেতারের কারখানা খুলে দিচ্চেন। (উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইয়া) কিন্তু আমি তোমাদের সকলকে দেখিয়ে দিচ্চি যে যেখানে সত্যিকার প্রেম রয়েছে সেখানে বিশ পঁচিশ লাখ টাকা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। তোমরা সকলে দেখবে যে ভুজঙ্গ ভালবাসে আমাকে—এই বিমলাকে, বিমলার বাবার সম্পত্তিকে নয়। এই সব সম্পদকে সে পদাঘাত করে।

ভুজঙ্গের প্রবেশ। বিমলা ছুটিয়া তাহার হাত ধরিয়া আনিল।

তুমি এসে পড়েছ, ভালই হয়েছে। আমি এইমাত্র রমাকে বলছিলাম যে

যেখানে সত্যিকার প্রেম রয়েছে সেখানে বিশ পঁচিশ লাখ টাকা একটা তুচ্ছ ব্যাপার।

ভুজঙ্গ। অত্যন্ত তুচ্ছ বিমলা—

"হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনু ছটা,
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।"

রমা। কিন্তু টাকাটা না পেলে তাজমহল তৈরি করবেন কি দিয়ে?

বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভুজঙ্গ বিরক্ত হইল, এবং ভুজঙ্গ ও
রমা বিরক্তির সহিত মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল।

ভুজঙ্গ। সত্যই রমা দেবী, আপনার কথা তো দূরের কথা আপনার মুখ দেখলেও রস ভঙ্গ হয়।

রমা। তার মানে, আমার মুখখানিকে এঘর থেকে সরাতে পারলেই আপনার মুখথেকে রসের ফোয়ারা ছুটবে এবং তাতে আমার এই নিরাশ্রয় বন্ধুটি হাবুডুবু খাবেন।

ভুজঙ্গ। নিরাশ্রয় মানে?

রমা। মানে এই যে আজকালকার দিনে আপনাদের মত প্রেমিকের আক্রমণে মেয়েরা জর্জ্জরিত হচ্চে, এমন কি রাস্তা ঘাটেও আপনার মত প্রেমিকের ছড়াছড়ি। যেখানে স্কুলের ছেলে থেকে সুরু করে ঠাকুর্দা পর্য্যন্ত আমাদের পিছু লাগছে সেখানে আত্মরক্ষার একটা ব্যবস্থা না থাকলে পথ চলাই যে মুস্কিল। আমার এই বন্ধুটিও আত্মরক্ষার একটা ব্যবস্থা

করেছিলেন অর্থাৎ ওঁর হৃদয়কে উনি এমন লোকের কাছে রেখেছিলেন যেখান থেকে তাকে চুরি করা আপনার পক্ষেও অসম্ভব ছিল (বিমলা চমকিয়া উঠিল, কিন্তু ভুজঙ্গ তাহা লক্ষ্য করিল না।) যদিও আপনি চুরি বিদ্যায় বিশেষ সিদ্ধহস্ত।

ভুজঙ্গ। আপনি আমাকে অপমান করছেন রমা দেবী।

রমা। কেন, যে চোর সিঁধ্ কেটে গয়না চুরি করে আপনাকে তো আমি সেই চোর বলিনি। আপনি কখনও সিঁধও কাটেন নি, গয়নাও চুরি করেন নি।

ভুজঙ্গ অত্যন্ত বিচলিত হইল।

চুপ করে রইলেন কেন ভুজঙ্গ বাবু? (হাসিয়া) বলুন না, আপনি কি গয়নাও চুরি করেন না কি? বিমলাকে যেই হারটা দিয়েছেন সেটাও কি চুরি করে এনে ছিলেন?

ভুজঙ্গ। (অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) বিমলা, এই রকম অপমান অসহ্য। তোমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে……

বিমলা। সত্যি রমা। ঠাট্টা করারও একটা সীমা আছে।

রমা। নিশ্চয় আছে এবং ঠাট্টা ক'রে ভালবাসার অভিনয় করা চলে কিন্তু বিবাহ করা চলে না সেটাও তোমার বুঝা উচিত ছিল।

বিমলা। তুমি কি বলছ?

রমা। আমি বলছি এই যে, তুমি এখনও এই দুরাশায় বসে আছ যে শেষ মুহূর্ত্তে জলধর এগিয়ে এসে বলবে যে সে তোমাকে ভালবাসে।

বিমলার মুখ রক্তিম হইল। রমাও মর্ম্মবেদনায় অভিভূত হইল।

সে তোমাকে ভালবাসে তা আমি জানি কিন্তু সে বলবে না। থাক্, সে কথা ভেবে আর লাভ নেই কারণ জলধর নিরুদ্দেশ হয়েছে।

বিমলা। (চমকিত হইয়া) নিরুদ্দেশ!

রমা। হাঁ সে আপাততঃ সন্ন্যাসী হয়েছে।

বিমলা অতিশয় বিচলিত হইল। ইহা দেখিয়া রমা হাসিল ও অভিনয়ের সুরে বলিল

কি জানি, হয়তো আত্মহত্যাও করতে পারে।

বিমলা আর সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। রমা হাসিতে লাগিল।

ভুজঙ্গ। উঃ আপনি কি ভয়ানক লোক। মিছে কথা ব'লে ব'লে আপনি আমার সর্ব্বনাশ করছেন?

রমা। কোন্ কথাটা মিছে বলেছি?

ভুজঙ্গ। (চটিয়া) সবগুলিই মিছে কথা বলেছেন।

রমা। গয়না চুরি করার কথাটাও?

ভুজঙ্গ। (হতভম্ব হইয়া) কোন্ গয়না?

রমা হাসিতে লাগিল। ভুজঙ্গ পরক্ষণেই নিজেকে সংবরণ করিয়া নরমসুরে বলিল।

কিন্তু এতে আপনার লাভ কি?

রমা। (অতিশয় দুঃখের সহিত) লাভ! সে কোনও পুরুষ-মানুষ বুঝবে না।

ভুজঙ্গ মাথা চুলকাইতে লাগিল। কলহ করিতে করিতে ত্রিলোচন, জগদম্বা ও নটবরের প্রবেশ। ত্রিলোচনের চোখে চশমা।

নটবর। গালাগালি করেন কেন বাবু?

ত্রিলোচন। চুপরাও, উল্লুক, লোক চেন না?

জগদম্বা। কি রকম মিন্‌সে গো। লোক দেখে চিনতে পার না?

নটবর। গায়ে কি নাম লেখা আছে যে চিনব? এই বাড়িতে নাম না ব'লে উপরে আসার নিয়ম নেই।

জগদম্বা। (ত্রিলোচনকে) দাওনা একটা থাপ্পড় মেরে। (নটবরকে) বলি মুখপোড়া, আমার বাড়িতে আমি আসব আর তুই বলিস্ কিনা নাম বলতে হবে? আসুক্ আমার ভুজঙ্গ। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

ভুজঙ্গ। বাবা, আপনি এখানে!

ত্রিলোচন। এই যে বাবা। তোমার এই চাকরটাকে একটু সমঝে দাও।

ত্রিলোচন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘর দেখিতে লাগিল। আসবাব পত্রে হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিল।

জগদম্বা। শুধু সমঝে দিলে চলবে না বাবা। আমি জগদম্বা চৌধুরাণী, যার ছেলে আজ পঁচিশ লাখ টাকার মালিক তাকে এই নচ্ছার একটা চাকর বলে কিনা নাম বলতে হবে। ওকে আজ ঝাঁটাপেটা না করলে আমার শান্তি হবে না। (রমাকে হঠাৎ দেখিয়া ফেলিল এবং একগাল হাসিয়া) ওমা, আমাদের মা লক্ষ্মী যে! (ত্রিলোচনকে) ওগো তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছে? আমাদের মা লক্ষ্মীকে তোমার চোখেই পড়ছে না?

ত্রিলোচন। সত্যি তো। এযে সত্যি সত্যি লক্ষ্মী প্রতিমা। জান গিন্নী, আমি স্বপ্নে আমার মা লক্ষ্মীকে বহুবার দেখেছি। তোমাকে বলেছিও অনেকবার। সেই আকর্ণ বিস্তৃত দুটি চোখ

রমা হতভম্ব হইয়া নিজের চোখে হাত দিল।

সেই লাল পেড়ে শাড়ী,

রমা শাড়ী দেখিতে লাগিল।

আর মুখে সেই স্বর্গীয় হাসি।

রমা নিজের ঠোঁট চাপিয়া ধরিল।

ভুজঙ্গ। বাবা!

ত্রিলোচন। রোসো বাবা, সব বলছি।

জগদম্বা। (রমার কাছে বসিল) আমি আমার মায়ের কাছে একটু বসি। (ত্রিলোচনকে অতিশয় নরম স্বরে) তুমি চাকরটাকে কিছু বকশিস্ দাও। হাজার হোক পুরাণো চাকর তো। আমাদের চিনত না ব'লেই ওরকম করেছে। দাও ওকে ভাল করে বকশিস্ দাও।

ত্রিলোচন। (এই পকেট সেই পকেট দেখিয়া) বকশিস্! তাই তো! আমার ব্যাগ কোথা গেল? বাবা ভুজঙ্গ, দুটো টাকা দাও তো। ষ্টেশনে বোধ হয় কোন পকেটমার আমার ব্যাগটা সরিয়েছে।

ভুজঙ্গ। (এ পকেট সে পকেট দেখিয়া) টাকা! তাইতো, টাকা!

রমা। (ব্যাগ হইতে দুটো টাকা লইয়া) আমার কাছে আছে।

ত্রিলোচন। (হাত বাড়াইয়া টাকা লইয়া) আঃ তুমি কেন, তুমি কেন।

জগদম্বা। তা'তে আর কি হয়েছে? আজ হউক, কাল হউক আমাদের ভুজঙ্গই তো সব কিছুর মালিক। বেয়াইমশাই তো আর চিরকাল বেঁচে থাকবেন না। দাও, তুমি চাকরটাকে বকশিস্ দাও।

ত্রিলোচন। দোবো বৈ কি, নিশ্চয় বকশিস্ দোবো। দু'দুটো টাকা মানে আমার একদিনের ফি। সারাদিন হাকিমের কাছে বকর্ বকর্ ক'রে তবে দুটো টাকা ফি আদায় হয়। (এই পকেট সেই পকেট দেখিয়া) পেয়েছি গিন্নী, এই পকেটটা মারা যায় নি। একটা আনি পাওয়া গিয়েছে। (নটবরকে আনিটা দিয়া) এই নাও বাবা বকশিস্, গোটা এক আনাই দিয়ে দিলাম।

নটবর মুখ বিকৃত করিয়া আনিটা লইল। ত্রিলোচন পকেট হইতে মনিব্যাগ খুলিয়া তাহাতে টাকা দুটি রাখিল।

আঃ ব্যাগটা তাহ'লে মারা যায়নি।

জগদম্বা। (নটবরকে) হ্যাঁ বাছা, আমার বিছানাটা একটা ভাল ঘর

দেখে লাগিয়ে দাও দেখি। একটু হাওয়া বাতাস খেলে এরকম ঘরে দিও।

রমা এতক্ষণে রহস্যটা বুঝিতে পারিল এবং ভুজঙ্গকে অপদস্থ করিবার জন্য খুব উৎসাহের সহিত নিজেও কৌতুকে যোগদান করিল।

রমা। নটবর, যে ঘরে ফুলশয্যা হওয়ার কথা হয়েছে সেই ঘরে ওদের বিছানা করে দে।

নটবর। ফুলশয্যার ঘর!

রমা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তর্ক করিস্ না। দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটাতে বিছানা ক'রে দে। আমি এসে দেখিয়ে দিচ্চি।

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নটবরের প্রস্থান।

জগদম্বা। (নটবরের উদ্দেশে) আমার জন্য একটু সরবৎ নিয়ে এস তো বাছা। গলাটা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে।

ত্রিলোচন। (নটবরের উদ্দেশে) একছিলিম তামাকও দিও তো হে।

রমা। (ভুজঙ্গকে) নটবর বোধ হয় শুনতে পায় নি। তুমি ওকে ব'লে এস।

ভুজঙ্গ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

ভুজঙ্গ। বাবা!

রমা। আঃ আগে সরবতের কথাটা বলে এস। পরে অন্য কথা হবে।

ভুজঙ্গ। (অনন্যোপায় হইয়া দরজায় যাইয়া চীৎকার করিয়া) এক গেলাস সরবৎ আর একছিলিম তামাক নিয়ে আয়।

রমা। বল, কিছু রসগোল্লা ও সন্দেশ নিয়ে আসিস্।

ভুজঙ্গ। (জোরে চীৎকার করিয়া) কিছু রসগোল্লা ও সন্দেশ।

রমা। বল, কিছু নোন্‌তা খাবার আনলে ভাল হয়।

ভুজঙ্গ। (আরও জোরে চীৎকার করিয়া) কিছু নোন্‌তা খাবার আনলে ভাল হয়।

রমা। যেন গরম থাকে।

ভুজঙ্গ। (অদম্য ক্রোধে) গুষ্টির মাথা থাকে। বাবা, আপনি বুঝতে পারছেন না……

বিমলার প্রবেশ। বিমলাকে দেখিয়া ভুজঙ্গের কথা হারাইয়া গেল।

বিমলা। ব্যাপার কি?

রমা। এই যে এস বোন্‌। তোমার সঙ্গে এদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

ত্রিলোচন এবং জগদম্বা মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।

ত্রিলোচন। বোন্‌? আমরা তো জানি, তুমিই অতুলবাবুর একমাত্র মেয়ে। এই সব সম্পত্তি তাহ'লে দু'ভাগ হবে নাকি?

রমা। না, না, এ আমার আপন বোন্‌ নয়। আমার মাস্‌তুতো বোন্‌। ওকে দেখবার কেউ নেই কিনা তাই আমাদের কাছেই থাকে।

জগদম্বা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) ওঃ তাই বল। বেশ বেশ, খাসা মেয়েটি। তোমার কোনও ভয় নেই মা। আমি তোমাকে নিজের মেয়ের মতই দেখব। আহা-হা এমন খাসা মেয়ে। তোমার বাপ মা কিছুই রেখে যেতে পারেন নি বুঝি?

রমা। সে অনেক দুঃখের কথা মা, অন্য সময় বলব। সংসারে থাকতে হ'লে গরীব আত্মীয় স্বজনকে দেখতেই হয়। (বিমলাকে) বোন্‌, এরা ভুজঙ্গের বাবা ও মা।

বিমলা অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া রহিল।

ত্রিলোচন। হেঁ-হেঁ-হেঁ-মা, তোমরা একটু অবাক্‌ই হবে। ভুজঙ্গ চিঠি লিখল যে, আজ শনিবার দুপুরেই গোপনে রেজিষ্ট্রি করে তোমাদের

বিয়ে হ'য়ে যাবে। শুভকার্য্য হ'য়ে গিয়েছে ভালই হ'য়েছে। "শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কাল হরণম্"। কিন্তু মা, আমরা সেকেলে লোক, রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে হওয়াতে আমার মনটা খুবই খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। (রমাকে) ঢাক ঢোল বাজিয়ে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে তুলবার একটা সখ আমার মনে ছিল।

জগদম্বা। তাতে আর কি হয়েছে? ঢাক ঢোল পরে বাজালেও চলবে। ও সব পুরানো আচারে আমি বিশ্বাস করি না। (ভুজঙ্গের প্রতি) তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলে তোমরা ভালই করেছ বাবা। অতগুলো টাকা। কতলোক ভাঙচিও তো দিতে পারত।

ত্রিলোচন। তা, তোমরা ভালই করেছ। ভুজঙ্গ লিখল……

ভুজঙ্গ। বাবা! চুপ করুন।

ত্রিলোচন। এখন বলতে আর দোষ কি বাবা? তোমরা দুজনে তো আজ দুপুরে এক হ'য়ে গিয়েছ। তোমাদের দুজনের স্বার্থই এখন এক। হ্যাঁ, মা, ভুজঙ্গ লিখেছিল যে তোমার বাবার এখনও এ বিয়েতে একটু অমত থাকলেও কালে সব শুধরে যাবে। মেয়ে জামাই থাকতে কেউ কখনো অতগুলো টাকা একটা বাজে লোককে দেয়? হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

ভুজঙ্গ। বাবা আপনি বুঝতে পারছেন না……

রমা। (ভুজঙ্গকে বাধা দিয়া) উনি ঠিকই বুছেছেন। (ত্রিলোচনকে) আমিই ওঁকে বুঝিয়েছিলাম যে বাবাও শেষ অবধি রাজি হবেন। বাবা কখনও একমাত্র মেয়েকে বঞ্চিত করতে পারেন না।

ত্রিলোচন। সে কি কখনও পারে? ভুজঙ্গও এই কথাই লিখেছিল। ভুজঙ্গ লিখেছিল যে বিয়েটা একবার হ'য়ে গেলে টাকা না দিয়ে সে যাবে কোথায়, হেঁ-হেঁ-হেঁ।

ভুজঙ্গ। বাবা!

বিমলা অতিশয় ঘৃণার সহিত ভুজঙ্গের প্রতি চাহিল। ভুজঙ্গ আর সহ্য করিতে পারিল না। মুখ মুখ ঢাকিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

জগদম্বা। ও মা! ছেলের আমার কি হ'ল? (ভুজঙ্গের কাছে আসিয়া) বাবা তোর কি হয়েছে? মাথা ঘুরছে নাকি বাবা? বৌমা, একটা ডাক্তার ডাকবে না কি?

রমা। নটবর!

নটবরের প্রবেশ।

নটবর। হুজুর।

রমা। একটা হাত পাখা নিয়ে আয় তো শীগগির।

নটবরের প্রস্থান।

আপনারা ব্যস্ত হবেন না। সারাদিন ছুটোছুটি করতে হয়েছে তাই একটু অস্থির হ'য়ে পড়েছেন।

পাখা লইয়া নটবরের প্রবেশ।

দে জামাইবাবুর মাথায় একটু হাওয়া দে।

নটবর হাওয়া দিতে লাগিল।

আপনারা বসুন। এক্ষুণি সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

নটবর। দিদিমণি, জামাইবাবুর মাথায় একটু ঘোল ঢেলে দেব?

বিমলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

জগদম্বা। এ কি রকম মিন্‌সে গো? আমার ছেলে কিনা মরে যাচ্ছে আর তুই ঠাট্টা করছিস্?

রমা। কিছু মনে করবেন না মা। অনেক দিনের পুরাণো চাকর কিনা। বেফাঁস কথা অনেক বলে বসে।

জগদম্বা। (বিমলাকে) তুমিই বা কি রকম মেয়ে বাছা, আমার ছেলেটা মরে যাচ্ছে আর তুমি হো-হো করে হাসছ!

রমা। ও ছেলে মানুষ মা। কিছু মনে করবেন না।

জগদম্বা। কি জানি বাছা, তোমরা ছেলে মানুষ কাকে বল তাও তো বুঝিনে। আমাদের দেশে হ'লে তো এদ্দিনে চার ছেলের মা হ'য়ে যেত।

রমা। কলকাতায় অনেক মেয়ে আছে যারা ত্রিশ বছরেও বিয়ে করে না।

জগদম্বা। সে জানি বাছা। খবরের কাগজও আমরা একটু আধটু পড়ি। আজকালকার মেয়েরা বিয়ে করে না বটে কিন্তু ভা-লো-বা-সে।

বিমলা আবার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সত্যি মা, তোমার এই বোনটির রকম সকম আমার মোটেই ভাল লাগে না। চোখের চাউনিটাই যেন কেমন কেমন।

রমা। তা একটু আছে।

জগদম্বা। তাই তো বলি মা, আমার চোখ এড়ানো সহজ নয়। দেখনা, চোখ দিয়ে যেন গিলতে চাইছে।

রমা। (হাসিয়া) আজকাল তো আর ঘটক নেই মা। এক আধটুকু চোখ না মারলে যে বিয়ে হওয়াই শক্ত।

জগদম্বা। কিন্তু তোমার এই বোনটি একটু বাড়াবাড়ি করছে মা। তোমার আপন বোন্ যদিও নয় কিন্তু হাজার হোক বাড়িতে তো রয়েছে। এত বড় মেয়ে, না হয় গরীবই হ'ল, খেতে পায় না তাও মান্ছি কিন্তু বয়সেরও তো গাছ পাথর নেই। উনি যেন চোখে চোখে প্রেম বিলুচ্ছেন।

বিমলা ক্রোধে দাঁত চাপিয়া রহিল।

রমা। ওর সেই দোষ একটু আছে মা।

ত্রিলোচন এতক্ষণ এদিক্ ওদিক দেখিতেছিল।
হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া

ত্রিলোচন। কি দোষ মা?

রমা। ওর একটা প্রেমে পড়ার বাতিক আছে।

ত্রিলোচন। বটে!

ত্রিলোচন হাঁ করিয়া বিমলাকে দেখিতে লাগিল।

রমা। ছেলে কি বুড়ো, চোর কি জোচ্চোর, সে সব বিচার ওর নেই। ভাল ভাল কথা যে বলে তাকেই ও ভালবেসে ফেলে। তাই দিনরাত আমাকে সাবধান থাকতে হয়।

জগদম্বা। ওমা, কি ঘেন্নার কথা! (ত্রিলোচনকে ধমক্ দিয়া) তুমি কি দেখছ হাঁ ক'রে? (রমাকে) আমাকে ব'লে ভালই করেছ মা। তোমার শ্বশুরটি বুড়ো হলেও পুরুষমানুষ তো বটে। (ত্রিলোচনকে ধমক্ দিয়া) যাও, বাইরে যাও। কলকাতার সহরটা একটু দেখে নিতে পার না? এত বড় চিঁড়িয়াখানা রয়েছে—কোথায় গিয়ে হাতী ঘোড়া দেখবে, না ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সে যত সব ধিঙ্গী ধিঙ্গী মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছ?

ত্রিলোচন বাহিরে যাইতে উদ্যত।

ছি, ছি, ঘেন্নায় মরি। সাধে কি বলে বাছা, অতবড় মেয়ে ঘরে রাখতে নেই। বিয়ে দিয়ে ফেল, বিয়ে দিয়ে ফেল। বাবা ভুজঙ্গ, আমার এই কথাটা তোকে রাখতেই হবে। না হয় দুশ একশ টাকা যাবে। তোর এই শালীটির একটা বিয়ে দিতেই হবে। ছি, ছি, কি ঘেন্নার কথা। (ত্রিলোচনকে) তুমি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ?

ত্রিলোচন। এই তো যাচ্ছি।

ত্রিলোচন যেমনি বাহিরে পা দিতে যাইবে অমনি অতুল, জলধর, সাবিত্রী ও পীতাম্বরের প্রবেশ। অতুলের জামা কাপড় পূর্ব্ববৎ। একবগলে নিজের ছাতা, কাঁধে নিজের কোট। অন্যবগলে সাবিত্রীর কোট এবং সাবিত্রীর ছাতা। নিজের জুতা হাতে, সাবিত্রীর জুতা গলায় ঝুলানো। পীতাম্বরের একহাতে জলধরের সেতার অপর হাতে প্রকাণ্ড একটা গাঠ্‌রী। অতুল এবং ত্রিলো-চনের মধ্যে প্রচণ্ড এক ধাক্কা লাগিয়া গেল।

ত্রিলোচন। মশাই কি চোখে দেখতে পান না?

চশমাটা একটু নাড়াচাড়া করিয়া ভাল করিয়া অতুলকে দেখিয়া

ওমা এ যে বহুরূপী।

অতুল। (হাসিয়া) তা যা বলেছেন মশাই, মেয়ের বাপ হ'লে বহুরূপীও সাজতে হয়।

অতুলকে দেখিয়া রমা ও বিমলা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। জগদম্বা ঘোমটা টানিয়া মুখ ঢাকিল। ভুজঙ্গ নিজের চুল টানিয়া ছিঁড়িবার উপক্রম করিল।

ত্রিলোচন। তা তো বুঝলাম, কিন্তু এ রকম সেজেগুজে এলেন কোত্থেকে?

অতুল। গিন্নী দেখছ তো? স্ত্রী স্বাধীনতার বোঝাগুলি আমার ঘাড় থেকে এবার নামাও। নইলে মান যে আর থাকে না গিন্নী।

সাবিত্রী।- এরা সব কারা? চিনতে পারছি না তো!

অতুল। তাইতো, আপনারা সব কে?

ত্রিলোচন। আমার নাম শ্রীত্রিলোচন চৌধুরী। আমি পরোক্ষভাবে এই

বাড়ির মালিক, মানে, মানে আমার একমাত্র পুত্র ভুজঙ্গ এই সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণীকে আজ দুপুরে রেজিষ্ট্রী ক'রে বিয়ে করেছে।

অতুল চমকাইয়া উঠিল।

ভুজঙ্গ। (নিজের চুল টানিতে টানিতে) বাবা ইনিই অতুলবাবু, এই বাড়ির মালিক।

ত্রিলোচন। য়্যাঁ, ওঃ বৈবাহিক মহাশয়? নমস্কার, নমস্কার। আমার ভারি ভুল হ'য়ে গিয়েছে। (অতুলের মুখের ভাব দেখিয়া) আপনি আমার চেয়ে অনেক বড় হবেন, প্রণাম করাই উচিত হবে। পায়ের ধূলো দিন।

প্রণাম করিতে উদ্যত।

অতুল। (অতিশয় ক্রুদ্ধ ভাবে) সরে যান সুমুখ থেকে (জামা জুতা ইত্যাদি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) সাবিত্রী তোমার মেয়েকে এই মুহূর্ত্তে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে বল।

সাবিত্রী। (কাঁদো কাঁদো হইয়া) ঠাণ্ডা হ'য়ে শোনো না কি হয়েছে।

অতুল। শুনবার বাকি কি রয়েছে সাবিত্রী? আমাদের বাড়িতে না থাকার সুযোগ নিয়ে তোমার এম, এ পাশ মেয়ে রেজিষ্ট্রি ক'রে বিয়ে করেছেন ঐ বাঁদরটাকে। বুকের দুধ খাইয়ে যাকে মানুষ করেছিলে সে তোমার মেয়ে নয় সাবিত্রী, সে একটা বিষাক্ত কালসর্প, একটা দুঃ-স্বপ্ন। হৃদয় থেকে তাকে মুছে ফেলে দাও।

সাবিত্রী। স্থির হয়ে শোনই না কি হয়েছে।

অতুল। না না আমি শুনব না, শুনতে আমি চাই না। আমি ভুলে যেতে চাই যে আমার সন্তান কোনও দিন ছিল। আমি আজ বিশ বছর ধ'রে যে কল্পনাকে আমার হৃদয়ে ধরেছি তোমার এই উচ্ছৃঙ্খল সন্তান একটা খেয়ালের জন্য আমার সেই আকাঙ্খাকে আজ নির্ম্মূল

করে দিয়েছে। (বিমলার প্রতি) চলে যাও, আমার সুমুখ থেকে তুমি চলে যাও নইলে আজ বাপ হ'য়েও তোমাকে আমি অভিসম্পাত করব।

বিমলা। (কাঁদিয়া) বাবা।

অতুল। (চীৎকার করিয়া) চুপ কর, অকৃতজ্ঞ সন্তান।

রমা। মেসোমশাই আপনি স্থির হন্। বিমলার বিয়ে এখনও হয় নি।

অতুল, ত্রিলোচন, সাবিত্রী ও জগদম্বা যুগপৎ চমকাইয়া উঠিল। জলধর এক কোণে দাঁড়াইয়া কাপড় আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল।

অতুল। (অর্দ্ধেক কাঁদিয়া, অর্দ্ধেক হাসিয়া) বিয়ে হয় নি? ও গিন্নী শুনেছ? বিয়ে নাকি হয় নি। উঃ বাঁচলাম। ওরে নটবর।

নটবরের প্রবেশ

নটবর। হুজুর!

অতুল। এক ছিলিম তামাক নিয়ে আয়।

নটবর। তামাক তৈরি হুজুর।

প্রস্থান

অতুল। হো-হো-হো-গিন্নী এবার যে আমারই জিত হ'ল।

অতুল একটা চেয়ারে বসিয়া হাসিতে লাগিল। বিমলা অতুলের কোলের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সাবিত্রী। উঃ বাঁচা গেল। (হঠাৎ ভুজঙ্গের বাপমার কথা মনে হওয়াতে) আপনারা তা হ'লে একটু বিশ্রাম করে নিন্।

ত্রিলোচন। না, আমাদের কথা ভাববেন না। আমরা এখুনি চলে যাচ্ছি। ওগো শুনচ, যা আশা ক'রে এসেছিলে তা তো হ'ল না। এবার চল। বাবা ভুজঙ্গ এবার যাই কোথা বল?

ভুজঙ্গ। চুলোয় যান, সব চুলোয় যান।

প্রস্থান

ত্রিলোচন। ছেলে তো পথ দেখিয়ে দিয়েছে, এবার একটু পা চালিয়ে এস গিন্নী। আচ্ছা নমস্কার।

অতুল। (না তাকাইয়া) নমস্কার।

ত্রিলোচন ও জগদম্বার প্রস্থান।

ওহে পীতাম্বর!

পীতাম্বর। হুজুর?

অতুল। সেতারটাকে এই চেয়ারটাতে রাখ।

পীতাম্বর। (সেতার রাখিয়া) এই খাবারগুলো হুজুর?

অতুল। (চোখ টিপিয়া) কুটুমদের দিয়ে এস না।

পীতাম্বর হাসিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

এবার বাবাজীর গেরুয়াটা ছাড়াবার ব্যবস্থা কর।

পীতাম্বর। (হাসিয়া) গেরুয়াটা বাইরের রং হুজুর। মনটার রং অন্য রকম।

অতুল হাসিতে লাগিল। পীতাম্বর জলধরের কাছে গেল।

চলুন বাবা ঠাকুর। দেখলেন তো গেরুয়ার কত গুণ। চলুন, পূজা আহ্নিকের সময় চলে গেল যে। চলুন।

জলধর। জ্যাঠামি রাখ। আমি জামাকাপড় বদলে আসছি।

জলধর ও পীতাম্বরের প্রস্থান।

অতুল। গিন্নী, ব্যাপারটাতো ঠিক বুঝতে পারলাম না। (রমার প্রতি) আমার মনে হচ্চে মা, তোমার এতে কিছু হাত আছে।

রমা। (মুখ ফিরাইয়া) হাঁ, আছে। ভুজঙ্গ যে কি প্রকৃতির লোক বিমলাকে তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।

অতুল। তোমার কাছে আমরা কেনা রইলাম মা। এর কি প্রতিদান দেব ?

রমা। (কষ্টে কান্না চাপিয়া) প্রতিদান ? প্রতিদান আমি চাই না। আমি বিমলাকে ভালবাসি এবং আমি জানি যে জলধরও বিমলাকে ভালবাসে।

অতুল। কিন্তু তুমি মা……তুমি……কেন……

সাবিত্রী। (ছল ছল চোখে) আঃ, কি যে বলছ। সাধে কি বলি তোমার চোখ নেই। রমা মা, আয়, কাছে আয় মা।

রমা ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীর কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। অতুল বিস্ময়ে একবার রমার দিকে চাহিল। পরে সস্নেহে বিমলার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। সাবিত্রী রমাকে বুকে জড়াইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

সাবিত্রী। সময়ে সব শুধরে যাবে মা। তোমাকে বুকে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি।

বিমলা। রমা ! সই !

যবনিকা পতন।

এই গ্রন্থকার বিরচিত নাটক ঃ—

খুনে—রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস।

হোটেল—কিন্তু—নিরালা

প্রথম পর্ব্ব—হোটেল

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস।

দ্বিতীয় পর্ব্ব—কিন্তু

জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।

তৃতীয় পর্ব্ব—নিরালা

জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।

রাঁচি—জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।

সেতার—জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।

পুরোহিত (যন্ত্রস্থ) জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।